শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি



শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ
ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত

সঙ্গণকসংস্করণং দাসাভাসেন হরিপার্ষদদাসেন কৃতম্

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

বিরচিত

হরিনাম-চিন্তামণি

[অভিনব ষষ্ঠ সংস্করণ]



গৌড়ীয় মিশনের পাত্ররাজ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্যবর্য

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত মহারাজ কর্তৃক

সম্পাদিত

কলিকাতা বাগবাজারস্থ রেজিষ্টার্ড গৌড়ীয় মিশন

হইতে মিশনের অপর সেবাসচিব

শ্রীভক্তিনিষ্ঠ ন্যাসী মহারাজ কর্তৃক

প্রকাশিত।

সঙ্গণকসংস্করণং দাসাভাসেন হরিপার্ষদদাসেন কৃতম্

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের

৫৫তম তিরোভাব মহোৎসব।

বঙ্গাব্দ—৮ই পৌষ, ১৩৯৮ : খৃষ্টাব্দ—২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৯১

শ্রীভাগবত প্রেস, কলিকাতা, বাগবাজার হইতে

শ্রীভক্তিনিষ্ঠ ন্যাসী মহারাজ-কর্তৃক মুদ্রিত।

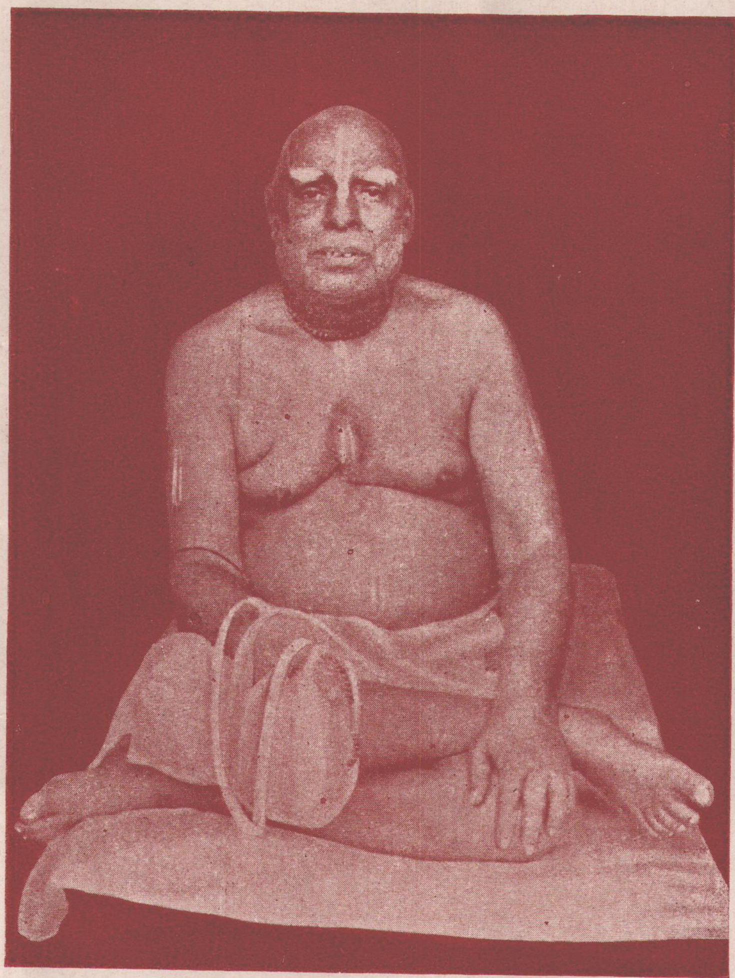
প্রাপ্তিস্থান ঃ—

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার কলিকাতা-৩

(২) শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী-গৌড়ীয় মঠ,
পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া (পশ্চিমবঙ্গ)

ও

অন্যান্য শাখা মঠ সমূহ



ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

প্রবোধিনী কথা

এই গ্রন্থখানি সাধারণের পাঠ্য নহে। যাঁহাদের শ্রীচৈতন্যে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে এবং নামাশ্রয়া ভক্তিতে শ্রদ্ধা হইয়াছে, তাঁহারাই এই গ্রন্থ আলোচনার অধিকারী। সাধন ভক্তি যত প্রকার আছে, তন্মধ্যে একমাত্র নামাশ্রয়েই সর্বসিদ্ধি হয়—এইরূপ যাঁহাদের বিশ্বাস, তাঁহারা সর্বোত্তম সাধক। শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই শিক্ষা শিক্ষাষ্টকেই পাওয়া যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরকে এই শিক্ষার আচার্যরূপে বরণ করিয়াছিলেন।

প্রামাণিক গ্রন্থ মতে শ্রীল হরিদাস ঠাকুর যবনের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এইরূপ জানিতে পারা যায়। বনগ্রামের নিকটস্থ বুঢ়ন নামে কোন গ্রামে হরিদাস জন্মগ্রহণ করেন। অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার প্রাক্তনীয় সংস্কারক্রমে হরিভজনে রতি হয়। গৃহত্যাগ করতঃ বেনাপুলের বনে কুটীর নির্মাণ করিয়া নিরন্তর নাম সংকীর্তনে ও স্মরণে দিনযাপন করিতেন। কতকগুলি বহির্মুখ লোক তাঁহার বিরুদ্ধ হওয়ায় সেই স্থানটি পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গাতীরে আসিয়া বাস করেন। দুষ্ট ব্যক্তিগণ যে বেশ্যাকে তাঁহার অমঙ্গল সাধনের জন্য পাঠাইয়াছিল, সেই বেশ্যা সুকৃতিক্রমে হরিদাসের মুখে হরিনাম শ্রবণ করিয়া ভক্ত হইয়া পড়িলেন। বেনাপুলের কুটীর সেই নবীন ভক্তাকে অর্পণ করিয়া হরিদাস সে দেশ পরিত্যাগ করেন। হরিনাম গান করিতে করিতে গঙ্গাপার হইয়া সপ্তগ্রামে শ্রীল যদুনন্দন আচার্যের বাড়ীতে অবস্থিতি করেন। আচার্যের সহিত তিনি ঐ গ্রামের মকররীদার মজুমদারোপাধিক শ্রীহিরণ্যগোবর্ধনের সভায় যাতায়াত করিতেন।

গোপাল চক্রবর্তী নামক কোন ব্রহ্মবন্ধুর সহিত শ্রীনামমাহাত্ম্য সম্বন্ধে তাঁহার অনেক বিতর্ক হয়। হিরণ্যগোবর্দ্ধন সেই ব্রাহ্মণকে কর্ম হইতে বর্জন করিলে পর বৈষ্ণবাপরাধে তাহার গলৎকুষ্ঠ হয়। ঐ সময়ে গোবর্ধন পুত্র শ্রীল রঘুনাথ দাস নিভান্ত বালক বয়সেও হরিদাসের কৃপাপ্রযুক্ত বৈষ্ণবপ্রবৃত্তি লাভ করেন। গোপাল চক্রবর্তীর ক্লেশ শ্রবণ করিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে হরিদাস তাঁহার সেই বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া শ্রীমদদ্বৈতপ্রভুর আশ্রয়ে ফুলিয়া গ্রামে গঙ্গাতীরে একটি গোফা করিয়া নির্জনে হরিভজন করিতে লাগিলেন। ভক্ত যতই প্রতিষ্ঠাকে ঘৃণা করুন এবং জনসঙ্গ পরিত্যাগ করুন, ভক্তিপ্রভায় তিনি কাহারও নিকট লুক্কায়িত থাকিতে পারেন না। ভক্তিপ্রভা বিস্তৃত হওয়ায় হরিদাসের প্রতি মুসলমানদিগের ঈর্ষা উদয় হইল। তাহারা মুলুকপতিদ্বারা তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া বিশেষরূপে নির্যাতন করে। হরিদাস সর্বভূতদয়ায় পরিপূর্ণ। তাহাদিগের দোষ গ্রহণ না করিয়া আশীর্বাদ করতঃ সে স্থান হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া পুনরায় স্বীয় গোফায় আসিলেন। কিছুদিন পরে শ্রীধামে মহাপ্রভু উদয় হইলেন। শ্রীঅদ্বৈতের সঙ্গে মিলিত হইয়া হরিদাস শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাশ্রয় করিলেন। সেই সময় হইতে তিনি মহাপ্রভুর নামপ্রচারে আচার্য স্বরূপে নিযুক্ত হইলেন। পরে যৎকালে মহাপ্রভু শ্রীপুরুষোত্তমে অবস্থিতি করেন, সে সময়ে হরিদাসকে সিদ্ধবকুলে রাখেন। হরিদাসের নির্যাণে প্রভু স্বয়ং তাঁহাকে সমুদ্রতীরে সমাধিস্থ করিয়া সমারোহের সহিত সংকীর্তন ও বিরহমহোৎসব সম্পাদন করেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা এই যে, যে ভক্ত যে ভক্তি-বিষয়ে উচ্চাসন লাভ করিয়াছেন, তাঁহার দ্বারাই সেই বিষয়ে নিজ-শিক্ষা জগতে প্রচার করিয়াছিলেন। হরিদাসকে কয়েকটি প্রশ্ন করিয়া তাঁহার মুখে

নামতত্ত্ব সমূহ প্রকাশ করান। এই সকল বিষয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত এবং এতদ্রূপ অন্যান্য ভক্তিগ্রন্থে অনেকস্থলে বর্ণিত আছে। আমরা কোন সময়ে কোন বৈষ্ণব কর্ত্তৃক উৎসাহিত হইয়া শ্রীহরিদাসপ্রচারিত নামতত্ত্ব ঐ সকল গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলাম। তদ্ব্যতীত কোন দূরদেশস্থ ভক্তগণের নিকট হইতে আমরা হরিদাস সম্বন্ধে কতকগুলি গ্রন্থ পাইয়াছিলাম। তন্মধ্যে কতকগুলিতে সহজিয়া, বাউল এবং অসংলগ্ন বাক্য দেখিয়া সেগুলিকে যত্ন সহকারে পরিত্যাগ করিলাম। দুই একখানি গ্রন্থ শুদ্ধবৈষ্ণবমতসম্মত বোধ হইল। একখানি গ্রন্থে ষোলনাম বত্রিশ অক্ষরের রসিকার্থ পাওয়া গেল। তাহাতে বড়ই আনন্দ হইল। বোধ হয় শ্রীহরিদাস কোন শুদ্ধভক্তকে নাম শিক্ষা দিয়াছিলেন, তিনি স্বীয় গুরুদেবের নামে ঐ গ্রন্থখানি রচনা করিয়া রাখেন। উক্ত গ্রন্থ দেখিয়া আমাদের শ্রীহট্ট-দেশীয় তৎপ্রেরক-ভক্তবর্গকে অনেক ধন্যবাদ দিয়াছিলাম। এই সমস্ত গ্রন্থে আমরা হরিদাসের নামসম্বন্ধে যত উপদেশ পাইয়াছি, সে সমস্ত এই হরিনাম চিন্তামণি গ্রন্থে সংগ্রহ করিলাম। নিষ্কিঞ্চন ভক্তদিগের সুখবৃদ্ধির জন্য এই গ্রন্থ আমরা প্রকাশ করিলাম। নিষ্কিঞ্চন নামৈকপরায়ণ ব্যতীত কেহ এই গ্রন্থ পাঠ করিবেন বলিয়া আমরা মনে করি নাই এবং তাহাদের নিকট হইতে এ সম্বন্ধে কোন বিতর্কও আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি না।

সাধন-ভজনের পদ্ধতি অনেক প্রকার। কিন্তু কেবল নামাশ্রিত ভজনের পদ্ধতি এই একই প্রকার। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর সময় হইতে মহাজনগণ শ্রীহরিদাসোক্ত ভজনপ্রণালী অবলম্বন করিয়া আসিয়াছেন। প্রাচীন কাল হইতে ব্রজবনবাসী বৈষ্ণবসকলও এই প্রণালীতে ভজন করিয়াছেন। শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে কিছুদিন পূর্ব্বে যে

সকল ভজনানন্দী বৈষ্ণব ছিলেন, আমরা স্বচক্ষে তাঁহাদের এই ভজন প্রণালী দেখিয়াছি। নিরপরাধে নিঃসঙ্গে নিরন্তর শ্রীহরিনামের শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ—ইহা যে একমাত্র ঐকান্তিক ভজন পদ্ধতি, তাহা শ্রীহরি-ভক্তিবিলাসের শেষে শ্রীসনাতন ও শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীদ্বয়-স্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। এই 'শ্রীহরিনাম চিন্তামণি' পয়ার গ্রন্থ। ইহা স্ত্রী, বালক কিম্বা সংস্কৃতানভিজ্ঞ সকলেই পাঠ করিয়া মহাপ্রভুর শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারেন। তাঁহাদিগের ক্লেশ হইবে এই জন্য এই গ্রন্থের মধ্যে সংস্কৃত রচনাদি উদ্ধার করিলাম না। প্রমাণমালা বলিয়া আর একখানি সংগ্রহ-গ্রন্থ আছে, তাহাতে এই শ্রীহরিনামচিন্তামণির প্রত্যেক বাক্যের শাস্ত্রীয় প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা হইলে সেই গ্রন্থও শীঘ্র ভক্তজনের জন্য প্রকাশিত হইবে।

অকিঞ্চন দাস
শ্রীভক্তিবিনোদ

নিবেদন

গৌড়ীয় মিশনের মূলপুরুষ শ্রীগৌরনিজজন ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ কলিহত দুর্গত জীবের প্রতি অশেষ করুণাপরবশ হইয়া 'শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি' নামক এই অমূল্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। শ্রীহরিনামই কলিকালের একমাত্র ধর্ম ও গতি এবং সর্বধর্ম, সর্বমন্ত্র ও সর্বতন্ত্র সার—ইহা ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীহরিদাস ঠাকুরের প্রসঙ্গে নীলাচলে নামাচার্য ঠাকুর শ্রীহরিদাসের মুখে জগজ্জীবের মঙ্গলের জন্য জানাইয়াছেন। ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ এই গ্রন্থের প্রারম্ভে 'প্রবোধিনী কথায়' প্রথমেই স্বয়ং লিখিয়াছেন যে,—"এই গ্রন্থ সাধারণের পাঠ্য নহে। শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুতে যাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে ও নামাশ্রয়া ভক্তিতে শ্রদ্ধা হইয়াছে তাঁহারাই এই গ্রন্থ আলোচনার অধিকারী। সাধনভক্তি যত প্রকার আছে, তন্মধ্যে একমাত্র নামাশ্রয়েই সর্বসিদ্ধি হয়—এইরূপ যাঁহাদের বিশ্বাস, তাঁহারা সর্বোত্তম সাধক। শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই শিক্ষা শিক্ষাষ্টকে পাওয়া যায়।" কাজেই শ্রদ্ধাবান্ শ্রীহরিনামাশ্রিত ব্যক্তিগণের এই গ্রন্থ পরম আদরের বস্তু ও একমাত্র উপজীব্য।

এই গ্রন্থের প্রথম হইতে ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত ভগবত্তত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, মায়াতত্ত্ব, নামতত্ত্ব, নামাভাসতত্ত্ব, নামাপরাধতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীহরিনামাশ্রিত সাধক অনর্থ ও নামাপরাধ পরিত্যাগপূর্বক কিভাবে নামাভাস হইতে শুদ্ধনামে রতি লাভ করেন, তাহা সুন্দরভাবে দেখান হইয়াছে। দশ-নামাপরাধ ও তাহা বর্জনের উপায়গুলি

বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। নামাপরাধ-বর্জনের উপায় সম্বন্ধে এইরূপ বিস্তৃত উপদেশাবলী অদ্যাবধি কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। এমন কি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা শ্রীহরিনাম-মহামন্ত্র বিভিন্নভাবে কীর্তন করিলেও নামাপরাধ সম্বন্ধে আদৌ জ্ঞাত নহে এবং নামাভাস, শুদ্ধনাম ও তাহাদের ফল-বিষয়েও অবগত নহে। তাহারা প্রকৃত সাধুসঙ্গে এই সকল তত্ত্ব জানিবার সৌভাগ্য লাভ করে নাই।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদে সেবাপরাধ সম্বন্ধে ঠাকুর বিস্তৃতভাবে জানাইয়াছেন। সেবাপরাধ তিন প্রকার—শ্রীমূর্তিসেবক-নিষ্ঠ, শ্রীমূর্তিস্থাপক-নিষ্ঠ, শ্রীমূর্তিদর্শক-নিষ্ঠ। এই সেবাপরাধ সম্বন্ধে সর্বসাধারণের কোন জ্ঞানই নাই। এমন কি শ্রীমূর্তিপূজকের মধ্যে অনেকেরই সেবাপরাধ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা নাই। এইজন্য শ্রীমূর্তিতে শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিমাত্রেরই বিশেষতঃ অর্চনকারীর পক্ষে এই বিষয় জানা অতীব প্রয়োজন।

গ্রন্থের শেষ পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের ভজন-প্রণালী সম্বন্ধে নিগূঢ় সিদ্ধান্তগুলি সুন্দরভাবে জানাইয়াছেন। "নামতত্ত্বের" চরম লাভই রস। সেই শুদ্ধসত্ত্বগত অখণ্ডরস কৃষ্ণাদি চিন্ময় নামরূপ পুষ্পকলিকা হইতে ক্রমে রূপ-গুণ-লীলা-স্বরূপে পূর্ণ প্রস্ফুটিত হইলে কৃষ্ণের অষ্টকাল চিন্ময় নিত্যলীলা জগতে উদিত হন। নামাশ্রয়ী সাধক উত্তম সাধুসঙ্গে শ্রীনামের শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণদ্বারা ক্রমে উত্তম অধিকার লাভ করিয়া ঐ দুর্লভ রত্ন লাভ করিতে পারেন। নাম ভক্তিস্বরূপ। কৃপাক্রমে জীবের সত্তাগত ক্ষুদ্র সম্বিৎ ও হ্লাদ-শক্তি স্বরূপ-শক্তির হ্লাদিনী-সম্বিতের সমবেতসার

আসিয়া ভক্তি-স্বরূপিণী বৃত্তি হইয়া থাকে। সেই সর্বেশ্বরী ভক্তিশক্তি আবির্ভূত হইয়া কৃষ্ণনামে রসের সামগ্রীসকল প্রকাশ করেন। জীব ভক্তিরপ্রভাবে চিন্ময় স্ব-স্বরূপ লাভ করত সেই শক্তি-প্রকাশিত রসতত্ত্বে প্রবেশ করেন। এই রসই ব্রজরস, সর্বসার এবং জীবের পক্ষে পরম পুরুষার্থ। পূর্ণমুক্ত পুরুষেরাই এই রসের অধিকারী। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও শৃঙ্গার—এই পাঁচটি রস হইলেও শৃঙ্গার রসই চরম রস। এই শৃঙ্গার রসকে উজ্জ্বলরস বলে। যাঁহার উজ্জ্বলরস সাধিতে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, তিনি ব্রজের গোপী-আনুগত্য স্বীকার অবশ্য করিবেন। জীব পুরুষভাবে শৃঙ্গাররসের অধিকারী হন না। এই শৃঙ্গার-রসে কোন প্রকার প্রাকৃত ব্যবহার নাই। চিন্ময়জীব রস-সঞ্চারে চিন্ময় গোপী হইয়া অর্থাৎ একাদশভাব গ্রহণ পূর্বক ব্রজগোপীত্ব লাভ করিয়া চিন্ময় শ্রীবৃন্দাবনে চিন্ময় শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্যদাস্য লাভ করেন। ব্রজগোপী-স্বরূপ লাভ করিলো কৃষ্ণভজন হয়। একাদশ প্রকার ভাবগ্রহণ করিলে ব্রজগোপীত্ব লাভ হয়। এই একাদশ-ভাব সাধনকার্যে সাধকের পাঁচটি দশা ক্রমশঃ উদিত হয়। শ্রবণদশা, বরণদশা, স্মরণদশা, আপনদশা ও সম্পত্তিদশা—এই পঞ্চদশা। উপযুক্ত সদ্‌গুরুর নিকট সেই একাদশ ভাব শিক্ষা করিতে হয় এবং শ্রীগুরুকৃপায় ক্রমে ক্রমে ঐ পঞ্চদশা লাভ হয়। এইভাবে সাধকের ব্রজে গোপীজন্ম লাভ হয়।" মহাভাগবত রসিক শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে ভজন করিতে করিতে সৌভাগ্যবান্ সাধক এই সব দেবদুর্লভ বস্তু লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতে পারেন।

সর্বশেষে ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ ভজন-বিষয়ে সতর্ক করিয়া বলিয়াছেন যে,—"কর্ম-জ্ঞান-যোগাদি পরিত্যাগ পূর্বক অনন্যশ্রদ্ধোদিত

ভক্তির সহিত নাম-ভজনই সুলভ ধন। পূর্ব্বোক্ত ক্রম ধরিয়া নাম-ভজন করিলে অন্য সমস্ত ভক্ত্যঙ্গ অপেক্ষা অতি সহজে এবং স্বল্পকালে সর্বার্থ সিদ্ধি লাভ করে। ইহাতে নৈপুণ্য মাত্র এই যে—কুসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গে ভজন করিবে। প্রেম একটি পরম শুদ্ধ চিদ্ধর্মফলক বিশেষ। সাধুচিত্তই তদ্‌গ্রহণে যোগ্য ও প্রবণ। অসাধু-চিত্ত তাহার বিক্ষেপক। সাধুসঙ্গ না থাকিলে সেই ফলক জীবহৃদয়ে সহসা প্রবেশ করে না। তড়িৎসম্বন্ধে আকর্ষণ ও অনাকর্ষণের ন্যায় সাধুসঙ্গ ও অসাধুসঙ্গ প্রবলরূপে কার্যকর।

অতএব যিনি নামসাধনে ফল লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার তিনটী বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ থাকা আবশ্যক। অর্থাৎ সাধুসঙ্গ, সুনির্জন এবং নিজের সুদৃঢ়ভাব বা পরাকাষ্ঠা—ইহাকে নির্বন্ধ বলা যায়।"

এই গ্রন্থের পাদটীকায় (foot-noteএ) মূলগ্রন্থে ব্যবহৃত বিশেষার্থবোধক শব্দ ও পয়ারের অর্থ ও ব্যাখ্যা গ্রন্থকার স্বয়ং লিখিয়াছেন। উহার সাহায্যে পাঠকগণ অনেক জটিল বিষয় সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন এবং সাধন-ভজন-বিষয়ে নূতন নূতন আলোক পাইবেন।

শ্রদ্ধালু পাঠকগণের সহজবোধ সৌকর্যার্থ গ্রন্থের এই নূতন সংস্করণে সূচীপত্রে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহের সংক্ষিপ্ত-সার চয়ন পূর্বক উদ্ধৃত করা হইল। উহা পাঠে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে সহজে দিগ্‌দর্শন লাভ করিতে পারা যাইবে। এই গ্রন্থে ব্যবহৃত বিশেষার্থবোধক শব্দসমূহের বর্ণানুক্রমিক নির্ঘণ্ট সূচীপত্রের পরে সংযুক্ত করা হইল।

চিন্তামণি স্বরূপ এই গ্রন্থ সাধন-ভজনাকাঙ্ক্ষী সাধকগণের প্রতি ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের অপূর্ব দান-বিশেষ। নামাশ্রয়ী সাধক ভক্তগণের এই গ্রন্থরত্ন কণ্ঠমণি সদৃশ। নামভজনানন্দী সাধক মাত্রেই এই গ্রন্থ পাঠে পরম লাভবান্ হইবেন এবং ভজনের সর্বপ্রকার অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয় অবগত হইয়া সুনির্দিষ্ট সাধু-শাস্ত্র-মহাজনানুগ পন্থায় ভজন করিতে করিতে সর্বার্থসিদ্ধি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবেন। এই গ্রন্থ ব্যতীত গ্রন্থকার বিভিন্ন ভাষায় চিদ্-বিজ্ঞান-দর্শন-সাহিত্য-কাব্য-গীতি-মূলক ও বিভিন্ন শাস্ত্রীয় গবেষণামূলক বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। গৌড়ীয় মিশন হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলীতে তাহাদের অধিকাংশ পাওয়া যায়।

এই গ্রন্থের সর্বপ্রথম সংস্করণ ঠাকুরের প্রকটকালে প্রকাশিত হয়। তাঁহার তিরোভাবের পর "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-স্মৃতি সংরক্ষণ সমিতি" হইতে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তৎপর অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্তৃক তৃতীয় ও চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। অধুনা আমাদের গ্রন্থাগারে এই গ্রন্থ নিঃশেষিত হওয়ায় বৈষ্ণবগণের ও শ্রদ্ধালু সজ্জনগণের বিশেষ আগ্রহে এই নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এই নূতন সংস্করণে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলির সংক্ষিপ্তসারসমূহ বিষয়সূচীতে সংযোজিত হইল বলিয়া গ্রন্থকলেবর কিছু বর্ধিত হওয়ায় এই নূতন সংস্করণকে "অভিনব পঞ্চম সংস্করণ" বলিয়া লিখা হইল। এই গ্রন্থ সম্পাদনে মিশনের সহকারী সেবাসচিব শ্রীপাদ জগজ্জীবন দাস ভক্তিশাস্ত্রীজী প্রচুর সহায়তা করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাভাজন হইয়াছেন।

এই নূতন সংস্করণে পূর্ব পূর্ব সংস্করণের বিভিন্ন প্রকার ত্রুটী সংশোধন পূর্ব্বক ভাল কাগজে নূতন টাইপে সুন্দরভাবে ছাপাইতে যত্ন করা হইয়াছে। তথাপি মুদ্রাকর প্রমাদ বশত কোথাও ভ্রম-প্রমাদাদি রহিয়াছে। সহৃদয় পাঠকগণ তাহা স্বমহিমায় মার্জনা করিয়া গ্রন্থকারের মহৎ উদ্দেশ্য গ্রহণ করিলে কৃতার্থ হইব।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাব বাসর—
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গৌড়ীয় মঠ,
শ্রীধাম গোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
গৌরাব্দ—৫১৬

বিনীত
সম্পাদক

ষষ্ঠ সংস্করণে প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি গ্রন্থ যাতে নিষ্কিঞ্চন ভক্ত-পাঠকদের কাছে দুর্লভ না হয়, সেজন্য গ্রন্থটির পূর্ব সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ ভাগবত মহারাজের ইচ্ছানুসারে ও শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের কৃপাশীর্বাদে গ্রন্থটির দ্রুত মুদ্রণের ব্যবস্থা করা হয়। সৎ-গ্রন্থাবলী ভক্ত-পাঠকদের কাছে যথাসম্ভব সুলভ মূল্যে সরবরাহ করাই আমাদের অঙ্গীকার। শ্রীহরিনাম চিন্তামণির বিষয়বস্তু, গুরুত্ব ও অধিকার সম্বন্ধে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের 'প্রবোধিনী কথা' অংশে এবং পূর্ব 'নিবেদন' অংশে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। এর পরে গ্রন্থটি সম্বন্ধে আর কিছু বলার আছে বলে আমরা মনে করি না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভাষ্যকেই গ্রন্থ-প্রকাশের কৈফিয়ৎ স্বরূপ পুনরায় স্মরণ করলাম—"নিষ্কিঞ্চন ভক্তদিগের সুখবৃদ্ধির জন্য—এই গ্রন্থ আমরা প্রকাশ করিলাম।" মুদ্রাকর প্রমাদ দু'-এক জায়গায় দৃষ্ট হতে পারে—এক্ষেত্রে প্রকাশক দীনভাবে মার্জনাপ্রার্থী।

বিনীত
প্রকাশক

শ্রীহরিনাম-চিন্তামণির

সংক্ষিপ্তসার সহ

বিষয়-সূচী

প্রথম পরিচ্ছেদ (১—১৫ পৃষ্ঠা)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ (১৫—২৬ পৃঃ)

দুই প্রকার ; মুখ্য নাম ; গৌণ নাম ও তাহার লক্ষণ ; মুখ্য ও গৌণ-নামের ফলভেদ ; নাম ও নামাভাসমাত্র ফলভেদ ; ব্যবহিত বা ব্যবধানে দোষ জন্মে ; ব্যবধান দুই প্রকার ; ব্যবধানাবিদ্ধ নামই শুদ্ধনাম ; অনর্থ যত নষ্ট হয়, ততই নামাভাসত্ব দূর হয় ও চিন্ময় নাম প্রকাশ পায় ; যাহার নামে শ্রদ্ধা হয়, তাহারই নামে অধিকার হইয়া থাকে, নামে সর্বশক্তি আছে ; কলিজীবের নামে নিষ্কপট বিশ্বাস হইলেই নামে অধিকার হইল ; নামের অনুকূল বিষয় গ্রহণ ও প্রতিকূল বিষয় বর্জন ; অনন্যবুদ্ধিতে নাম গ্রহণ করিবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ (২৬—৩৯ পৃঃ)

নামাভাস বিচার—মেঘ-কুজ্ঝটিকারূপ অজ্ঞান ও অনর্থ, অজ্ঞান কুজ্ঝটিকা, স্বরূপভ্রম ; মেঘ—অনর্থ, অসতৃষ্ণা, হৃদয়-দৌর্বল্য—অপরাধ ; নামাভাসের অবধি ; সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন ; সম্বন্ধজ্ঞান ; নামাভাসের ফল ; নামাভাসের বৈকুণ্ঠাদি প্রাপকত্ব ; সঙ্কেত, পরিহাস্য, স্তোভ ও হেলা—এই চারিপ্রকার নামাভাস ; সাঙ্কেত্যরূপ নামাভাসের প্রকারদ্বয় ; পরিহাস নামাভাস ; স্তোভ নামাভাস ; হেলা নামভাস শ্রদ্ধা ও নাম-অপরাধের ভেদ ; ছায়া ও প্রতিবিম্ব ভেদে আভাস দুই প্রকার ; ছায়া নামাভাস ; প্রতিবিম্ব নামাভাস ; প্রতিবিম্ব নামাভাসে মায়াবাদ কপটতা উৎপন্ন করে ; কপট-প্রতিবিম্ব নামাভাসই অপরাধ ; ছায়া-নামাভাস ও প্রতিবিম্ব নামাভাসের ভেদ ; মায়াবাদ ও ভক্তি ইহারা পরস্পর বিপরীত ধর্ম, মায়াবাদই অপরাধ ; মায়াবাদীর অপরাধ কখন ছাড়ে ? ভক্তিকে অনিত্য বলিয়া মায়াবাদ অপরাধ হইয়াছে ; মায়াবাদী নামাভাসে মুক্ত্যাভাসরূপ সাযুজ্য লাভ করে ; মায়াবাদী নিত্যসুখ পায় না ; ছায়া-নামাভাসী দুষ্টমতে না প্রবেশ করিলে ক্রমে শুদ্ধনাম পাইয়া থাকেন ; ভক্তের মায়াবাদী সঙ্গ অবশ্য পরিত্যজ্য।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ (৪০—৫৪ পৃঃ)

নামাপরাধ—সাধুনিন্দা—দশবিধ নামাপরাধ ; সাধুনিন্দাই প্রথম অপরাধ, স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ-ভেদে সাধু লক্ষণদ্বয় বিচার ; স্বরূপ-লক্ষণই প্রধান লক্ষণ, তদাশ্রয়ে তটস্থ লক্ষণ সকল উদয় হয়, বর্ণাশ্রম লিঙ্গ, নানাপ্রকার বেশদ্বারা সাধুত্ব হয় না, কৃষ্ণৈকশরণই সাধুর লক্ষণ ; গৃহী সাধুর লক্ষণ ; গৃহত্যাগী সাধুর লক্ষণ ; গৃহী ও গৃহত্যাগী-উভয়েরই স্বরূপ লক্ষণ এক ; পূর্বপাপের গন্ধাবশেষ ও পূর্বপাপ লক্ষ্য করিয়া যিনি কৃষ্ণৈকশরণ সাধুর নিন্দা করেন, তিনি নামাপরাধী ; কৃষ্ণৈকশরণ-তাই সাধুর লক্ষণ ; আপনাকে সাধু বলিয়া পরিচয় দেওয়া দাম্ভিকতা ; স্বল্পাক্ষরে সাধু-নির্ণয় ; নামপরায়ণ বৈষ্ণবই সাধু, তন্নিন্দাই অপরাধ ; বৈষ্ণবের শক্তি সঞ্চার ; বৈষ্ণবের কি কি দোষ ধরিলে বৈষ্ণব নিন্দা হয়—জাতি-দোষ, পূর্বদোষ, নষ্টপ্রায়-অবশিষ্ট-দোষ, কাদাচিৎক দোষ ; অন্য-দেব-শাস্ত্র-নিন্দাদি শূন্য নামাশ্রয়ী সাধু ; অসৎসঙ্গ দুই প্রকার—(১) স্ত্রীসঙ্গী, যোষিৎসঙ্গ কাহাকে বলে ? দ্বিতীয় প্রকার অসৎ—কৃষ্ণেতে অভক্ত তিন প্রকার ; যিনি বলেন, এই সব লোকের নিন্দাকেও সাধু-নিন্দা বলে, তিনিও বর্জ্য ; বৈষ্ণবাভাস, প্রাকৃত বৈষ্ণব, বৈষ্ণবপ্রায় ও কনিষ্ঠ বৈষ্ণব—এই সকল একই কথা ; মধ্যমবৈষ্ণব ; উত্তমবৈষ্ণব, মধ্যম বৈষ্ণবই সাধুসেবা করেন ; প্রাকৃত-বৈষ্ণব নামাভাসের অধিকারী ; মধ্যম বৈষ্ণব নামাধিকারী ও নামাপরাধ বিচার করিবেন,—সাধুনিন্দা ঘটিলে কি করা কর্তব্য ?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ (৫৪—৬৬ পৃঃ)

দেবান্তরে স্বাতন্ত্র্যজ্ঞান অপরাধ—বিষ্ণুতত্ত্ব ; বিষ্ণুর বিভিন্নাংশের প্রকার ভেদ, জীবের পঞ্চাশৎগুণ ; গিরীশাদি দেবতা বিভিন্নাংশ

হইয়াও সামান্য জীব নন, তাঁহারা ৫৫ গুণবিশিষ্ট ;-ষষ্ঠীগুণে বিষ্ণুত্ব ; অজ্ঞানব্যক্তি অন্য দেবতার সহিত বিষ্ণুকে সমান মনে করে ; নানাবিধ বাদানুবাদের সিদ্ধান্ত ; গৃহস্থ বৈষ্ণবের কর্তব্য বিধান ; কিরূপ বৈষ্ণব গার্হস্থ্যধর্ম করিবেন ; বর্ণচতুষ্টয়ের জীবনযাত্রা বিধি ; অন্ত্যজের বিধি ; বর্ণধর্মের দ্বারা জীবনযাত্রা করিয়া সংসারী ব্যক্তি ভক্তিপথে ভাবার্জন করিবেন ; নামনামী ও গুণগুণীর অভেদে বিষ্ণুজ্ঞান শুদ্ধ হয় ; মায়াবাদীর কুতর্ক ও অপরাধ ; বিষ্ণু ও ব্রহ্মতত্ত্বের সম্বন্ধ ; শিব বিষ্ণুর কিরূপ অভেদ বুদ্ধি করিবে ? ভক্ত ও মায়াবাদীর আচার ও প্রবৃত্তি ভেদ ; এই অপরাধের প্রতিকার।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ (৬৭—৭৮ পৃঃ)

গুর্ববজ্ঞা—সংসারী জীব অবশ্য সদ্‌গুরু আশ্রয় করিবে ; ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণে সৎপাত্র থাকিলে তিনি গুরু হইবার যোগ্য ; বর্ণ বিচার অপেক্ষা সুপাত্রের বিচার অধিক শ্রেয় ; গৃহত্যাগী অগৃহি-গুর্বাশ্রয় করিতে পারেন ; গৃহিভক্ত গৃহত্যাগ করিলেও পূর্বগুরু ত্যাগ করিতে হয় না ; যিনি বৈরাগ্য আশ্রম লইবেন, তিনি বৈরাগ-গুরু করিবেন ; দীক্ষা ও শিক্ষা গুরু উভয়কেই সমান সম্মান করা আবশ্যক ; সম্প্রদায়ের আদি গুরুর শিক্ষা অবলম্বন করিয়া আচরণ করিবে ; সম্প্রদায়-গুরু বরণ করা কর্তব্য ; মায়াবাদীর নিকট কৃষ্ণমন্ত্র লইলে পরমার্থ হয় না ; শুদ্ধভক্ত ব্যতীত অন্যকে গুরু করিবে না ; গুরুতত্ত্ব ; গুরুপূজা ; গুরুতে কিরূপে শ্রদ্ধা করা উচিত ; কোন্ স্থানে গুরু ত্যাগ করিতে হইবে ? গুরু-শিষ্য সম্বন্ধের পূর্বেই পরস্পরের পরীক্ষা ; শুদ্ধ গুরু পরীক্ষা করিয়া বরণ করিবে ; গুরুসেবার প্রক্রিয়া।

সপ্তম পরিচ্ছেদ (৭৮—৮৮ পৃঃ)

শ্রুতিশাস্ত্র নিন্দা—আম্নায়ই একমাত্র প্রমাণ; আম্নায় হইতে দশমূল শিক্ষা, প্রমেয় নয়টি; হরি—(১) এক পরতত্ত্ব, (২) সর্বশক্তিমান্, (৩) তিনি রসমূর্তি; (৪) জীবতত্ত্ব; (৫—৬) নিত্যবদ্ধ—নিত্যমুক্ত-ভেদ জীব দুই প্রকার; বদ্ধজীব, মুক্তজীব; অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধ, সাতটী প্রমেয়—সম্বন্ধজ্ঞান; অভিধেয়—নববিধ ভক্তি; প্রয়োজন—কৃষ্ণপ্রেম; এই শ্রুতিশিক্ষা-নিন্দা অপরাধ; বেদবিরুদ্ধ বাদসমূহ; এই সব মতবাদদ্বারা শ্রুতিনিন্দা হয়; মায়াবাদীর অতি দুষ্টমত বেদবিরুদ্ধ; শ্রুতিবিচারের প্রক্রিয়া, বেদ কেবল শুদ্ধনাম-ভজন শিক্ষা দেন; তামসতন্ত্র-শিক্ষা বেদবিরুদ্ধ; মায়াদেবীর নিষ্কপট কৃপাই প্রয়োজন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ (৮৮—৯৫ পৃঃ)

নামে অর্থবাদ অপরাধ—নামমহিমা; কৃষ্ণনামের সর্বোত্তমত; নামের অর্থবাদে নরকগমন অবশ্যই ঘটে; নামের ফল সত্য, তাহাতে অর্থবাদের প্রয়োজন নাই; কর্মফলের অর্থবাদ অপরিত্যাজ্য, নাম চিন্ময়, তাহাতে অর্থবাদ হইতে পারে না; নামাভাসে সর্বকর্ম ও ব্রহ্মজ্ঞানের ফল হইয়া থাকে; নামের ফলে যাহার সন্দেহ, তাহার মঙ্গল নাই; কর্ম-জ্ঞানের শক্তি অপেক্ষা অনন্তগুণ শক্তি নামে আছে; তদপরাধের প্রতিকার।

নবম পরিচ্ছেদ (৯৫—১০২ পৃঃ)

নামবলে পাপবুদ্ধি—নামগ্রহণে সমস্ত অনর্থ দূর হয়; পূর্বপাপ ও পাপগন্ধ শীঘ্র দূর হয়; প্রমাদে পাপ উপস্থিত হইলে তাহার, প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন নাই; নামবলে পাপাচরণকারীর পরিণাম; প্রমাদে ও বিচারিত কর্মের ভেদ; নামাশ্রয়ীর পাপ করা দূরে থাকুক,

পাপে মতি হইলেই নামাপরাধ হয়; প্রবঞ্চক-শঠের নামভরসায় পাপক্রিয়া মর্কটবৈরাগ্য মাত্র; নিষ্কপটে নামাশ্রয় না করিলে এই অপরাধ অনিবার্য; নামাভাসি-ব্যক্তিগণ এই কপট-লোকের সঙ্গে অপরাধী হন, শুদ্ধনামাশ্রিত ব্যক্তির দশবিধ অপরাধ স্পর্শ করে না; কতদিন সাবধানে অপরাধ পরিত্যাগ করা চাই; এই অপরাধ হইলে তাহার প্রতিকার।

দশম পরিচ্ছেদ (১০২—১০৭ পৃঃ)

শ্রদ্ধাহীনজনে নামোপদেশ—নামে দৃঢ়-বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা বলি, তাহা হইলেই নামে অধিকার হয়; শ্রদ্ধাহীনজনকে নাম দিলে নামাপরাধী হয়; শ্রদ্ধাহীন নাম পাইতে প্রার্থনা করিলে তাহাকে কিরূপ ব্যবহার করা উচিত; এই অপরাধের প্রতিকার; এ-বিষয়ে প্রভুর আজ্ঞা; এরূপ অপরাধের ফল; অগ্রে শ্রদ্ধা দিয়া নাম উপদেশ দিবে।

একাদশ পরিচ্ছেদ (১০৭—১১৫ পৃঃ)

অন্য শুভকর্মের সহিত নামকে তুল্যজ্ঞান—নামের স্বরূপ; কৃষ্ণপ্রাপ্তির অধিকার ভেদে উপায় বহুবিধ; কর্মের স্বরূপ, অন্য শুভকর্ম জড়ময়, উপেয় বস্তু চিন্ময়; শুভকর্ম—উপায়; তাহাতে উপেয়প্রাপ্তি বিলম্বসিদ্ধ; সাধনকালে হরিনাম উপায় কিরূপে হইয়াছেন; নাম শুদ্ধসত্ত্ব, মায়াবাদী অপরাধক্রমে অন্য শুভকর্মের সহিত নামকে একই মনে করেন; নামের উপায়ত্ব সত্ত্বেও উপেয়ত্ব; শুভকর্ম গৌণোপায়, নাম মুখ্যোপায়; নামের অতীন্দ্রিয়; সাযুজ্য কৈবল্যসুখ আনন্দসুখের ছায়ামাত্র; অন্য শুভকর্ম হইতে নামের বৈলক্ষণ্য; এই অপরাধের

প্রতিকার; হরিদাস ঠাকুরের নাম-বিষয়ে নিষ্ঠা; কলিযুগে নাম কেন যুগধর্ম হইলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ (১১৬—১২৪ পৃঃ)

নামাপরাধ—প্রমাদ—প্রমাদনামক অপরাধ; অনবধানকেই প্রমাদ বলে; তিন প্রকার অনবধান; অনুরাগ না হওয়া পর্যন্ত নাম-গ্রহণে যত্নের আবশ্যকতা; যত্নাভাবে সাধকের চিত্ত স্থির হয় না; যত্ন করিবার বিধি; অন্য প্রক্রিয়া, এইরূপ করিলে ঔদাসীন্যরূপ অনবধান হয় না; জাড্যজনিত অনবধান লক্ষণ; বিক্ষেপজনিত অনবধান লক্ষণ; বিক্ষেপত্যাগের উপায়; আগ্রহ; প্রক্রিয়া; যত্নাগ্রহের আবশ্যকতা, নিষ্কপট নামগ্রহণে তাহা অবশ্য থাকে, নতুবা অপরাধ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ (১২৫—১৩৩ পৃঃ)

অহংমম ভাবাপরাধ—নামে শরণাপত্তির প্রয়োজনীয়তা; শরণাপত্তির প্রকার; শরণাপত্তি হইলে আত্মনিবেদন হয়; শরণাপত্তি ব্যতীত নামাশ্রয়ে যাহা হয়; ইহার মূল কি? এই দোষ ত্যাগের উপায়; দশাপরাধশূন্য ব্যক্তির লক্ষণ; নিরপরাধে নাম লইলে অল্প-দিনে ভাবোদয় হয়; উন্নতিক্রম; ব্যতিরেকভাবে ইহার চিন্তা; ভজন-নৈপুন্য; নামাপরাধের গুরুতা; নামাপরাধ পরিত্যাগের উপায়।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ (১৩৩—১৪০ পৃঃ)

সেবাপরাধ—নামতত্ত্বে শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে আচার্য বলিয়া উক্তি করিয়াছেন; সেবাপরাধ সংখ্যা, চতুর্বিধ; দ্বাত্রিংশৎ সেবাপরাধ; অন্য শাস্ত্রমতে প্রকার বর্ণন; সেবাপরাধ যাহার পক্ষে যাহা, তাহা তিনি বর্জন করিবেন; নামাপরাধ সকল বৈষ্ণবমাত্রেরই বর্জনীয়; ভাবসেবায় সেবাপরাধ-বিচার স্বল্প; নামস্মরণকারীদের ভাবসেবাই কর্তব্য।

(পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ (১৪১—১৬৮পৃঃ)

ভজন প্রণালী—নামরস জিজ্ঞাসা ; রসতত্ত্ব, চিচ্ছক্তিদ্বারা বস্তু প্রকাশ ; মায়া শক্তির স্বরূপ ; জীবশক্তি ; দুই প্রকার দশাবিশিষ্ট জীব ; রস নামস্বরূপ ; রস রূপ-স্বরূপ ; রস গুণ-স্বরূপ ; রস লীলাস্বরূপ ; ভক্তি-স্বরূপ, ভক্তিক্রিয়া ; রসের বিভাব অবলম্বন ; রসের বিভাব উদ্দীপন ; বিভাব হইতে অনুভাব, সঞ্চারিভাব ও সাত্ত্বিকমিশ্রে বিভাব ক্রিয়া করে, স্থায়ীভাবেই রস হয় ; তাহা পাইবার ক্রম ; অর্চনমার্গ ও শ্রবণকীর্তনের অধিকারভেদে ক্রিয়া ভেদ ; নাম-শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণে যে ক্রম ; নাম-রূপ-গুণের একতা ; উপাসনা মন্ত্রধ্যান-ময়ী ; স্বারসিকী উপাসনা ; লিঙ্গভঙ্গে বস্তুসিদ্ধি ; তদুত্তরাবস্থা বর্ণন হয় না, কেবল অনুভূত হয় ; সাধনে একাদশ ভাব ; ভাব-সাধনে পঞ্চদশা, প্রথম শ্রবণদশা ; ভাবতত্ত্ব ; ক্রমে বরণদশা প্রাপ্তি ; নিজরুচি শ্রীগুরুদেবকে বলিবে ; অন্যরুচি হইলে গুরুদেব অন্যভাব দিবেন , নিজ সিদ্ধভাব গুরুদেবকে জানাইবে , দৃঢ়বরণ, ভজনে প্রতিবন্ধক বিচার , আপনদশা, বদ্ধজীব যে ক্রমে ভাবপ্রাপ্ত হন ; স্মরণদশা ; তাহাতে বৈধ ও রাগানুগতাভাবের ভেদ, শেষটীরই প্রয়োজন ; বৈধভক্তের উন্নতিক্রম ; আপনদশায় রাগানুগ ও বৈধ-ভাবের ভেদ নাই ; পঞ্চবিধ স্মরণ ; ভাবাপনদশার উদয়কাল ; যে সময়ে যে অবস্থা হয় ; আপনে স্বরূপসিদ্ধি, লিঙ্গভঙ্গে বস্তুসিদ্ধি ; সাধনসিদ্ধার ফল , নামদ্বারা সিদ্ধিলাভ ; সংক্ষেপে ক্রম পরিচয় ; (১) সাধুসঙ্গ, (২) সুনির্জন, (৩) দৃঢ়ভাব ; প্রভুর আজ্ঞা ; হরিদাস ঠাকুর নাম-প্রচারে সহায়।

———

বর্ণানুক্রমে বিশেষার্থ শব্দের সূচী

"নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥"

—পদ্মপুরাণ ও বিষ্ণুধর্মোত্তর

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

—শ্রীবৃহন্নারদীয়পুরাণ

কলিযুগ-ধর্ম হয়—নাম-সংকীর্তন।

* * *

অতএব কলিযুগে নামযজ্ঞ সার।
আর কোন ধর্ম কৈলে নাহি হয় পার॥

—শ্রীচৈতন্যভাগবত

জীবন অনিত্য জানহ সার,
তাহে নানাবিধ বিপদভার,
নামাশ্রয় করি' যতনে তুমি,
থাকহ আপন কাজে।

কৃষ্ণনাম-সুধা করিয়া পান,
জুড়াও ভকতিবিনোদ-প্রাণ,
নাম বিনা কিছু নাহিক আর,
চৌদ্দভুবন মাঝে॥

—শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতাবলী

শ্রীগোদ্রুমচন্দ্রায় নমঃ

শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি



প্রথম পরিচ্ছেদ

শ্রীনাম-মাহাত্ম্য-সূচনা



গদাই গৌরাঙ্গ জয় জাহ্নবা-জীবন।
সীতাদ্বৈত জয় শ্রীবাসাদি ভক্তগণ॥

লবণ-জলধি-তীরে, নীলাচলে শ্রীমন্দিরে,
দারুব্রহ্ম পুরুষপ্রধান।
জীবে নিস্তারিতে হরি, অর্চারূপে অবতরি',
ভোগ মোক্ষ করেন প্রদান॥
সেই ধামে শ্রীচৈতন্য, মানবে করিতে ধন্য,
সন্ন্যাসী রূপেতে ভগবান্।
কলিতে যে যুগধর্ম, বুঝাইতে তা'র মর্ম,
কাশী মিশ্র-ঘরে অধিষ্ঠান॥

নিজ-ভক্তবৃন্দ লয়ে, নিজে কল্পতরু হয়ে,
কৃষ্ণপ্রেম দেন সর্বজনে।
নানামতে ভক্তমুখে (১) ভক্তিকথা শুনি' সুখে,
জীব শিক্ষা দেন সুযতনে ॥
একদিন ভগবান্, সমুদ্রে করিয়া স্নান,
শ্রীসিদ্ধ-বকুলে হরিদাসে।
মিলি' আনন্দিত মনে, জিজ্ঞাসিলা সযতনে,
কিসে জীব তরে অনায়াসে ॥
প্রভুর চরণ ধরি' অনেক বিনয় করি',
গলদশ্রু পুলক শরীর।
হরিদাস মহাশয়, কাঁদিতে কাঁদিতে কয়,
প্রভু তব লীলা সুগভীর ॥
আমি অতি অকিঞ্চন, নাহি মোর বিদ্যাধন,
তব পদ আমার সম্বল।
এহেন অযোগ্য জনে, প্রশ্ন করি' অকারণে,
বল প্রভু হবে কিবা ফল ॥
তুমি কৃষ্ণ স্বয়ং প্রভো, জীব উদ্ধারিতে বিভো,
নবদ্বীপ-ধামে অবতার।

(১) শ্রীরামানন্দ-রায়-মুখে রসকথা ; শ্রীসার্বভৌম-মুখে মুক্তিতত্ত্ব-কথা ; শ্রীরূপের মুখে রস-বিচার ও শ্রীহরিদাসের মুখে শ্রীনাম-মাহাত্ম্য।

কৃপা করি' রাঙ্গা পায়, রাখ মোরে গৌর-রায়,
তবে চিত্ত প্রফুল্ল আমার ॥
তোমার অনন্ত নাম, তবানন্ত গুণগ্রাম,
তব রূপ সুখের সাগর।
অনন্ত তোমার লীলা, কৃপা করি' প্রকাশিলা,
তাই আস্বাদয়ে এ পামর (২) ॥
চিন্ময় ভাস্কর তুমি, কিরণের কণ আমি,
তুমি প্রভু, আমি নিত্যদাস।
চরণ-পীযূষ তব, মম সুখ সুবৈভব,
তব নামামৃতে মোর আশ ॥
এমত অধম আমি, কি বলিতে জানি স্বামি,
তবু আজ্ঞা করিব পালন।
যা' বলা'বে মোর মুখে, তোমারে বলিব সুখে,
দোষ-গুণ না করি গণন ॥

---

(২) তুমি কৃপা করিয়া তোমার চিন্ময় নাম-রূপ-গুণ-লীলা এই জড়বিশ্বে উদয় করাইয়াছ বলিয়া আমার ন্যায় জীবসকল তাহা আস্বাদন করিতেছে। জীবের প্রাকৃত দেহ ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্বময় নাম-রূপ-গুণ-লীলা অনুভূত হয় না। কৃষ্ণ কৃপা করিয়া সেই সেই তত্ত্ব জীবের মঙ্গলের জন্য প্রত্যগ্‌ভাবে এই জগতে উদয় করাইয়াছেন। প্রত্যগ্‌ভাবই চিত্তত্ত্বের স্বপ্রকাশ ভাব।

কৃষ্ণতত্ত্ব—

একমাত্র ইচ্ছাময় কৃষ্ণ সর্বেশ্বর (৩)।
নিত্য শক্তিযোগে কৃষ্ণ বিভু পরাৎপর ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণশক্তি—

কৃষ্ণশক্তি কৃষ্ণ হইতে না হয় স্বতন্ত্র।
যেই শক্তি, সেই কৃষ্ণ—কহে বেদমন্ত্র ॥
কৃষ্ণ বিভু, শক্তি তাঁ'র বৈভব-স্বরূপ।
অনন্ত বৈভবে কৃষ্ণ হয় একরূপ ॥

ত্রিবিধ বৈভব—

শক্তির প্রকাশ যেই সেই ত বৈভব।
বিভুর বৈভব-মাত্র হয় অনুভব ॥

---

(৩) স্বতন্ত্র স্বেচ্ছাময় পুরুষ কৃষ্ণ। তিনি স্বভাবতঃ অচিন্ত্য শক্তিযুক্ত। ইচ্ছাময় চৈতন্যই বস্তু। শক্তি তাঁহার ধর্ম; সুতরাং স্বতন্ত্র বস্তু নয়। শক্তিই বিভুচৈতন্যের বৈভব। অনন্ত বৈভবযুক্ত কৃষ্ণ এক অদ্বয়তত্ত্ব। জ্ঞানচর্চায় ইচ্ছা ও শক্তিকে কৃষ্ণ হইতে পৃথক্ করিলে সেই অদ্বয়তত্ত্বকে নির্বিশেষ ব্রহ্ম বলিয়া লক্ষ্য হয়। বস্তুতঃ তাহা পরব্রহ্ম-তত্ত্বের প্রভা-স্বরূপ। অষ্টাঙ্গ-যোগে অন্য সমস্ত সত্তার অন্তর্যামী সূক্ষ্ম সর্বব্যাপী চৈতন্যকে জগদনুস্যূত পরমাত্মা বলিয়া লক্ষ্য হয়। বস্তুতঃ তাহাও কৃষ্ণের এক অংশ জ্ঞানমাত্র। সুতরাং ব্রহ্ম ও পরমাত্মা কৃষ্ণের স্বরূপগত খণ্ড ভাবদ্বয়। কৃষ্ণই ইচ্ছা ও শক্তিসম্পন্ন পূর্ণ চৈতন্য, ইচ্ছাময় পুরুষ সর্বদা সত্যসঙ্কল্প।

বৈভব ত্রিবিধ তব গৌরাঙ্গ সুন্দর।
চিদচিৎ জীব তিন শাস্ত্রের গোচর (৪)॥

চিদ্বৈভব—

অনন্ত বৈকুণ্ঠ আদি যত কৃষ্ণধাম।
গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণ হরি আদি যত নাম॥
দ্বিভুজ-মুরলীধর আদি যত রূপ।
ভক্তানন্দপ্রদ আদি গুণ অপরূপ॥
ব্রজে রাসলীলা, নবদ্বীপে সংকীর্তন।
এইরূপ কৃষ্ণলীলা বিচিত্র গণন (৫)॥
এ সমস্ত চিদ্বৈভব অপ্রাকৃত হয়।
আসিয়াও এ প্রপঞ্চে প্রাপঞ্চিক নয়॥
চিদ্ব্যাপার সমুদয় বিষ্ণুতত্ত্বসার।
বিষ্ণুপদ বলি' বেদে গায় বার বার॥

---

(৪) কৃষ্ণের বৈভব ত্রিবিধ, অর্থাৎ চিদ্বৈভব, অচিৎ অর্থাৎ মায়া-বৈভব এবং জীব-বৈভব।

(৫) চিদ্বৈভব সমস্তই কৃষ্ণের চিচ্ছক্তি-পরিণতি। চিচ্ছক্তিই কৃষ্ণের পরাশক্তি। পূর্ণ চিচ্ছক্তির পরিণামই চিদ্বৈভব। চিৎস্বরূপ কৃষ্ণের চিদ্ধামসমূহ, চিন্নামনিচয়, চিৎস্বরূপগণ এবং সর্বপ্রকার চিল্লীলা-সামগ্রী সমুদয়ই চিদ্বৈভব। চিচ্ছক্তির সন্ধিনীপ্রভাব হইতে সত্তা-সমূহ, সম্বিৎ-প্রভাব হইতে জ্ঞান-সমূহ এবং হ্লাদিনী-প্রভাব হইতে আনন্দজনক ভাব, সম্বন্ধ ও রস উদিত হইয়াছে। যোগমায়া চিচ্ছক্তির সমস্ত পরিণতিই জড়ীয় দেশ, কাল ও গুণের অতীত, সর্বদা শুদ্ধ সুখময়।

কৃষ্ণের চিদ্বিভুতাই বিষ্ণুতত্ত্ব শুদ্ধসত্ত্ব—

নাহি তাহে জড়ধর্ম মায়ার বিকার।
জড়াতীত বিষ্ণুতত্ত্ব শুদ্ধসত্ত্বসার॥
শুদ্ধ-সত্ত্ব-রজস্তমো-গন্ধবিরহিত।
রজস্তমো-মিশ্র মিশ্রসত্ত্ব সুবিদিত (৬)॥
গোবিন্দ, বৈকুণ্ঠনাথ, কারণোদশায়ী।
গর্ভোদকশায়ী আর ক্ষীরসিন্ধুশায়ী॥
আর যত স্বাংশ-পরিচিত অবতার।
সেই সব শুদ্ধসত্ত্ব বিষ্ণুতত্ত্বসার॥

---

(৬) সত্ত্ব দুই প্রকার অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ব ও মিশ্রসত্ত্ব। চিদ্বৈভবস্থিত সমস্ত সত্ত্বই শুদ্ধসত্ত্ব। জড় জগতের সমস্ত সত্ত্বই মিশ্রসত্ত্ব। শুদ্ধসত্ত্বে রজঃ ও তমঃ নাই। জন্মই রজঃ। অনাদি চিন্ময় সত্ত্বায় জন্মধর্মরূপ রজঃ নাই, বিনাশ-ধর্মরূপ তমঃও নাই; তাহা নিত্য বর্তমান। ঈশ্বরের বিভিন্নাংশ-সকল স্বতঃ শুদ্ধসত্ত্ব হইলেও অবিদ্যা সংযোগে মায়ার রজঃ ও তমোধর্মে মিশ্র হইয়াছে, গিরীশাদি দেবগণ জীবাপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ হইলেও বদ্ধজীবের মায়িক ধর্মাভিমানরূপ অভিমান-সংযোগে রজস্তমো-মিশ্র হওয়াতে মিশ্রসত্ত্ব-মধ্যে তাঁহারা গণ্য হইয়াছেন। শুদ্ধসত্ত্ব ঈশ্বর স্বীয় অচিন্ত্যশক্তি-বলে প্রপঞ্চে বিষ্ণুরূপে অবতীর্ণ হইয়াও সর্বদা শুদ্ধসত্ত্ব মায়ার ঈশ্বর। মায়া তাঁহার পরিচারিকা।

গোলোকে, বৈকুণ্ঠে, আর কারণ-সাগরে।
অথবা এ জড়ে থাকে, বিষ্ণু নাম ধরে॥
প্রবেশি' এ জড় বিশ্বে মায়ার অধীশ।
বিষ্ণুনাম প্রাপ্ত বিভু সর্বদেব-ঈশ (৭)॥
মায়ার ঈশ্বর মায়ী শুদ্ধসত্ত্বময়।

মিশ্রসত্ত্ব—

মিশ্রসত্ত্ব ব্রহ্মা শিব আদি সব হয়॥

চিদ্বৈভবের বিস্তৃতি—

এ সমগ্র বিষ্ণুতত্ত্ব আর বিষ্ণুধাম।
তব চিদ্বৈভব-নাথ তব লীলাগ্রাম॥

অচিদ্বৈভব মায়াতত্ত্ব—

বিরজার এই পারে যত বস্তু হয়।
অচিৎ বৈভব তব চৌদ্দলোকময়॥
মায়ার বৈভব বলি' বলে দেবীধাম।
পঞ্চভূত মনোবুদ্ধি অহঙ্কার নাম (৮)॥

---

(৭) এই প্রাপঞ্চিক জগতে চিদ্বৈভব অবতীর্ণ হইয়াও প্রাপঞ্চিক হয় না, চিদ্বৈভবই থাকে। ইহা অচিন্ত্যশক্তির পরিচয়, চিদ্বস্তু শুদ্ধসত্ত্ব।

(৮) পঞ্চভূতময়ী পৃথিবী ও পঞ্চভূতময় বদ্ধজীবের স্থূল দেহ—এই সকল স্থূল। মন-বুদ্ধি ও অহঙ্কারময় জীবের বাসনা-দেহই লিঙ্গ-দেহ; এই সমস্তই প্রাকৃত। চিৎকণ জীবের যে শুদ্ধসত্ত্বা, তাহাতে যে শুদ্ধসত্ত্বময় মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার আছে, তাহা চিন্ময় এবং লিঙ্গ-দেহ হইতে বিলক্ষণ।

এ ভূর্লোক, ভুবর্লোক আর স্বর্গলোক।
মহর্লোক, জন-তপঃ-সত্য-ব্রহ্মলোক ॥
অতল, সুতল আদি নিম্ন লোক সাত।
মায়িক বৈভব তব শুন জগন্নাথ ॥
চিদ্বৈভব পূর্ণতত্ত্ব, মায়া ছায়া তা'র।

জীব-বৈভব—

চিদণুস্বরূপ জীব বৈভব-প্রকার ॥
চিদ্ধর্মবশতঃ জীব স্বতন্ত্র গঠন।
সংখ্যায় অনন্ত সুখ তা'র প্রয়োজন ॥

মুক্তজীব—

সেই সুখহেতু যা'রা কৃষ্ণেরে বরিল।
কৃষ্ণপারিষদ মুক্তরূপেতে রহিল ॥

বদ্ধ বা বহির্মুখ জীব—

যা'রা পুনঃ নিজ-সুখ করিয়া ভাবনা।
পার্শ্বস্থিতা মায়া-প্রতি করিল কামনা ॥
সেই সব নিত্যকৃষ্ণবহির্মুখ হৈল।
দেবীধামে মায়াকৃত শরীর পাইল ॥
পুণ্য-পাপ কর্মচক্রে পড়িয়া এখন।
স্থূল লিঙ্গ-দেহে সদা করেন ভ্রমণ ॥
কভু স্বর্গে উঠে, কভু নিরয়ে পড়িয়া।
চৌরাশি লক্ষ যোনি ভোগে ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া ॥

তথাপি কৃষ্ণদয়া—

তুমি বিভু, তোমার বৈভব জীব হয় (৯)।
দাসের মঙ্গল-চিন্তা তোমার নিশ্চয় ॥
দাস যাহা সুখ মানি' করে অন্বেষণ।
তুমি তাহা কৃপা করি' কর বিতরণ ॥

প্রাকৃত শুভকর্ম—কর্মকাণ্ড—

মায়ার বৈভবে যে অনিত্য সুখ চায়।
তোমার কৃপায় সে অনায়াসে পায় ॥
সেই সুখ-প্রাপ্ত্যুপায় শুভকর্ম যত।
নিরমিলে ধর্ম-যজ্ঞ-যোগ-হোম-ব্রত ॥
সেই সব শুভকর্ম সদা জড়ময়।
চিন্ময়ী প্রবৃত্তি তাহে কভু না মিলয় (১০) ॥

---

(৯) জীব যে অবস্থায় যেখানে থাকেন, কৃষ্ণ তাহার সখারূপে তাঁহার বাঞ্ছিত ফল সেই অবস্থায় সেইখানে দিয়া থাকেন। জীব ও কৃষ্ণের সম্বন্ধ নিত্য, কৃষ্ণ—ঈশ, জীব—ঈশিতব্য। কৃষ্ণ—নিয়ন্তা, জীব—নিয়াম্য। কৃষ্ণ—স্বতন্ত্র, জীব—কৃষ্ণপরতন্ত্র। কৃষ্ণ—প্রভু, জীব—দাস। কৃষ্ণ—ফলদাতা, জীব—ফলভোক্তা।

(১০) ধর্ম—বর্ণাশ্রমাদি। যজ্ঞ—অগ্নিষ্টোমাদি। যোগ—অষ্টাঙ্গাদি। হোম—হবনাদি। ব্রত—দর্শপৌর্ণমাস্যাদি। শুভকর্ম—ইষ্টাপূর্ত প্রভৃতি জড় দ্রব্য, কাল ও দেশের আশ্রয়ে শুভ কর্ম কৃত হয়। বিষ্ণুকে যজ্ঞেশ্বর বলিয়া সেই সব কর্ম কৃত হইলেও সেই সেই কর্মে সাক্ষাৎ চিৎপ্রবৃত্তি নাই, চিৎপ্রবৃত্তিরহিত ব্যক্তিদিগের এ বিষয়টী অনুভূত হয় না।

তাহার সাধনে সাধ্য জড়ময় ফল।
উচ্চলোক, ভোগ-সুখ তাহাতে প্রবল ॥
সেই সব কর্মভোগে নাহি আত্মশান্তি।
তাহাতে প্রয়াস করা অতিশয় ভ্রান্তি ॥
সেই সব শুভকর্ম উপায় হইয়া।
অনিত্য উপেয় সাধে লোকসুখ দিয়া (১১) ॥

সেই অবস্থা হইতে উদ্ধারের উপায়—

কভু যদি সাধুসঙ্গে জানিতে সে পারে।
আমি জীব কৃষ্ণদাস, যায় মায়া-পারে ॥
সে বিরল ফল মাত্র সুকৃতিজনিত।
তুচ্ছ কর্মকাণ্ডে নাহি করিলে বিহিত ॥

জ্ঞানকাণ্ড, ব্রহ্মলয় সুখ—

আর যিনি মায়ার যন্ত্রণামাত্র জানি'।
মুক্তিলাভে যত্নবান্, তিনি হন জ্ঞানী ॥
সে-সব লোকের জন্য তুমি দয়াময়।
জ্ঞানকাণ্ড ব্রহ্মবিদ্যা দিয়াছ নিশ্চয় ॥
সেই বিদ্যা মায়াবাদ করিয়া আশ্রয়।
জড় মুক্ত হ'য়ে ব্রহ্মে জীব হয় লয় ॥

---

(১১) লোকসুখ—স্বর্গাদিলোকে যে অনিত্য সুখ পাওয়া যায়, তাহাই লোকসুখ। চিৎসুখ তাহা হইতে বিলক্ষণ।

ব্রহ্মবস্তু কি ?

সেই ব্রহ্ম তব অঙ্গকান্তি জ্যোতির্ময় ।
বিরজার পারে স্থিত তা'তে হয় লয় ॥
যে-সব অসুরে বিষ্ণু করেন সংহার ।
তাহারাও সেই ব্রহ্মে যায় মায়াপার ॥

কৃষ্ণবহির্মুখ—

কর্মী জ্ঞানী উভয়েই কৃষ্ণবহির্মুখ ।
কভু নাহি আস্বাদয় কৃষ্ণদাস্যসুখ ॥

ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি—

ভক্তির উন্মুখী সেই সুকৃতি প্রধান ।
তা'র ফলে জীব ভক্তসাধুসঙ্গ পান (১২) ॥
শ্রদ্ধাবান্ হয়ে কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ করে ।
নামে রুচি, জীবে দয়া, ভক্তি-পথ ধরে ॥

কর্মী ও জ্ঞানীর প্রতি কৃপায় গৌণপথ-বিধান—

দয়ার সাগর তুমি জীবের ঈশ্বর ।
কর্মী জ্ঞানী বহির্মুখ উদ্ধারে তৎপর ॥
কর্মপথে জ্ঞানপথে পথিক যে-জন ।
তাহার উদ্ধার লাগি, তোমার যতন ॥

---

(১২)—সুকৃতি তিন প্রকার—কর্মোন্মুখী, জ্ঞানোন্মুখী ও ভক্ত্যুন্মুখী । প্রথম দুই প্রকার সুকৃতিতে কর্মফলভোগ ও মুক্তিলাভ হয় । শেষ প্রকার সুকৃতি দ্বারা অনন্য-ভক্তিতে শ্রদ্ধোদয় হয় । অজ্ঞানে শুদ্ধভক্ত্যঙ্গের ক্রিয়াই সেই সুকৃতি ।

সেই সেই পথিকের মঙ্গল চিন্তিয়া।
গৌণভক্তিপথ এক রাখিল করিয়া (১৩)॥

কর্মীর পক্ষে কর্মের গৌণভক্তিপথ—

কর্মী বর্ণাশ্রমে থাকি' সাধুসঙ্গ করি'।
কর্ম-মাঝে ভক্তি করে গৌণ পথ ধরি'॥
তার' কৃত কর্ম সব হৃদয় শোধিয়া।
তিরোহিত হয় শ্রদ্ধা-বীজে স্থান দিয়া॥

জ্ঞানীর গৌণপথ—

জ্ঞানী সুকৃতির বলে ভক্তের কৃপায়।
অনন্যভক্তিতে শ্রদ্ধা অনায়াসে পায় (১৪)॥
তুমি বল, মোর দাস মায়ার বিপাকে।
চাহে অন্য তুচ্ছ ফল ছাড়িয়া আমাকে॥
আমি জানি তা'র যা'তে হয় সুমঙ্গল।
ভুক্তি-মুক্তি ছাড়াইয়া দিই ভক্তি-ফল॥

গৌণপথের প্রক্রিয়া—

তা'র কাম অনুসারে চালাঞা তাহারে।
গৌণপথে ভক্তিমার্গে শ্রদ্ধা দিই তা'রে॥

---

(১৩) বর্ণাশ্রমাচার-অনুষ্ঠানের দ্বারা হরিতোষণ-ব্রতই কর্মমার্গীয় গৌণভক্তিপথ।

(১৪) ভক্তসাধুসঙ্গাদিই জ্ঞানমার্গের গৌণ ভক্তিপথ। শুদ্ধভক্তির প্রাপ্ত্যুপায়-বর্ণনে রামানন্দ-সংবাদে মহাপ্রভু এই দুই গৌণ পথকে 'বাহ্য' বলিয়া অনাদর করিয়াছেন।

এ তোমার কৃপা প্রভু তুমি কৃপাময়।
কৃপা না করিলে কিসে জীব শুদ্ধ হয়॥

কলিতে গৌণপথের দুর্দশা—

সত্যযুগে ধ্যানযোগে কত ঋষিগণে।
শুদ্ধ করি' দিলে প্রভু নিজ-ভক্তি-ধনে॥
ত্রেতাযুগে যজ্ঞ-কর্মে অনেক শোধিলে।
দ্বাপরে অর্চনমার্গে ভক্তি বিলাইলে॥
কলি-আগমনে নাথ জীবের দুর্দশা।
দেখি' জ্ঞান, কর্ম, যোগ ছাড়িল ভরসা॥
অল্প আয়ু, বহু পীড়া, বল-বুদ্ধি-হ্রাস।
এই সব উপদ্রব জীবে কৈল গ্রাস॥
বর্ণাশ্রম-ধর্ম আর সাংখ্য-যোগ-জ্ঞান।
কলিজীবে উদ্ধারিতে নহে বলবান্॥
জ্ঞানকর্মগত যে ভক্তির গৌণপথ।
কণ্টকে সঙ্কীর্ণ হঞা হইল বিপথ (১৫)॥

---

(১৫) জ্ঞান-চর্চা সময়ে প্রকৃত সাধুসঙ্গ এবং নিষ্কাম ও ঈশ্বরার্পিত যোগের দ্বারা শ্রীভক্তিদেবীর মন্দিরাভিমুখে গমনের যে দুইটী গৌণপথ ছিল, তাহা কলিকালে দূষিত হইয়াছে। প্রকৃত সাধুর পরিবর্তে ধর্ম-ধ্বজীর প্রাবল্য। বিষয়-ভোগের লালসায় কর্ম-দ্বারা কেবল হৃদ্বিশুদ্ধির অনাদর প্রবল। সুতরাং গৌণপথ-দ্বারা আর মঙ্গল হয় না। দ্বাপরে যে মুখ্য-পথ-রূপ অর্চন প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহাও নানা দৌরাত্ম্যে দূষিত-প্রায় হইল।

পৃথক্ উপায় ধরি' উপেয় সাধনে।
বিঘ্ন বহুতর হৈল জীবের জীবনে (১৬)॥

নামালোচনার মুখ্যপথ—

প্রভু তুমি জীবের মঙ্গল চিন্তা করি'।
কলিযুগে নাম-সঙ্গে স্বয়ং অবতরি'॥
যুগধর্ম প্রচারিলে নামসঙ্কীর্ত্তন।
মুখ্যপথে জীব পায় কৃষ্ণ-প্রেমধন॥
নামের স্মরণ আর নাম-সঙ্কীর্তন।
এই মাত্র ধর্ম জীব করিবে পালন॥

সাধ্য-সাধন ও উপায়-উপেয়ের অভেদতাক্রমে নামের মুখ্যতা—

যেইত সাধন, সেই সাধ্য যবে হৈল।
উপায় উপেয়-মধ্যে ভেদ না রহিল॥

---

(১৬) যাঁহার অবলম্বনে উপেয় বস্তু পাওয়া যায়, তাহাই উপায়। উপায়-সাধন দ্বারা যাহা লাভ হয়, তাহাই উপেয়। সাধনের নামান্তর উপায়। সাধ্যের নামান্তর উপেয়। পরমেশ্বর-প্রসাদই সর্ব্বজীবের চরম উপেয় বা সাধ্য। কর্ম্ম ও জ্ঞান সেই উপেয় বা সাধ্যের মুখ্য সাধন নয়। কেননা তাহারা উপেয়ের নিকটস্থ হইলেই স্বরূপতঃ লুপ্ত হয়। নাম-সাধন সেরূপ নয়। নাম পরমেশ্বর হইতে অভিন্ন। সুতরাং সাধ্য বা উপেয়রূপে সাধন বা উপায়রূপ নাম স্বয়ং বর্ত্তমান থাকেন। এই তত্ত্বটী বিশেষ সৌভাগ্য-বলেই জানা যায়।

সাধ্যের সাধনে আর নাহি অন্তরায়।
অনায়াসে তরে জীব তোমার কৃপায় ॥
আমিত অধম অতি মজিয়া বিষয়ে।
না ভজিনু নাম তব অতি মূঢ় হ'য়ে ॥
দর দর ধারা চক্ষে ব্রহ্ম-হরিদাস।
পড়িল প্রভুর পদে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস ॥
হরি-ভক্ত-ভক্তি মাত্রে বিনোদ যাহার।
হরিনাম-চিন্তামণি জীবন তাহার ॥

ইতি শ্রীহরিনাম-চিন্তামণৌ-নাম-মাহাত্ম্যসূচনং
নাম প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নামগ্রহণ-বিচার

——ঃ*ঃ——

গদাই গৌরাঙ্গ জয় জাহ্নবা-জীবন।
সীতাদ্বৈত জয় শ্রীবাসাদি ভক্তগণ ॥
মহাপ্রেমে হরিদাস করেন রোদন।
প্রেমে তা'রে গৌরচন্দ্র দিলা আলিঙ্গন ॥

বলেন, তোমার সম ভক্ত কোথা আর।
সর্বতত্ত্বজ্ঞাতা তুমি সদা মায়াপার ॥

অনন্যভজনের শ্রেষ্ঠতা—

নীচকুলে অবতরি' দেখা'লে সকলে।
ধনে মানে কুলে শীলে কৃষ্ণ নাহি মিলে ॥
অনন্য-ভজনে যাঁ'র শ্রদ্ধা অতিশয়।
দেবতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সেই মহাশয় ॥

শ্রীহরিদাসের নামাচার্য্যতা—

নামতত্ত্ব সর্ব-সার তোমার বিদিত।
আচারে, আচার্য্য তুমি, প্রচারে পণ্ডিত ॥
বল হরিদাস, নামমহিমা অপার।
শুনিয়া তোমার মুখে আনন্দ আমার ॥

বৈষ্ণবলক্ষণ—

এক নাম যা'র মুখে বৈষ্ণব সে হয়।
তা'রে গৃহী যত্ন করি' মানিবে নিশ্চয় (১) ॥

---

(১) কুলীনগ্রামীর প্রশ্নে মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন,—
"প্রভু কহে,—'কৃষ্ণসেবা', 'বৈষ্ণব-সেবন'।
"নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন।"
প্রভু কহে,—'যার' মুখে শুনি একবার।
কৃষ্ণনাম, সেই পূজ্য, শ্রেষ্ঠ সবাকার ॥
কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাঁহার বদনে।
সেই বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ ভজ তাঁহার চরণে ॥
যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব প্রধান ॥"
—(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৫।১০৪, ১০৬; ঐ মঃ ১৬।৭২, ৭৪)

বৈষ্ণবতর লক্ষণ—

নিরন্তর যা'র মুখে শুনি কৃষ্ণনাম।
সেই সে বৈষ্ণবতর সর্বগুণধাম ॥

বৈষ্ণবতম লক্ষণ—

বৈষ্ণব উত্তম সেই যাহারে দেখিলে।
কৃষ্ণনাম আ'সে মুখে কৃষ্ণভক্তিমিলে ॥
হেন কৃষ্ণনাম জীব কিরূপে করিবে।
তাহার বিধান তুমি আমারে বলিবে ॥
কর যু'ড়ি হরিদাস বলেন বচন।
প্রেমে গদ গদ স্বর সজল নয়ন ॥

নামের স্বরূপ—

কৃষ্ণনাম চিন্তামণি, অনাদি, চিন্ময় (২)।
যেই কৃষ্ণ সেই নাম, এক তত্ত্ব হয় ॥
চৈতন্য-বিগ্রহ নাম নিত্যমুক্ততত্ত্ব।
নাম নামী ভিন্ন নয়, নিত্য শুদ্ধসত্ত্ব ॥
এ-জড়-জগতে তা'র অক্ষর আকার।
রসরূপে রসিকেতে সত্ত্ব-অবতার ॥

---

(২) চিন্তামণি সকলই দিতে পারেন। কৃষ্ণনামচিন্তামণিও কামীজনকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ দান করেন এবং নিষ্কামীজনকে বিশুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করেন।

কৃষ্ণবস্তু হয় চারি ধর্মে পরিচিত (৩)।
নাম, রূপ, গুণ, কর্ম, অনাদি বিহিত ॥

নাম নিত্যসিদ্ধ—

নিত্যবস্তু রসরূপ কৃষ্ণ সে অদ্বয়।
সেই চারি পরিচয়ে বস্তু সিদ্ধ হয় ॥
সন্ধিনী-শক্তিতে তাঁ'র চারি পরিচয়।
নিত্যসিদ্ধরূপে খ্যাত সর্বদা চিন্ময় ॥
কৃষ্ণ আকর্ষয়ে সর্ব বিশ্বগত জন।
সেই নিত্য ধর্মগত কৃষ্ণনাম ধন ॥

কৃষ্ণরূপ নিত্য—

কৃষ্ণরূপ কৃষ্ণ হৈতে সর্বদা অভেদ।
নাম, রূপ এক বস্তু নাহিক প্রভেদ ॥
শ্রীনাম স্মরিলে রূপ আইসে সঙ্গে সঙ্গে।
রূপ, নাম ভিন্ন নয়, নাচে নানা রঙ্গে ॥

---

(৩) বস্তুমাত্রই নাম, রূপ, গুণ ও কর্ম দ্বারা পরিচিত। কৃষ্ণই একমাত্র পরম বস্তু। সুতরাং তাঁহাতেও নাম, রূপ, গুণ ও লীলা এই চারিটী পরিচায়ক। যাহাতে এই চারি পরিচয় অভাব, সেটি বস্তু বলিয়া স্বীকৃত হয় না। যথা ব্রহ্ম, নির্বিশেষ বলিয়া ব্রহ্ম বস্তু নন, কেবল ভগবত্তত্ত্বের একটী ব্যতিরেক পরিচায়ক মাত্র।

কৃষ্ণগুণ নিত্য—

কৃষ্ণগুণ চতুঃষষ্টি, অনন্ত, অপার (৪)।
যাঁ'র নিজ-অংশরূপে সব অবতার ॥
যাঁ'র গুণ-অংশে ব্রহ্মা, শিবাদি ঈশ্বর।
যাঁ'র গুণে নারায়ণ ষষ্টি-গুণেশ্বর ॥
সেই-সব নিত্যগুণে নিত্যনাম তাঁ'র।
অনন্ত সংখ্যায় ব্যাপ্ত বৈকুণ্ঠ-ব্যাপার ॥

কৃষ্ণলীলা নিত্য—

সেই গুণ-তরঙ্গেতে লীলার বিস্তার।
গোলোকে বৈকুণ্ঠে, ব্রজে সব চিদাকার ॥

চিদ্বস্তুতে নাম, রূপ, গুণ, লীলা বস্তু হইতে পৃথক্ নয়—

নাম-রূপ-গুণ-লীলা অভিন্ন উদয়।
অচিৎ সম্পর্কে বদ্ধজীবে ভিন্ন হয় (৫) ॥

---

(৪) পঞ্চম পরিচ্ছেদ প্রমাণ মালা দেখুন। কৃষ্ণে চতুঃষষ্টি গুণ পূর্ণরূপে বিরাজমান। নারায়ণ হইতে রামাদি অবতার পর্যন্ত স্বাংশ-বিলাসতত্ত্বে ষষ্টিগুণ প্রকাশিত। গিরীশাদি দেবতায় পঞ্চ-পঞ্চাশদ্ গুণ আংশিকরূপে প্রকট। সাধারণ জীবে কেবল পঞ্চাশদ্ গুণ বিন্দু-বিন্দুরূপে লক্ষিত। বিষ্ণুতত্ত্ব-মধ্যেও কৃষ্ণে চারিটি অসাধারণ গুণ তাঁহাকে সেই তত্ত্বের পরাকাষ্ঠারূপে পরিচয় দেয়।

(৫) কৃষ্ণ—বিভু-চৈতন্য। অতএব তাঁহার নাম, রূপ, গুণ ও লীলা তাঁহার চিন্ময়স্বরূপ হইতে অভিন্ন। জীব—চৈতন্যকণ, সুতরাং শুদ্ধাবস্থায় তাঁহার নাম, রূপ, গুণ ও কর্ম তাঁহার চৈতন্যকণ স্বরূপ হইতে স্বভাবতঃ অপৃথক। বদ্ধজীব অচিৎ-জগতে স্থূল-লিঙ্গ-দেহ পাইয়া স্ব-স্বরূপ হইতে

শুদ্ধজীবে নাম, রূপ, গুণ, ক্রিয়া এক।
জড়াশ্রিত দেহে ভেদ এই সে বিবেক ॥
কৃষ্ণে নাহি জড় গন্ধ, অতএব তাঁ'য়।
নাম-রূপ-গুণ-লীলা একতত্ত্ব ভায় ॥

নামের সর্বমূলত্ব—

এই চারি পরিচয় মধ্যে নাম তাঁ'র।
সকলের আদি সে প্রতীতি সবাকার ॥
অতএব 'নাম' মাত্র বৈষ্ণবের ধর্ম।
নামে প্রস্ফুটিত হয় রূপ, গুণ, কর্ম ॥
কৃষ্ণের সমগ্র লীলা নামে বিদ্যমান।
নাম সে পরমতত্ত্ব তোমার বিধান ॥

বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবপ্রায়ে ভেদ আছে—

সেই নাম বদ্ধজীব শ্রদ্ধা-সহকারে।
শুদ্ধরূপে লইলে বৈষ্ণব বলি তা'রে ॥
নামাভাস যা'র হয় সে বৈষ্ণবপ্রায়।
নামকৃপা-বলে ক্রমে শুদ্ধভাব পায় ॥

এই মায়িক জগতে কৃষ্ণনাম ও জীব এই দুইটিমাত্র চিদ্ব্যাপার—

নাম সম বস্তু নাই এ-ভব-সংসারে।
নাম সে পরমধন কৃষ্ণের ভাণ্ডারে ॥

পৃথক্ নাম, রূপ, গুণ, কর্ম পাইয়াছেন। ইহাই তাঁহার বিড়ম্বনা। কৃষ্ণ-কৃপায় মুক্ত হইলে আর সেইরূপ থাকিবে না।

জীবে নিজে চিদ্ব্যাপার, কৃষ্ণনাম আর।
আর সব প্রাপঞ্চিক জগত সংসার (৬)॥

মুখ্য ও গৌণ ভেদে নাম দুই প্রকার—

মুখ্য, গৌণ ভেদে কৃষ্ণনাম দ্বিপ্রকার।
মুখ্যনামাশ্রয়ে জীব পায় সর্বসার॥
চিল্লীলা আশ্রয় করি যত কৃষ্ণনাম।
সেই সেই মুখ্যনাম সর্বগুণ ধাম॥

মুখ্য নাম—

গোবিন্দ, গোপাল, রাম, শ্রীনন্দনন্দন।
রাধানাথ, হরি, যশোমতী-প্রাণধন॥
মদনমোহন. শ্যামসুন্দর, মাধব।
গোপীনাথ, ব্রজগোপ, রাখাল, যাদব॥
এইরূপ নিত্যলীলা-প্রকাশক নাম।
এ-সব কীর্তনে জীব পায় কৃষ্ণধাম॥

---

(৬) এই জড়জগতে সকলেই মায়িক, জড়ময়। জীব কৃষ্ণেচ্ছায় এখানে বদ্ধ হইয়া আছেন। তিনিই একমাত্র এই জড়জগতের চিদ্ব্যাপার। কৃষ্ণ নামরূপে অবতীর্ণ হইয়া এ-জগতে দ্বিতীয় চিদ্ব্যাপার প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব এই-জগতে দুইটি মাত্র চিত্তত্ত্ব অর্থাৎ জীব ও কৃষ্ণনাম। ব্রহ্মাদি দেবগণ এ-স্থলে বিভিন্নাংশ বলিয়া জীব মধ্যে গণিত হইয়াছেন।

গৌণ নাম ও তাহার লক্ষণ—

জড়া-প্রকৃতির পরিচয়ে নাম যত।
প্রকৃতির গুণে গৌণ বেদের সম্মত ॥
সৃষ্টিকর্তা, পরমাত্মা, ব্রহ্ম, স্থিতিকর।
জগৎ-সংহর্তা-পাতা, যজ্ঞেশ্বর, হর ॥

মুখ্য ও গৌণ নামের ফলভেদ—

এইরূপ নাম, কর্মজ্ঞানকাণ্ডগত।
পুণ্য, মোক্ষ দান করে শাস্ত্রের সম্মত ॥
নামের যে মুখ্যফল কৃষ্ণপ্রেমধন।
তা'র মুখ্য-নামে মাত্র লভে সাধুগণ (৭) ॥

নাম ও নামাভাসমাত্র ফলভেদ—

এক কৃষ্ণনাম যদি মুখে বাহিরায়।
অথবা শ্রবণ-পথে অন্তরেতে যায় ॥
শুদ্ধবর্ণ হয় বা অশুদ্ধবর্ণ হয়।
তা'তে জীব তরে' এই শাস্ত্রের নির্ণয় ॥
কিন্তু এক কথা ইথে আছে সুনিশ্চিত।
নামাভাস হইলে বিলম্ব হয় হিত ॥
নামাভাস হইলেও অন্য শুভ হয়।
প্রেমধন কেবল বিলম্বে উপজয় ॥

---

(৭) কৃষ্ণের গৌণ-নাম হইতে পুণ্য ও মোক্ষরূপ ফলোদয় হয়। কৃষ্ণের মুখ্য-নামই কেবল প্রেমদানে সমর্থ।

নামাভাসে পাপক্ষয়ে শুদ্ধনাম হয়।
তখনই শ্রীকৃষ্ণপ্রেম লভয়ে নিশ্চয় (৮)॥

ব্যবহিত বা ব্যবধানে দোষ জন্মে—

কিন্তু ব্যবহিত হ'লে হয় অপরাধ।
সেই অপরাধে হয় প্রেমলাভে বাধ॥
নাম নামী ভেদ বুদ্ধি ব্যবধান হয়।
ব্যবহিত থাকিলে কদাপি প্রেম নয়॥

ব্যবধান দুই প্রকার—

বর্ণ-ব্যবধান আর তত্ত্ব-ব্যবধান।
ব্যবধান দ্বিপ্রকার বেদের বিধান॥
তত্ত্ব-ব্যবধান মায়াবাদ দুষ্ট মত।
কলির জঞ্জাল এই শাস্ত্র অসম্মত (৯)॥

---

(৮) নামাভাস দ্বারা সর্ব পাপ ক্ষয় হয়। সর্ব পাপ ও অনর্থ দূর হইলে শুদ্ধনাম ভক্তের জিহ্বায় নৃত্য করেন। তখন শুদ্ধনাম তাঁহাকে কৃষ্ণপ্রেম দান করেন।

(৯) বর্ণ-ব্যবধান এইরূপ—'হঠিকরি' এইস্থানে প্রথম ও শেষ অক্ষরে 'হরি' শব্দ হইলেও 'ঠিক' এই ব্যবধান মধ্যে থাকায় নামফলের প্রতিবন্ধক হইল। 'হারাম' শব্দে সেরূপ ব্যবধান নাই। অতএব 'হারাম' এই সাঙ্কেতিক অর্থযোগে মুক্তিফলপ্রদ হয়। তত্ত্বব্যবধান অতিশয় দুষ্ট। বস্তুতঃ কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণে ভেদ নাই। যদি কেহ মায়াবাদ গ্রহণ পূর্বক কৃষ্ণনামকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ কল্পিত বলিয়া জানে, তবে তাহার তত্ত্বব্যবধান হইল। তাহাতে সর্বনাশ হয়।

ব্যবধানাবিদ্ধ নামই শুদ্ধনাম—

অতএব শুদ্ধ কৃষ্ণনাম যাঁর মুখে।
তাঁহাকে বৈষ্ণব জানি' সদা সেবি' সুখে॥

অনর্থ যত নষ্ট হয়, ততই নামাভাসত্ব দূর হয় ও চিন্ময়নাম প্রকাশ পায়—

নামাভাস ভেদি' শুদ্ধনাম লভিবারে।
সদ্গুরু সেবিবে জীব যত্ন-সহকারে॥
ভজনে অনর্থ-নাশ যেই ক্ষণে পায়।
চিৎস্বরূপ নাম নাচে ভক্তের জিহ্বায়॥
নাম সে অমৃত-ধারা নাহি ছাড়ে আর।
নামরসে মত্ত জীব নাচে অনিবার॥
নাম নাচে, জীব নাচে, নাচে প্রেমধন।
জগৎ নাচায়, মায়া করে পলায়ন॥

যাহার নামে শ্রদ্ধা হয়, তাহারই নামে অধিকার হইয়া থাকে, নামে সর্বশক্তি আছে—

নামে অধিকার নরমাত্রে কৈ'লে দান।
সর্ব্বশক্তি নামে প্রভু করিলে বিধান॥
যা'র শ্রদ্ধা হয় নামে, সেই অধিকারী।
যা'র মুখে কৃষ্ণনাম সেই সে আচারী॥

দেশ-কাল-অশৌচাদির বাধা নামে নাই—

দেশ-কাল-অশৌচাদি নিয়ম সকল।
শ্রীনাম-গ্রহণে নাই, নাম সে প্রবল॥

কলিজীবের নামে নিষ্কপট বিশ্বাস হইলেই নামে অধিকার হইল—

দানে, যজ্ঞে, স্নানে, জপে আছে ত বিচার।
কৃষ্ণসঙ্কীর্তনে মাত্র শ্রদ্ধা অধিকার (১০)॥
যুগধর্ম হরিনাম অনন্য-শ্রদ্ধায়।
যে করে আশ্রয় তা'র সর্বলাভ হয়॥
কলিজীব নিষ্কপটে কৃষ্ণের সংসারে।
অবস্থিত হয়ে কৃষ্ণনাম সদা করে॥

নামের অনুকূল বিষয় গ্রহণ ও প্রতিকূল বিষয় বর্জ্জন—

ভজনের অনুকূল সর্বকার্য করি।
ভজনের প্রতিকূল সব পরিহরি॥
কৃষ্ণের সংসারে থাকি', কাটায়ে জীবন।
নিরন্তর হরিনাম করেন স্মরণ॥

অনন্য-বুদ্ধিতে নাম গ্রহণ করিবে—

আর কোন ধর্ম, কর্ম কভু না করিবে।
স্বতন্ত্র-ঈশ্বরজ্ঞানে অন্যে না পূজিবে॥
কৃষ্ণনাম, ভক্তসেবা সতত করিবে।
কৃষ্ণ-প্রেম-লাভ তার অবশ্য হইবে॥

---

(১০) দানাদি কর্মে দেশকালপাত্র শুদ্ধাশুদ্ধি বিচারে অধিকার জন্মে। কিন্তু কৃষ্ণসংকীর্তনে শ্রদ্ধাই একমাত্র অধিকার, তাহাতে অন্য কোন বিচার নাই।

হরিদাস কাঁদি' প্রভু-চরণে পড়িয়া।
নামে অনুরাগ মাগে চরণ ধরিয়া॥
হরিদাসপদে ভক্তিবিনোদ যাহার।
হরিনাম চিন্তামণি জীবন তাহার॥

ইতি শ্রীহরিনামচিন্তামণৌ শ্রীনামগ্রহণবিচারো
নাম দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নামাভাস-বিচার



গদাই গৌরাঙ্গ জয় জাহ্নবা জীবন।
সীতাদ্বৈত জয় শ্রীবাসাদি ভক্তজন॥
হরিদাসে মহাপ্রভু সদয় হইয়া।
উঠায় তখন পদ্মহস্ত প্রসারিয়া॥
বলে' শুন হরিদাস আমার বচন।
নামাভাস স্পষ্টরূপে বুঝাও এখন॥
নামাভাস বুঝাইলে নাম শুদ্ধ হবে।
অনায়াসে জীব নামগুণে তরে যাবে॥

নামাভাস—

মেঘ-কুজ্ঝটিকারূপ অজ্ঞান ও অনর্থ—

নাম সূর্যসম নাশে মায়া অন্ধকার।
মেঘ-কুজ্ঝটিকা 'নামে' ঢাকে বার বার॥
জীবের অজ্ঞান আর অনর্থ সকল।
কুজ্ঝটিকা-মেঘরূপে হয় ত' প্রবল (১)॥
কৃষ্ণনাম-সূর্য চিত্ত-গগনে উঠিল।
কুজ্ঝটিকা-মেঘ পুনঃ তাঁহাকে ঢাকিল॥

অজ্ঞান-কুজ্ঝটিকা, স্বরূপ ভ্রম—

নামের যে চিৎস্বরূপ তাহা নাহি জানে।
সে অজ্ঞান কুজ্ঝটিকা অন্ধকার আনে॥
কৃষ্ণ সর্বেশ্বর বলি' নাহি জানে যেই।
নানা দেবে পূজি' কর্মমার্গে ভ্রমে সেই॥
জীবে চিৎস্বরূপ বলি' নাহি যা'র জ্ঞান।
মায়া জড়াশ্রয়ে তা'র সতত অজ্ঞান॥
তবে হরিদাস বলে আজ আমি ধন্য।
মমমুখে নাম কথা শুনিবে চৈতন্য॥

---

(১) কৃষ্ণ ও কৃষ্ণনাম অভিন্নরূপে চিৎসূর্য। তমোধর্ম মায়াকে নাশ করেন। বদ্ধজীবে কৃপা করিয়া নামসূর্য জগতে উদিত হইয়াছেন। বদ্ধজীবের অজ্ঞান—কুজ্ঝাটিকার ন্যায়। বদ্ধজীবের অনর্থগুলি মেঘের ন্যায় নামসূর্যকে ঢাকিয়া অন্ধকার করে; বদ্ধজীবের চক্ষুকে ঢাকে। সূর্য বৃহৎ, অতএব তাঁহাকে ঢাকিতে পারে না। জীবচক্ষে ছায়া পড়িলেই সূর্যকে ঢাকা বলে।

কৃষ্ণ, জীব—প্রভু, দাস, জড়াত্মিকা-মায়া।
যে না জানে তা'র শিরে অজ্ঞানের ছায়া ॥ (২)

মেঘ—অনর্থ, অসত্তৃষ্ণা, হৃদয়-দৌর্বল্য—অপরাধ—

অসত্তৃষ্ণা, হৃদয়-দৌর্বল্য অপরাধ।
অনর্থ এসব মেঘরূপে করে বাধ ॥ (৩)
নাম-সূর্য-রশ্মি ঢাকে, নামাভাস হয়।
স্বতঃসিদ্ধ কৃষ্ণ-নামে সদা আচ্ছাদয় ॥

নামাভাসের অবধি—

সম্বন্ধতত্ত্বের জ্ঞান যাবৎ না হয়।
তাবৎ সে নামাভাস জীবের আশ্রয় ॥
সাধক যদ্যপি পায় সদ্‌গুরু আশ্রয়।
ভজন-নৈপুণ্যে মেঘ-আদি দূর হয় ॥

সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন—

মেঘ-কুজ্‌ঝটিকা গেলে নাম-দিবাকর।
প্রকাশ হইয়া ভক্তে দেন প্রেমবর ॥

---

(২) নামের চিৎস্বরূপ কৃষ্ণের সর্বেশ্বরতা, অন্যান্য দেবগণের কৃষ্ণ-দাসত্ব, জীবের চিৎস্বরূপ এবং মায়ার জড়তা না জানাই জীবের অজ্ঞান। কৃষ্ণ—প্রভু, জীব—দাস এবং মায়া—জড়াত্মিকা-তত্ত্ব; ইহা জানিলে আর অজ্ঞান থাকে না।

(৩) অসত্তৃষ্ণা—কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য বিষয়ে তৃষ্ণা অর্থাৎ বিষয়লোভ। অসত্তৃষ্ণা, হৃদয়-দৌর্ব্বল্য এবং অপরাধ ইহারাই জীবের অনর্থরূপ মেঘ।

সদ্‌গুরু সম্বন্ধ-জ্ঞান করিয়া অর্পণ।
অভিধেয়-রূপে করান নামানুশীলন॥
নাম-সূর্য স্বল্পকালে প্রবল হইয়া।
অনর্থ-কুজ্‌ঝটিকা দেন তাড়াইয়া॥
প্রয়োজনতত্ত্ব তবে দেন প্রেমধন।
প্রাপ্তপ্রেম-জীব করে' নামসংকীর্তন॥

সম্বন্ধ জ্ঞান—

সদ্‌গুরু চরণে জীব শ্রদ্ধা-সহকারে।
প্রথমে সম্বন্ধজ্ঞান পায় সুবিচারে॥
কৃষ্ণ নিত্যপ্রভু আর জীব নিত্যদাস।
কৃষ্ণপ্রেম নিত্য, জীব স্বভাব প্রকাশ॥
কৃষ্ণ-নিত্যদাস জীব, তাহা বিস্মরিয়া।
মায়িক জগতে ফিরে সুখ অন্বেষিয়া॥
মায়িক জগত হয় জীব-কারাগার।
জীবের বৈমুখ্য-দোষে দণ্ড-প্রতিকার॥ (৪)

---

(৪) এই চতুর্দশ ভুবনরূপ দেবীধামই কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ জীবের কারাগার; আনন্দ ভোগের স্থান নয়। এখানে যে বিষয়-সুখ তাহা অনিত্য, সুতরাং দুঃখবিশেষ। দণ্ড—প্রতিকার, দণ্ডদ্বারা জীবের প্রবৃত্তি শোধন হয়।

তবে যদি জীব সাধু-বৈষ্ণব-কৃপায়।
সম্বন্ধ-জ্ঞানেতে পুনঃ কৃষ্ণনাম পায়॥ (৫)
তবে পায় প্রেমধন সর্বধর্মসার।
যাহার নিকটে সাযুজ্যাদির ধিক্কার॥
যাবৎ সম্বন্ধ-জ্ঞান স্থির নাহি হয়।
তাবৎ অনর্থে নামাভাসের আশ্রয়॥ (৬)

নামাভাসের ফল—

নামাভাস দশাতেও অনেক মঙ্গল।
জীবের অবশ্য হয় সুকৃতি প্রবল॥ (৭)
নামাভাসে নষ্ট হয় আছে পাপ যত।
নামাভাসে মুক্তি হয় কলি হয় হত॥
নামাভাসে নর হয়, সুপংক্তি-পাবন।
নামাভাসে সর্বরোগ হয় নিবারণ॥

---

(৫) আমি—অণুচৈতন্য নিত্যকৃষ্ণদাস, কৃষ্ণ—বিভুচৈতন্য, আমার একমাত্র প্রভু, এই জড়জগৎ—আমার প্রবৃত্তি-শোধক কারাগৃহ। এই জ্ঞানকে সম্বন্ধ-জ্ঞান বলা যায়।

(৬) যে পর্যন্ত গুরুকৃপায় সম্বন্ধজ্ঞানোদয় না হয়, সে পর্যন্ত জীবের অজ্ঞান-অনর্থ থাকে, সুতরাং সে-পর্যন্ত যে-নাম উচ্চারণ করা যায়, তাহা নামাভাসই হয়, শুদ্ধ-নাম হয় না।

(৭) নামাভাস জীবের প্রধান সুকৃতির মধ্যে গণ্য হয়। ধর্ম, ব্রত, যোগ, হুতাদি সর্বপ্রকার শুভকর্ম অপেক্ষা নামাভাস শ্রেষ্ঠ ফলপ্রদ।

সকল আশঙ্কা নামাভাসে দূর হয়।
নামাভাসী সর্বরিষ্ট হৈতে শান্তি পায় ॥
যক্ষ, রক্ষ, ভূত, প্রেত, গ্রহসমুদয়।
নামাভাসে সকল অনর্থ দূরে যায় ॥
নরকে পতিত লোক সুখে মুক্তি পায়।
সমস্ত প্রারব্ধ কর্ম নামাভাসে যায় ॥
সর্ব্ববেদাধিক, সর্ব তীর্থ হইতে বড়।
নামাভাস সর্ব শুভ কর্মশ্রেষ্ঠতর ॥

নামাভাসের বৈকুণ্ঠাদি প্রাপকত্ব—

ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্ব্বর্গদাতা।
সর্বশক্তি ধরে নামাভাস জীবত্রাতা ॥
জগৎ-আনন্দকর শ্রেষ্ঠপদপ্রদ।
অগতির এক গতি সর্বশ্রেষ্ঠ-পদ ॥
বৈকুণ্ঠাদি লোকপ্রাপ্তি নামাভাসে হয়।
বিশেষতঃ কলিযুগে সর্বশাস্ত্র কয় ॥

সঙ্কেত, পারিহাস্য, স্তোভ ও হেলা—
এই চারিপ্রকার নামাভাস—

চতুর্বিধ নামাভাস এই মাত্র জানি।
সঙ্কেত ও পরিহাস, স্তোভ, হেলা মানি ॥ (৮)

---

(৮) সঙ্কেত, পরিহাস, স্তোভ ও হেলা—এই চারি প্রকার কার্যের সহিত নাম উচ্চারিত হইলে নামাভাস হয়। অতএব সেই কার্য-সহযোগে নামাভাস চারিপ্রকার। হেলা অপেক্ষা স্তোভ, স্তোভ অপেক্ষা পরিহাস এবং পরিহাস অপেক্ষা সঙ্কেত অল্প দোষাবহ।

সাঙ্কেত্যরূপ নামাভাসের প্রকারদ্বয়—

বিষ্ণুলক্ষ্য করি' জড়বুদ্ধ্যে নাম লয়।
অন্য লক্ষ্য করি' বিষ্ণু-নাম উচ্চারয়॥
সঙ্কেতে দ্বিবিধ এই হয় নামাভাস।
অজামিল সাক্ষী তা'র শাস্ত্রেতে প্রকাশ॥
যবন-সকল মুক্ত হবে অনায়াসে।
'হারাম' 'হারাম' বলি' কহে নামাভাসে॥
অন্যত্র সঙ্কেতে যদি হয় নামাভাস।
তথাপি নামের তেজ না হয় বিনাশ॥

পরিহাস নামাভাস—

পরিহাসে কৃষ্ণনাম যেই জন করে।
জরাসন্ধ সম সেই এ-সংসার তরে॥

স্তোভ নামাভাস—

অঙ্গভঙ্গী চৈদ্য সম করে নামাভাস।
স্তোভ মাত্র হয় তবু নাশে ভবপাশ॥

হেলা নামাভাস—

মন নাহি দেয় আর অবজ্ঞা ভাবেতে।
'কৃষ্ণ', 'রাম' বলে হেলা-নামাভাস তা'তে॥
এই সব নামাভাসে ম্লেচ্ছগণ তরে।
বিষয়ী, অলস-জন এই পথ ধরে॥

শ্রদ্ধা ও হেলা নামাভাসে ভেদ—

শ্রদ্ধা ক'রি করে নাম অনর্থ-সহিত।
শ্রদ্ধা-নাম হয় সেই তোমার বিহিত॥
সঙ্কেতাদি অবজ্ঞা পর্যন্ত ভাব ধরি'।
নাম করে হেলায় যে শ্রদ্ধা পরিহরি॥
নামাভাস অবধি সে হেলা-নাম হয়।

অনর্থনাশে নামাভাস নাম হইয়া প্রেম দেয়—

তাহাতেও মুক্তি লভে পাপ হয় ক্ষয়॥ (১)
কৃষ্ণ-প্রেম ছাড়ি' সব নামাভাসে পায়।
নামাভাসে পুনঃ শুদ্ধ-নাম হ'য়ে যায়॥
অনর্থ-বিগমে যবে শুদ্ধ-নাম হয়।
কৃষ্ণ-প্রেম তবে তা'র হইবে নিশ্চয়॥
নামাভাস সাক্ষাৎ সে প্রেম দিতে নারে।
নাম হয়ে প্রেম দেয় বিধি-অনুসারে॥

নামাভাস ও নাম-অপরাধের ভেদ—

অতএব নাম-অপরাধ পরিহরি।
নামাভাস করে সেই তা'রে নতি করি॥

---

(১) হেলাতে নাম উচ্চারিত হইলেও মুক্তি পর্যন্ত ফল লাভ হয়। শ্রদ্ধাপূর্বক নাম করিলে যে কি ফল হয়, তাহা বলা যাইতে পারে না। শ্রদ্ধোদয়ে নাম করিতে করিতে সম্বন্ধজ্ঞান ও তৎফল রতি উদয় হয়। শ্রদ্ধা-নামাভাসে অনর্থ অতি শীঘ্র দূরীভূত হয়।

কর্ম, জ্ঞান হইতে অনন্ত শ্রেষ্ঠতর।
বলি' নামাভাসে জানি, ওহে সর্বেশ্বর॥
রতিমূলা শ্রদ্ধা যদি শুদ্ধভাবে হয়।
তবেত' বিশুদ্ধ-নাম হইবে উদয়॥

ছায়া ও প্রতিবিম্ব ভেদে আভাস দুই প্রকার,
ছায়া নামাভাস—

আভাস দ্বিবিধ হয় প্রতিবিম্ব, ছায়া।
শ্রদ্ধাভাস দ্বিপ্রকার সব তব মায়া॥
ছায়া-শ্রদ্ধাভাসে ছায়া-নামাভাস হয়।
সেই নামাভাসে জীবের শুভ প্রসবয়॥ (১০)

---

(১০) শাস্ত্রে অনেক স্থানে এইরূপ শব্দ সকল পাওয়া যায়—নামাভাস, বৈষ্ণবাভাস, শ্রদ্ধাভাস, ভাবাভাস, রত্যাভাস, প্রেমাভাস, মুক্ত্যাভাস ইত্যাদি। সর্বত্র 'আভাস' শব্দের একটি সুন্দর অর্থ আছে। তাহাই এই প্রকরণে বিচারিত হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে আভাস দুই প্রকার,—স্বরূপ-আভাস ও প্রতিবিম্বাভাস। স্বরূপ-আভাসে বস্তুর পূর্ণকান্তি সঙ্কোচিত ভাবে প্রকাশিত হয়; যথা মেঘাচ্ছন্ন দিবাকরের স্বল্পকান্তি দ্বারা স্বল্প আলোক। প্রতিবিম্বাভাসে স্বরূপের বিকৃতি মাত্র অন্যাকারে উদয় হয়। যথা—'আভাসস্তু মৃষা বুদ্ধিরবিদ্যা কার্যমুচ্যতে', জল হইতে যেরূপ প্রতিবিম্বিত আলোক উজ্জলিত হইয়া প্রকাশিত হয়, তদ্বৎ নাম-সূর্য জীবের অজ্ঞান ও অনর্থরূপ কুজ্ঝটিকা ও মেঘকর্তৃক যতক্ষণ আচ্ছাদিত, ততক্ষণ সেই সূর্যের সংকোচিত অতি ক্ষুদ্র আলোক পরিদৃশ্য হয়। এই অবস্থায় জগতে নামাভাস অনেক শুভফল প্রদান করেন। সেই নাম-

প্রতিবিম্ব নামাভাস—

অন্য জীবে শুদ্ধা-শ্রদ্ধা করিয়া দর্শন।
নিজ-মনে শ্রদ্ধাভাস আনে যেই জন॥
ভোগ-মোক্ষ-বাঞ্ছা তাহে থাকে নিত্য মিশি।
আশ্রমে অভীষ্ট-লাভে জপে দিবানিশি॥

জ্যোতিঃ মায়াবাদ হ্রদ হইতে প্রতিবিম্বিত হইলে প্রতিবিম্ব-নামাভাস হয়। তাহাতে সাযুজ্যাদি ফল হইলেও নামের চরম ফলরূপ প্রেম উৎপন্ন হয় না। এ-নামাভাসটী একটী প্রধান নামাপরাধ ; এইজন্য ইহাকে নামাভাস বলা যায় না। কেবল ছায়া-নামাভাসকেই নামাভাস বলিয়া চারিপ্রকারে বিভক্ত করা হইয়াছে। হেয়-প্রতিবিম্ব-নামাভাসকে দূর করিয়া নামাভাসেরও পূজা সর্বশাস্ত্রে দেখা যায়। অজ্ঞান-জনিত অনর্থ হইতে ছায়া-নামাভাস, দুষ্ট-জ্ঞানজনিত অনর্থ হইতে প্রতিবিম্ব-নামাভাসরূপ ভক্তিবাধক অপরাধ বিচারিত হইয়াছে। বৈষ্ণবপ্রায় অর্থাৎ বৈষ্ণবাভাস ব্যক্তিকে বৈষ্ণব না বলিলেও তাহার মায়াবাদ অপরাধ না থাকা প্রযুক্ত তাহাকে কনিষ্ঠ বা প্রাকৃত ভক্ত বলিয়া সম্মান করা যায় ; কেন না সৎ-সঙ্গে তাঁহার শীঘ্রই মঙ্গল হইতে পারে। সুতরাং শুদ্ধভক্তগণ তাঁহাকে মিত্রবর্গগত বালিশ বলিয়া কৃপা করিবেন। বিদ্বেষী মায়াবাদীর ন্যায় তাহাকে উপেক্ষা করিবেন না। তাঁহার লৌকিকী শ্রদ্ধায় অর্চ্চামাত্র পূজা-প্রবৃত্তিকে সম্বর্ধিত করিয়া ভগবৎ-ভাগবতসেবোপযোগী সম্বন্ধ-জ্ঞান-সম্বলিত ভক্তি দান করিবেন। তবে যদি তাহার অচ্ছেদ্য মায়াবাদ বিশ্বাস দেখা যায়, তবে তাহাকে অবশ্য উপেক্ষা করিবেন।

শ্রদ্ধার লক্ষণ মাত্র শ্রদ্ধা তাহা নয়।
তা'কে প্রতিবিম্ব-শ্রদ্ধাভাস শাস্ত্রে কয়॥
প্রতিবিম্ব-শ্রদ্ধাভাসে নামাভাস যত।
প্রতিবিম্ব-নামাভাস হয় অবিরত॥

প্রতিবিম্ব নামাভাসে মায়াবাদ কপটতা উৎপন্ন করে—

এই নামাভাসে মায়াবাদ দুষ্টমত।

প্রবেশিয়া শঠতায় হয় পরিণত॥

কপট-প্রতিবিম্ব নামাভাসই অপরাধ—

নিত্য-সাধ্য নামে সাধন বুদ্ধি করি'।
নামের মহিমা নাশি' অপরাধে মরি॥

ছায়া-নামাভাস ও প্রতিবিম্ব-নামাভাসের ভেদ—

ছায়া-নামাভাসে মাত্র হয়ত অজ্ঞান।
হৃদয়-দৌর্বল্য হৈতে অনর্থ-বিধান॥
সেই সব দোষ নাম করেন মার্জন।
প্রতিবিম্ব-নামাভাসে দোষের বর্ধন॥

মায়াবাদ ও ভক্তি, উভয়ে পরস্পর বিপরীত ধর্ম, মায়াবাদই অপরাধ—

কৃষ্ণ-নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি সকল।
মায়াবাদিমতে মিথ্যা, নশ্বর, সমল॥
সেই-মতে প্রেমতত্ত্ব নিত্য নাহি হয়।
ভক্তি বিপরীত মায়াবাদ সুনিশ্চয়॥

ভক্তিবৈরী মধ্যে মায়াবাদের গণন।
অতএব মায়াবাদী অপরাধী হন ॥
মায়াবাদীমুখে নাম নাহি বাহিরায়।
নাম বাহিরায়, তবু নামত্ব না পায় ॥
মায়াবাদী যদি করে নাম-উচ্চারণ।
নামকে অনিত্য বলি' লভয়ে পতন ॥
নামের নিকটে ভোগ-মোক্ষের প্রার্থনা।
নামের নিকটে শাঠ্য ফলেতে যাতনা ॥

মায়াবাদীর অপরাধ কখন ছাড়ে ?—

তবে যদি মায়াবাদী ভুক্তি-মুক্তি-আশ।
ছাড়িয়া করয়ে নাম হ'য়ে কৃষ্ণদাস ॥
তবে তা'র ছাড়ে মায়াবাদ দুষ্টমত।
অনুতাপ-সহ হয় নামে অনুগত ॥
সাধুসঙ্গে করে পুনঃ শ্রবণ, কীর্তন।
সুসম্বন্ধ-জ্ঞান তা'র উদে' ততক্ষণ ॥
অবিশ্রান্ত নাম করে' পড়ে চক্ষুজল।
নামকৃপা পায়, চিত্ত হয়ত সবল ॥

ভক্তিকে অনিত্য বলিয়া মায়াবাদ অপরাধ হইয়াছে—

কৃষ্ণরূপ, কৃষ্ণদাস্য, জীবের স্বভাব।
মায়াবাদ অনিত্য কল্পিত বলে সব ॥

হেন মায়াবাদ নাম-অপরাধে গণি।
মায়াবাদ হয় সর্ব বিপদের খনি ॥

মায়াবাদী নামাভাসে মুক্ত্যাভাসরূপ সাযুজ্য লাভ করে—

নামাভাস কল্পতরু মায়াবাদিজনে।
অভীষ্ট অর্পণ করে সাযুজ্য-নির্বাণে ॥
সর্বশক্তি নামে আছে তাই নামাভাস।
প্রতিবিম্ব হইলেও দেন মুক্ত্যাভাস ॥
পঞ্চবিধ মুক্তি মধ্যে সাযুজ্য আভাস।
ভব-ক্লেশ নাশে মাত্র ফলে সর্বনাশ ॥

মায়াবাদী নিত্যসুখ পায় না—

মায়ায় মোহিত জন তাহে সুখ মানে।
সুখাভাস মাত্র পায় সাযুজ্য-নির্বাণে ॥
সচ্চিৎ-আনন্দ-সেবা পরম নির্বৃতি।
সাযুজ্যে না পায় কভু হতকৃষ্ণস্মৃতি ॥
যাঁহা নাহি ভক্তি-প্রেম-নিত্যতা বিশ্বাস।
নিত্যসুখ কৈছে তাহে হইবে প্রকাশ ॥

ছায়া-নামাভাসী দুষ্টমতে না প্রবেশ করিলে ক্রমে শুদ্ধনাম পাইয়া থাকেন—

ছায়া-নামাভাসী নাহি জানে দুষ্টমত।
মতবাদে চিত্তবল নহে তা'র হত ॥

সে কেবল নাহি জানি যথার্থ প্রভাব।
সে প্রভাব জ্ঞানদান নামের স্বভাব॥
মেঘাচ্ছন্নে সূর্য-প্রভা প্রতীত না হয়।
কিন্তু মেঘে নাশি' সূর্য করেন উদয়॥
ছায়া-নামাভাসী ধন্য সদ্‌গুরু-প্রভাবে।
অল্প দিনে নাম-প্রেম অনায়াসে পাবে॥

ভক্তের মায়াবাদী সঙ্গ অবশ্য পরিত্যজ্য—

মায়াবাদী-সঙ্গ তেঁহ সতর্কে ছাড়িয়া।
শুদ্ধনামপরায়ণে তুষিবে সেবিয়া॥
এইত তোমার আজ্ঞা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সেই আজ্ঞা যেই পালে সেই জীব ধন্য॥
যে না পালে তব-আজ্ঞা, সেই জীব ছার।
কোটী জন্মে কিছুতেই না হবে উদ্ধার॥
কুসঙ্গ ছাড়িয়ে প্রভু রাখ তব পায়।
তব পাদপদ্ম বিনা না দেখি উপায়'॥
হরিদাস পদদ্বন্দ্বে বিনোদ যাহার।
হরিনাম চিন্তামণি সদা গান তার॥

ইতি শ্রীহরিনামচিন্তামণৌ শ্রীনামগ্রহণবিচারো নাম তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

———

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

——:*:——

নাম অপরাধ—সাধুনিন্দা।

——:o:——

সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমপরাধং বিতনুতে।
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমুসহতে তদ্বিগর্হাং ॥
গদাধরপ্রাণ জয় জাহ্নবা-জীবন।
জয় সীতানাথ শ্রীবাসাদি ভক্তগণ ॥
প্রভু বলে, 'হরিদাস'—এবে সবিস্তর।
নাম অপরাধ ব্যাখ্যা কর অতঃপর ॥
হরিদাস বলে—'প্রভু', মোরে যা বলাবে।
তাহাই বলিব আমি তোমার প্রভাবে ॥

দশবিধ নাম অপরাধ—

নাম অপরাধ দশবিধ শাস্ত্রে কয়।
সেই অপরাধে মোর বড় হয় ভয় (১) ॥

দশাপরাধ :—(১) সাধুনিন্দা, (২) অন্য দেবে স্বতন্ত্র-বুদ্ধি এবং কৃষ্ণ নাম, রূপ, গুণ ও লীলাকে কৃষ্ণ-স্বরূপ হইতে পৃথক্ বুদ্ধি (৩) নামতত্ত্ব-গুরুর প্রতি অবজ্ঞা (৪) নাম-মহিমা-বাচক শাস্ত্রনিন্দা (৫) শাস্ত্রে নামের যে মাহাত্ম্য ও ফল লিখিয়াছেন, তাহাতে অর্থবাদ করিয়া কল্পনা মনে করা (৬) নামবলে পাপবুদ্ধি, (৭) শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে নাম-উপদেশ করা, (৮) অন্য শুভ কর্মের সহিত হরিনামকে সমান মনে করা, (৯) নাম-গ্রহণ-বিষয়ে অনবধান, (১০) আমি ও আমার আসক্তিক্রমে নামের মাহাত্ম্য জানিয়াও তাহাতে প্রীতি না করা।

এক এক করি' আমি বলিব সকল।
অপরাধে বাঁচি যা'তে দেহ মোরে বল ॥
সাধুনিন্দা, অন্যদেবে স্বাতন্ত্র্য মনন।
নামতত্ত্ব-গুরু আর শাস্ত্র-বিনিন্দন ॥
হরিনামে অর্থবাদ, কল্পিত মনন।
নামবলে পাপ, শ্রদ্ধাহীনে নামার্পণ ॥
অন্য শুভকর্মের সমান কৃষ্ণনাম।
একথা মানিলে অপরাধ অবিশ্রাম ॥
নামেতে অনবধান হয় অপরাধ।
তাহাকে পুরাণ-কর্ত্তা বলেন প্রমাদ ॥
নামের মাহাত্ম্য জানে তবু নাহি ভজে।
অহং-মম-আসক্তিতে সংসারেতে মজে ॥

সাধুনিন্দাই প্রথম অপরাধ—

সাধুনিন্দা প্রথমাপরাধ বলি' জানি।
এই অপরাধে জীবের হয় সর্ব-হানি ॥

স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ-ভেদে সাধুর লক্ষণদ্বয় বিচার—

সাধুর লক্ষণ তুমি বলিয়াছ প্রভো।
একাদশে উদ্ধবেরে কৃষ্ণরূপে বিভো ॥
দয়ালু, সহিষ্ণু, সম, দ্রোহশূন্যব্রত।
সত্যসার, বিশুদ্ধাত্মা, পরহিতে রত ॥

কামে অক্ষুভিত বুদ্ধি, দান্ত, অকিঞ্চন।
মৃদু, শুচি, পরিমিত ভোজী, শান্তমন॥
অনীহ, ধৃতিমান্, স্থির, কৃষ্ণৈকশরণ।
অপ্রমত্ত, সুগম্ভীর, বিজিত-ষড়্গুণ॥
অমানী, মানদ, দক্ষ, অবঞ্চক, জ্ঞানী।
এই সব লক্ষণেতে সাধু বলি জানি॥
এই সব লক্ষণ প্রভু হয় দ্বিপ্রকার।
স্বরূপ-তটস্থ-ভেদে করিব বিচার॥ (২)

স্বরূপ-লক্ষণই প্রধান লক্ষণ, তদাশ্রয়ে তটস্থ-লক্ষণ-সকল উদয় হয়—

কৃষ্ণৈকশরণ হয় স্বরূপলক্ষণ।
তটস্থলক্ষণে অন্য গুণের গণন॥
কোন ভাগ্যে সাধুসঙ্গে নামে রুচি হয়।
কৃষ্ণনাম গায় করে কৃষ্ণ পদাশ্রয়॥
স্বরূপ-লক্ষণ সেই হইতে হইল।
গাইতে গাইতে নাম অন্যগুণ আইল॥
অন্য গুণগণ তাই তটস্থে গণন।
অবশ্য বৈষ্ণব দেহে হবে সংঘটন॥

---

(২) যে **বস্তুর** যাহা সাক্ষাৎ নিজ **লক্ষণ**, তাহাই তাহার **স্বরূপ লক্ষণ**। **অন্য-বস্তু-সম্বন্ধে** যে **আগন্তুক লক্ষণ** যে বস্তুতে **উদয়** হয়, তাহাই তাহার **তটস্থ লক্ষণ**।

বর্ণাশ্রম লিঙ্গ, নানাপ্রকার বেশ দ্বারা সাধুত্ব হয় না, কৃষ্ণৈকশরণই সাধুলক্ষণ—

বর্ণাশ্রম চিহ্ন নানাবেষের রচনা।
সাধুর লক্ষণে কভু না হয় গণনা ॥
শ্রীকৃষ্ণ শরণাগতি সাধুর লক্ষণ।
তার মুখে হয় কৃষ্ণনামসংকীর্ত্তন ॥
গৃহী, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ, ন্যাসিভেদে। (৩)
শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্র, বিপ্রগণের প্রভেদে ॥
সাধুত্ব কখন নাহি হইবে নির্ণীত।
কৃষ্ণৈকশরণ সাধু শাস্ত্রের বিহিত ॥

গৃহীসাধুলক্ষণ—

রঘুনাথ-দাসে লক্ষ্য করিয়া সেবার। (৪)
গৃহীসাধুজনে শিখায়েছ এই সার ॥
স্থির হয়ে, ঘরে যাও, না হও বাতুল।

---

(৩) যাঁহারা স্ববর্ণ বিবাহের দ্বারা গৃহস্থ হন তাঁহারাই গৃহী বিবাহের পূর্বে যিনি ব্রহ্মচর্য্যের সহিত বিদ্যাভ্যাস করেন, তিনি ব্রহ্মচারী। পরিণত বয়সে যিনি বনে প্রস্থান করেন, তিনি বানপ্রস্থ। বৈরাগ্যক্রমে যিনি গৃহত্যাগ করেন, তিনি ন্যাসী বা সন্ন্যাসী।

(৪) রঘুনাথ-দাস কায়স্থকুলতিলক সপ্তগ্রামবাসী দাস-গোস্বামী বলিয়া যিনি ছয় গোস্বামীর মধ্যে পরিগণিত।

ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল ॥
মর্কট-বৈরাগ্য ছাড় লোক দেখাইয়া । (৫)
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা ॥
অন্তরে নিষ্ঠা কর বাহ্যে লোকব্যবহার ।
অচিরে শ্রীকৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার ॥

গৃহত্যাগী সাধুলক্ষণ—

পুনঃ তুমি তা'র দেখি বৈরাগ্য-গ্রহণ ।
এই মত শিক্ষা দিলে অপূর্ব শ্রবণ ॥
গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্তা না কহিবে ।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে ॥
অমানী, মানদ, কৃষ্ণনাম সদা লবে ।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণসেবা মানসে করিবে ॥

গৃহী ও গৃহত্যাগীর উভয়েরই স্বরূপ লক্ষণ এক—

স্বরূপ-লক্ষণ এক সর্বত্র সমান ।
আশ্রমাদি ভেদে পৃথক্ তটস্থ বিধান ॥

---

(৫) অন্তরে বৈরাগ্যবিষয়ে নিষ্ঠা জন্মে নাই অথচ কৌপীন বহির্বাসাদি বাহ্যে ধারণ করা হয়, ইহাই মর্কট বৈরাগীর চিহ্ন ।

অনন্যশরণে যদি দেখি দুরাচার।
তথাপি সে সাধু বলি সেব্য সবাকার (৬)॥
এই ত' শ্রীকৃষ্ণবাক্য গীতা, ভাগবতে।
ইহাকে পূজিব যত্নে সদা সর্বমতে॥
ইহাতে আছে ত' এক নিগূঢ় সিদ্ধান্ত।
কৃপা করি' জানায়েছ তাই পাই অন্ত॥

পূর্বপাপের গন্ধাবশেষ ও পূর্বপাপ লক্ষ্য করিয়া যিনি কৃষ্ণৈকশরণ সাধুর নিন্দা করেন, তিনি নামাপরাধী—

কৃষ্ণনামে রুচি যবে হইবে উদয়।
একনামে পূর্বপাপ হইবেক ক্ষয়॥
পূর্বপাপ গন্ধ তবু থাকে কিছুদিন।
নামের প্রভাবে ক্রমে হঞা পড়ে ক্ষীণ (৭)॥
শীঘ্র সেই পাপগন্ধ বিদূরিত হয়।
পরম ধর্মাত্মা বলি হয় পরিচয়॥

---

(৬) অনন্য কৃষ্ণৈকশরণই ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ। সে লক্ষণ যাহার হয়, তাহার তটস্থলক্ষণগুলি অবশ্য হইবে। কিন্তু কোন অনন্য-কৃষ্ণশরণ-ব্যক্তির যদি কোন অংশে তটস্থ লক্ষণ পূর্ণোদিত না হওয়ায় দুরাচার লক্ষিত হয়, তথাপি তিনি সাধু।

(৭) নামে রুচি হইলে পূর্ব পাপ থাকে না; কাহার কাহার পূর্ব পাপগন্ধ থাকিতে পারে, তাহাও স্বল্পদিনে ক্ষয় হয়।

যে কয়েক দিন সেই গন্ধ নাহি যায়।
সাধারণ-জনচক্ষে পাপ বলি' ভায়॥
সে পাপ দেখিয়া যেই সাধুনিন্দা করে।
পূর্বপাপ লক্ষি' পুন অবজ্ঞা আচরে॥ (৮)
সেই ত' পাষণ্ডী, বৈষ্ণবের নিন্দা-দোষে।
নাম-অপরাধে মজি' পড়ে কৃষ্ণরোষে॥

কৃষ্ণৈকশরণতাই সাধুরলক্ষণ, আপনাকে সাধু বলিয়া পরিচয় দেওয়া দাম্ভিকতা—

কৃষ্ণৈকশরণ মাত্র কৃষ্ণনাম গায়।
সাধুনামে পরিচিত কৃষ্ণের কৃপায়॥
কৃষ্ণভক্ত ব্যতীত নাহিক সাধু আর।
আমি সাধু বলি হয় দম্ভ-অবতার॥ (৯)

স্বল্পাক্ষরে সাধু নির্ণয়—

যে বলিবে আমি দীন কৃষ্ণৈকশরণ।
কৃষ্ণনাম যার মুখে সাধু সেই জন॥
তৃণ হৈতে হীন বলি' আপনাকে জানে।
সহিষ্ণু তরুর ন্যায় আপনাকে মানে॥

---

(৮) নষ্টপ্রায় পাপগন্ধ এবং শরণাপত্তি গ্রহণের পূর্বে যে পাপ কৃত হইয়াছিল, তাহা ধরিয়া বৈষ্ণবনিন্দা করিলে মহাপরাধ হয়।

(৯) দম্ভ অবতার—ধর্ম্মধ্বজী দাম্ভিক, কেবল বেষোপজীবী।

নিজে ত' অমানী আর সকলে মানদ।
তার মুখে কৃষ্ণনাম কৃষ্ণরতিপ্রদ ॥

নামপরায়ণ বৈষ্ণবই সাধু, তন্নিন্দাই অপরাধ—

হেন সাধুমুখে যবে শুনি এক নাম।
বৈষ্ণব বলিয়া তাঁরে করিব প্রণাম ॥
বৈষ্ণব সে জগদ্‌গুরু জগতের বন্ধু।
বৈষ্ণব সকল-জীবে সদা কৃপাসিন্ধু ॥
এ-হেন বৈষ্ণব-নিন্দা যেই জন করে।
নরকে পড়িবে সেই জন্ম-জন্মান্তরে ॥
ভক্তি লভিবারে আর নাহিক উপায়।
ভক্তিলভে সর্ব জীব বৈষ্ণব-কৃপায় ॥
বৈষ্ণব-দেহেতে থাকে শ্রীকৃষ্ণের শক্তি। (১০)
সেই দেহস্পর্শে অন্যে হয় কৃষ্ণভক্তি ॥
বৈষ্ণব-অধরামৃত আর পদ-জল।
বৈষ্ণবের পদরজ তিন মহাবল ॥

---

(১০) হ্লাদিনী সম্বিৎ সমবেত সাররূপা ভক্তি শক্তি। জীবের ভক্তিলাভের ক্রম এই যে, এক সিদ্ধভক্ত অন্য সাধকভক্তকে ভক্তিশক্তির সঞ্চার করেন। তিনি সিদ্ধ হইয়া অন্যান্য সাধক-জীবকে ভক্তি সঞ্চার করেন। ভক্তি চিন্ময়ী-প্রবৃত্তি-বিশেষ আত্মাকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার স্থিতিগতি সিদ্ধ হয়। কোন আত্মা যখন বিরোধিভাবশূন্য হইয়া ভক্তি-প্রবণ হন তখন সিদ্ধ কৃপাময় ভক্তের আত্মা হইতে সেই আত্মায় ভক্তি সঞ্চারিত হন ইহাই এক রহস্য।

বৈষ্ণবের শক্তি সঞ্চার—

বৈষ্ণব নিকটে যদি বৈসে কতক্ষণ।
দেহ-হৈ'তে হয় কৃষ্ণশক্তি নিঃসরণ॥
সেই শক্তি শ্রদ্ধাবান হৃদয়ে পশিয়া।
ভক্তির উদয় করে দেহ কাঁপাইয়া॥
যে বসিল বৈষ্ণবের নিকটে শ্রদ্ধায়।
তাহার হৃদয়ে ভক্তি হইবে উদয়॥
প্রথমে আসিবে তার মুখে কৃষ্ণনাম।
নামের প্রভাবে পাবে সর্বগুণগ্রাম॥

বৈষ্ণবের কি কি দোষ ধরিলে বৈষ্ণব নিন্দা হয়—জাতি দোষ, পূর্বদোষ, নষ্টপ্রায় অবশিষ্ট দোষ, কাদাচিৎক দোষ—

বৈষ্ণবের জাতি আর পূর্বদোষ ধরে।
কাদাচিৎক দোষ দেখি' যেই নিন্দা করে॥
নষ্টপ্রায় দোষ ল'য়ে করে অপমান।
যমদণ্ডে কষ্ট পায় সে-সব অজ্ঞান॥ (১১)

---

(১১) যিনি বৈষ্ণবের জাতি দোষ, কাদাচিৎক অর্থাৎ প্রমাদাগত দোষ, নষ্টপ্রায় দোষ ও শরণাগতির পূর্বাচরিত দোষ ধরিয়া বৈষ্ণবকে নিন্দা করেন, তিনি বৈষ্ণব নিন্দুক। কখনই তাঁহার নামে রুচি হইবে না। যিনি শ্রদ্ধা-ভক্তির আশ্রয় করিয়াছেন, তিনি শুদ্ধ বৈষ্ণব। পূর্বোক্ত চারিপ্রকার দোষ কথঞ্চিৎ তাহাতে লক্ষিত হইতে পারে। তাঁহার অন্য কোন দোষের সম্ভাবনা নাই।

বৈষ্ণবের মুখে নামমাহাত্ম্য প্রচার।
সে বৈষ্ণবনিন্দা কৃষ্ণ নাহি সহে আর ॥
ধর্ম্ম-যোগ-যাগ-জ্ঞানকাণ্ড পরিহরি।
যে ভজিল কৃষ্ণনাম সেই সর্বোপরি ॥

অন্য দেব-শাস্ত্র-নিন্দাদি শূন্য নামাশ্রয়ী সাধু—

অন্যদেব, অন্যশাস্ত্র না করি' নিন্দন।
নামের আশ্রয় লয় শুদ্ধ-সাধুজন ॥
সে-সাধু গৃহস্থ হউক অথবা সন্ন্যাসী।
তাঁহার চরণরেণু পাইতে প্রয়াসী ॥
যার যত নামে রতি সে তত বৈষ্ণব।
বৈষ্ণবের ক্রম এই মতে অনুভব (১২) ॥
ইথে বর্ণাশ্রম, ধন, পাণ্ডিত্য, যৌবন।
কোন কার্য নাহি করে রূপ-বল-জন ॥
অতএব যিনি করিলেন নামাশ্রয়।
সাধুনিন্দা ছাড়িবেন এ-ধর্ম্ম নিশ্চয় ॥
নামাশ্রয়া শুদ্ধাভক্তি ভক্ত-ভক্তিরূপা।
ভক্ত-ভক্তিবিবর্জিতা হইলে বিরূপা ॥
যাঁহা সাধুনিন্দা তাঁহা নাহি ভক্তিস্থিতি।

---

(১২) যত পরিমাণে যাঁহার কৃষ্ণনামে রতি হইয়াছে তিনি ততদূর বৈষ্ণব।

অতএব অপরাধে তথা পরিণতি ॥
সাধুনিন্দা ছাড়ি' ভক্ত সাধুভক্তি করে।
সাধুসঙ্গ সাধুসেবা এই ধর্মাচরে ॥

অসৎসঙ্গ দুই প্রকার—(১) স্ত্রীসঙ্গী—

অসৎসঙ্গত্যাগে হয় বৈষ্ণব-আচার।
অসৎসঙ্গে হয় সাধু-অবজ্ঞা অপার ॥
অসৎ সে দ্বিপ্রকার সর্বশাস্ত্রে কয় (১৩)।
সেই দুইয়ের মধ্যে যোষিৎসঙ্গী এক হয় ॥
যোষিৎসঙ্গসঙ্গী পুনঃ তার মধ্যে গণ্য (১৪)।
তার সঙ্গত্যাগে জীব হইবেক ধন্য ॥

যোষিৎসঙ্গী কাহাকে বলে ?—

কৃষ্ণের সংসারে যে দাম্পত্য-ধর্মে থাকে।
অসৎ বলিয়া শাস্ত্র না বলে তাহাকে ॥
অধর্ম-সংযোগে আর স্ত্রৈণ-ভাবে রত।
যোষিৎসঙ্গী জন দুষ্ট, শাস্ত্রের সম্মত ॥

---

(১৩) অসৎসঙ্গত্যাগই বৈষ্ণবের প্রধান আচার। অসৎ দুই প্রকার অর্থাৎ যোষিৎসঙ্গী ও অভক্ত। স্ত্রীভক্তের পক্ষে পুরুষসঙ্গীকে অসৎ বলিতে হইবে। অবৈধ স্ত্রী-সঙ্গী এবং বৈধ-স্ত্রী সম্বন্ধে স্ত্রৈণ পুরুষ এই দুই প্রকার যোষিৎসঙ্গী।

(১৪) যাঁহারা যোষিৎসঙ্গী তাঁহাদের সঙ্গও নিতান্ত ভক্তিবাধক।

দ্বিতীয় প্রকার অসৎ—কৃষ্ণেতে অভক্ত তিন প্রকার—

কৃষ্ণেতে অভক্ত অসৎ দ্বিতীয় প্রকার।
মায়াবাদী, ধর্মধ্বজী, নিরীশ্বর আর (১৫)॥

যিনি বলেন, এই সব লোকের নিন্দাকেও সাধুনিন্দা বলে, তিনিও বর্জ্য—

বর্জিলে এ-সব সঙ্গ সাধুনিন্দা নয়।
ইহাকে যে নিন্দাবলে সেই বর্জ্য হয়॥
এই-সব সঙ্গ ছাড়ি' অনন্যশরণ।
কৃষ্ণনাম করি' পায় কৃষ্ণপ্রেমধন॥

বৈষ্ণবাভাস, প্রাকৃতবৈষ্ণব, বৈষ্ণবপ্রায় ও কনিষ্ঠ-বৈষ্ণব—এই সকল একই কথা

সাধুসেবাহীন অর্চে লৌকিক শ্রদ্ধায়।
প্রাকৃত বৈষ্ণব হয় বৈষ্ণবের প্রায়॥
বৈষ্ণব-আভাস সেই নহে ত' বৈষ্ণব।
কেমনে পাইবে সাধুসঙ্গের বৈভব॥
অতএব কনিষ্ঠ মধ্যেতে তা'রে গণি।
তা'রে কৃপা করিবেন বৈষ্ণব আপনি॥

---

(১৫) মায়াবাদী অর্থাৎ যাহারা ভগবানের নিত্যস্বরূপ মানে না এবং কৃষ্ণাদি শ্রীমূর্ত্তিকে মায়া নির্মিত মনে করে এবং জীবকে মায়া নির্মিত তত্ত্ব বলিয়া জানে। ধর্মধ্বজী—অন্তরে ভক্তি বা বৈরাগ্য নাই, কেবল কার্য্যোদ্ধারের জন্য শঠতার সহিত বেশ রচনা করে। নিরীশ্বর—নাস্তিক।

মধ্যমবৈষ্ণব—

কৃষ্ণে প্রেম, কৃষ্ণভক্তে মৈত্রী আচরণ।
বালিশেতে কৃপা আর দ্বেষী উপেক্ষণ ॥
করিলে মধ্যমভক্ত শুদ্ধভক্ত হন।
কৃষ্ণনামে অধিকার করেন অর্জন ॥

উত্তমবৈষ্ণব—

সর্বত্র যাঁহার হয় কৃষ্ণ দরশন।
কৃষ্ণে সকলের স্থিতি কৃষ্ণ প্রাণধন ॥
বৈষ্ণবাবৈষ্ণব ভেদ নাহি থাকে তাঁর।
বৈষ্ণব উত্তম তিনি কৃষ্ণনামসার ॥

মধ্যম বৈষ্ণবই সাধুসেবা করেন—

অতএব মধ্যম বৈষ্ণব মহাশয়।
সাধু-সেবারত সদা থাকেন নিশ্চয় (১৬) ॥

---

(১৬) মধ্যম বৈষ্ণব হইতেই শুদ্ধ-বৈষ্ণবের গণনা। তিনি বৈষ্ণবা-বৈষ্ণব বিচারের অধিকারী, কেননা শুদ্ধবৈষ্ণব-সেবাই তাঁহার প্রয়োজন। বৈষ্ণবাবৈষ্ণব বিচার পরিত্যাগ করিলে মধ্যম-বৈষ্ণবের বৈষ্ণবাপরাধ হয়। তিনি যত্নের সহিত অন্বেষণ করিয়া শুদ্ধ-বৈষ্ণবের সেবা করিবেন। উত্তম-বৈষ্ণবের যখন বৈষ্ণবাবৈষ্ণব ভেদ নাই, তখন তিনি কিরূপ বৈষ্ণবের সেবা করিবেন? উত্তম বৈষ্ণবের শত্রু-মিত্র ভেদ নাই, সুতরাং বৈষ্ণবাবৈষ্ণব ভেদ কিরূপে থাকে?

প্রাকৃত-বৈষ্ণব নামাভাসের অধিকারী—

প্রাকৃত-বৈষ্ণব যেই বৈষ্ণবের প্রায়।
নামাভাসে অধিকারী সর্বশাস্ত্র গায়॥

মধ্যম-বৈষ্ণব নামাধিকারী ও নামাপরাধ বিচার করিবেন—

মধ্যম বৈষ্ণব-মাত্র নামে অধিকারী।
শ্রীনামভজনে অপরাধের বিচারী॥
উত্তম-বৈষ্ণবে অপরাধ অসম্ভব।
সর্বত্র দেখেন তিনি কৃষ্ণের বৈভব॥
নিজ নিজ অধিকার করিয়া বিচার।
সাধুনিন্দা অপরাধ করি' পরিহার (১৭)॥
সাধুসঙ্গ, সাধু-সেবা, নামসংকীর্ত্তন।
সর্ব জীবে দয়া এই ভক্ত-আচরণ॥

সাধুনিন্দা ঘটিলে কি করা কর্ত্তব্য?—

প্রমাদে যদ্যপি ঘটে সাধুবিগর্হণ।
তবে অনুতাপে ধরি' সে-সাধুচরণ॥
কাঁদিয়া বলিব, প্রভো ক্ষমি' অপরাধ।
এ-দুষ্টনিন্দুকে কর বৈষ্ণবপ্রসাদ॥
সাধু বড় দয়াময় তবে আর্দ্রমনে।

---

(১৭) স্বীয় স্বীয় স্বভাববিচার পূর্বক স্ব-স্ব অধিকার জানা আবশ্যক। অধিকারনিষ্ঠার সহিত নামসংকীর্ত্তনই বৈষ্ণবধর্ম্ম।

ক্ষমিবেন অপরাধ কৃপা আলিঙ্গনে (১৮) ॥
এইত প্রথম অপরাধের বিচার।
শ্রীচরণে নিবেদিনু আজ্ঞা অনুসার ॥
হরিদাস-পাদপদ্মে ভ্রমর যে-জন।
হরিনাম চিন্তামণি তাঁহার জীবন ॥

ইতি শ্রীহরিনামচিন্তামণৌ সাধুনিন্দাপরাধবিচারো নাম চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

——∷❋∷——

দেবান্তরে স্বাতন্ত্র্য জ্ঞানাপরাধ।

শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদিসকলং
ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ।

জয় গদাধরপ্রাণ জাহ্নবা-জীবন।
জয় সীতানাথ জয় গৌরভক্তগণ ॥
হরিদাস বলে, তবে করি' যোড়হাত।
দ্বিতীয়াপরাধ এবে শুন জগন্নাথ ॥

---

(১৮) গোপাল চাপালের এই প্রণালীতে বৈষ্ণবাপরাধ ক্ষয় হইয়াছিল। প্রমাণমালা দেখুন।

বিষ্ণুতত্ত্ব—

পরম অদ্বয়-জ্ঞান বিষ্ণু পরতত্ত্ব।
চিৎস্বরূপ জগদীশ সদা শুদ্ধতত্ত্ব॥
গোলোকবিহারী কৃষ্ণ সে তত্ত্বের সার।
চতুঃষষ্টি গুণে অলঙ্কৃত রসাধার॥
ষষ্টিগুণ নারায়ণ স্বরূপে প্রকাশ।
সেই ষষ্টিগুণ বিষ্ণু সামান্যবিলাস॥
পুরুষাবতারে আর স্বাংশ-অবতারে (১)।
সেই ষষ্টিগুণ স্পষ্ট কার্য অনুসারে॥

বিষ্ণুর বিভিন্নাংশের প্রকার ভেদ, জীবের পঞ্চাশৎগুণ—

বিষ্ণুর যে বিভিন্নাংশ দুইত প্রকার।
পঞ্চাশৎ গুণ জীবে বিন্দু বিন্দু তা'র॥

---

(১) শুদ্ধসত্ত্ব বিষ্ণু বা পরব্যোমপতি নারায়ণ, গোলোকপতি কৃষ্ণের বিলাস-বিগ্রহ। পরব্যোমস্থ সংকর্ষণ-বিষ্ণুই কারণবারিতে মহাবিষ্ণুরূপ প্রথম পুরুষাবতার। ব্রহ্মাণ্ড প্রবিষ্ট-মহাবিষ্ণ্বংশই গর্ভোদকশায়ী। তিনি সমষ্টি—পুরুষ। প্রত্যেক জীবগত—পুরুষই ক্ষীরোদশায়ী—বিষ্ণু। এই তিনটি পুরুষাবতার। ক্ষীরোদশায়ীই মৎস্যকূর্মাদি বিবিধ স্বাংশ অবতার হন। সকলেই ষষ্টিগুণশালী বিষ্ণুতত্ত্ব। শক্ত্যাবেশ-অবতারগণ বিভিন্নাংশ; যথা—পরশুরাম, বুদ্ধ, পৃথু।

গিরিশাদি দেবতা বিভিন্নাংশ হইয়াও সামান্য জীব নন ; তাঁহারা ৫৫ গুণবিশিষ্ট—

গিরিশাদি-দেবে সেই গুণ-পঞ্চাশৎ।
তদধিক পরিমাণে সর্বদা সংযুত (২)॥
তদ্ব্যতীত আর পঞ্চগুণ অংশ-মানে।
প্রকাশিত আছে তব বিচিত্রবিধানে (৩)॥

ষষ্টিগুণে বিষ্ণুত্ব—

সেই পঞ্চ-পঞ্চাশৎ গুণপূর্ণ তায়।
বিষ্ণুতে বিরাজমান সর্বশাস্ত্রে গায়॥
তদ্ব্যতীত আর পঞ্চগুণ নারায়ণে।
আছে তার সত্ত্বা কভু নাহি অন্য-জনে॥
ষষ্টিগুণে বিষ্ণুতত্ত্ব পরম-ঈশ্বর।
গিরিশাদি-অন্যদেব তাঁহার কিঙ্কর॥
বিভিন্নাংশ গিরিশাদি জীব-শ্রেষ্ঠতর।
বিষ্ণু সর্বজীবেশ্বর সর্বদেবেশ্বর॥

অজ্ঞানব্যক্তি অন্য দেবতার সহিত বিষ্ণুকে সমান মনে করে,—

অন্য-দেব সহ সম বিষ্ণুকে যে মানে।

---

(২) তদধিক পরিমাণ জীবের সত্তায় যে বিন্দু বিন্দু পরিমাণ আছে তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে ঐ সকল গুণ আছে।

(৩) শিবাদি দেবতায় এই পঞ্চাশৎ গুণ ব্যতীত আরও পাঁচটি গুণ আংশিকরূপে আছে। অর্থাৎ সেই সকল গুণ বিষ্ণুতত্ত্ব ব্যতীত আর কাহাতেও পূর্ণরূপে নাই।

সে বড় অজ্ঞান ঈশতত্ত্ব নাহি জানে ॥
এ-জড়-জগতে বিষ্ণু পরম-ঈশ্বর ।
গিরিশাদি যত দেব তাঁর বিধিকর (৪) ॥
কেহ বলে, মায়ার ত্রিগুণে ত্রিদিবেশ ।
সর্বদা সমান ব্রহ্ম-তত্ত্ব সবিশেষ (৫) ॥

নানাবিধ বাদানুবাদের সিদ্ধান্ত—

শাস্ত্রের সিদ্ধান্তে তবু পূজ্য নারায়ণ ।
ব্রহ্মা শিব সৃষ্টি-লয়-কার্য্যের কারণ ॥
বাসুদেবে ছাড়ি' যেই অন্যদেবে ভজে ।
ঈশ্বর ছাড়িয়া সেই সংসারেতে মজে ॥
কেহ বলে, বিষ্ণু পরতত্ত্ব বটে জানি ।
সর্ববিষ্ণুময় বিশ্ব বেদবাক্য মানি ॥
অতএব সর্বদেবে বিষ্ণু-অধিষ্ঠান ।
সর্ব-দেবার্চনে হয় বিষ্ণুর সম্মান ॥
এইত নিষেধপর বাক্য, বিধি নয় ।
অন্যদেবপূজার নিষেধ এই হয় (৬) ॥

---

(৪) বিধিকর—কিঙ্কর ।

(৫) এইটি মায়াবাদীর মত । তিনি বলেন ব্রহ্ম নির্বিশেষ । প্রকৃতির তিন-গুণে তিন দেবতা সর্বদা সবিশেষ ।

(৬) সকল দেবতা বিষ্ণুময় বলিয়া অন্যদেবের পূজার বিধান করা হয় নাই । বিষ্ণুপূজাতেই সর্বদেবতার পূজা । অতএব অন্যদেবের পৃথক্ পূজা করা অনাবশ্যক ।

সর্ববিষ্ণুময় বিশ্ব একথা বলিলে।
বিষ্ণুপূজা কৈলে সব দেবে পূজা মিলে ॥
তরুমূলে জল দিলে শাখার উল্লাস।
পল্লবে ঢালিলে জল বৃক্ষের বিনাশ ॥
অতএব পূজি বিষ্ণু, অন্যদেব ত্যজি'।
তাহাতেই অন্যদেব কাযে-কাযে পূজি ॥
এই বিধি—বেদের সম্মত চিরদিন।
দুর্বিপাকে এই বিধি ছাড়ে অর্বাচীন (৭) ॥
মায়াবাদদোষে জীব কলি-আগমনে।
বহুদেব পূজে বিষ্ণু সামান্যদর্শনে ॥
এক এক দেব এক এক ফলদাতা।
সর্বফলদাতা-বিষ্ণু সকলের পাতা ॥
কামিজন যদি তত্ত্ব জানিবারে পারে।
বিষ্ণু-পূজি ফল পায়, ছাড়ে' দেবান্তরে ॥

গৃহস্থ বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য বিধান—

গৃহস্থ হইয়া যেই বিষ্ণুভক্ত হয়।
সর্বকার্যে কৃষ্ণপূজে ছাড়িয়ে সংশয় ॥

---

(৭) দুর্বিপাক—জীবের দুরদৃষ্ট বশতঃ স্বীয় স্বীয় স্বভাব-অনুরূপ দেবতা ভজনে প্রবৃত্তি হয়। শুদ্ধসত্ত্ব-বিষ্ণুপূজা যে সনাতন বৈদিকমত, তাহা মূঢ়তা-প্রযুক্ত অপরিজ্ঞাত থাকে।

নিষেকাদি শ্মশানান্ত সংস্কার যত।
তাহাতে পূজয়ে কৃষ্ণ বেদমন্ত্রমত॥
বিষ্ণু-বৈষ্ণবের পূজা বেদেতে বিধান।
দেবপিতৃগণে কৃষ্ণনির্ম্মাল্যপ্রদান॥
মায়াবাদিমতে পিতৃশ্রাদ্ধ যেই করে'।
যেবা অন্যদেব পূজে' অপরাধে মরে॥
বিষ্ণুতত্ত্বে দ্বৈতবুদ্ধি নাম-অপরাধ।
সেই অপরাধে তার হয় ভক্তিবাধ॥
শিবাদি-দেবতাগণে পৃথক্ ঈশ্বর।
মানিলে নামাপরাধ হয় ভয়ঙ্কর (৮)॥
বিষ্ণুশক্তি পরাশক্তি হৈতে দেব-যত।
ভিন্নশক্তি সিদ্ধ নয় বেদের সম্মত॥
শিব-ব্রহ্মা-গণপতি-সূর্য্য-দিক্‌পাল।
কৃষ্ণশক্তিবলেতে ঈশ্বর চিরকাল॥

অতএব পরেশ্বর একমাত্র জানি।
আর সবদেব তাঁর শক্তিমধ্যে গণি॥

---

(৮) বিষ্ণু একটি ঈশ্বর, শিবাদি দেবতা একটি একটি ঈশ্বর—এরূপ মানিলে অনেক ঈশ্বর মানার অপরাধ হইয়া পড়ে। সুতরাং সেই সেই দেবতাকে বিষ্ণুর গুণাবতার বা অধিকৃত দাস বলিয়া জানিলে বা পূজিলে অপরাধ হয় না। অন্য কোন দেবতা বিষ্ণুশক্তি হইতে কোন পৃথক্ শক্তি সিদ্ধ নন।

অতএব সর্ব্বকার্যে কর্ম-জড়ভাব।
ছাড়িয়া গৃহস্থ পায় ভক্তির সদ্ভাব॥

কিরূপ বৈষ্ণব গার্হস্থ্য ধর্ম করিবেন—

ভক্তির সদ্ভাবে থাকি সৎক্রিয়া-করণে।
দেবপিতৃগণে তুষে নির্মাল্য-অর্পণে॥
বহুদেবদেবী পূজা করিবে বর্জন।
কৃষ্ণভক্ত বলি' সবে করিবে তর্পণ॥
শ্রীকৃষ্ণ-বৈষ্ণবার্চনে সর্বফল পায়।
নামে অপরাধ নহে সদা নাম গায়॥

বর্ণচতুষ্টয়ের জীবনযাত্রা বিধি—

জগতে মানবগণ বর্ণ ধর্মাচরি'।
করিবেক দেহযাত্রা ধর্মপথ ধরি'॥ (৯)

---

(৯) সংসারে বর্ত্তমান জীবগণ বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা-পূর্বক দেহযাত্রা নির্বাহ করিবেন—ইহাই সনাতন ধর্ম। পুণ্যভূমি ভারতের এই বর্ণধর্ম সম্পূর্ণ সমাজবিজ্ঞানে উদিত হইয়াছে এবং ঋষিগণ-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অন্যান্য দেশে যদিও এই ব্যবস্থাটি শুদ্ধাকৃতি লাভ করে নাই, তথাপি কোন না কোন আকারে বর্ত্তমান আছে। মানবস্বভাব বর্ণবিভাগ ব্যতীত সম্পূর্ণতা লাভ করে না। সঙ্কর ও অন্ত্যজগণ সৌভাগ্যক্রমে আপনা আপনাকে শুদ্ধাচারে নিষ্পাপে রাখিয়া কৃষ্ণসংসারে প্রবেশ করিবেন—ইহাই নিত্যবিধি।

অন্ত্যজের বিধি,—

সঙ্কর-অন্ত্যজ-সবে ত্যজি' নীচধর্ম ।
শূদ্রাচারে করে সদা সংসারের কর্ম ॥
সঙ্কর-অন্ত্যজ থাকিবেক শূদ্রাচারে ।
চাতুর্বর্ণ্য বিনা ধর্ম নাহিক সংসারে ॥

বর্ণধর্মের দ্বারা জীবনযাত্রা করিয়া সংসারী ব্যক্তি ভক্তিপথে ভাবার্জন করিবেন—

চাতুর্বর্ণ্য বর্ণধর্মে করিবে সংসার ।
শুদ্ধকৃষ্ণভক্তি-বলে হবে সদাচার ॥
চতুর্বর্ণ যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণ নাহি ভজে ।
বর্ণ-ধর্মাচারে থাকি' রৌরবেতে মজে ॥
বর্ণ বিনা গৃহস্থের নাহি আর ধর্ম ।
বর্ণ-ধর্মাচারে গৃহস্থের সব কর্ম ॥
বর্ণ-ধর্মে এ-সংসার নির্বাহ করিবে ।
যাবদর্থ-পরিগ্রহে শ্রীকৃষ্ণ ভজিবে ॥
নিসর্গতঃ বিধিবাধ্য যে পর্যন্ত নর ।
বর্ণধর্মে স্বনির্বাহে করিবে আদর ॥
ভক্তিযোগে-নামে এই তত্ত্বনিরূপণ ।
ভক্তিযোগে ভাবোদয় সিদ্ধান্তবচন ॥
ভাবোদয়ে বিধির প্রবৃত্তি নাহি রয় ।

ভাবোদিত-কার্যে দেহযাত্রা সিদ্ধ হয় ॥ (১০)
গৃহীবৈষ্ণবের এই অদ্বয়সাধন।
শ্রীবিষ্ণু-অদ্বয়তত্ত্বে দ্বৈতনিবর্তন ॥

নামনামী ও গুণগুণীর অভেদে বিষ্ণুজ্ঞান শুদ্ধ হয়—

আর এক কথা আছে দ্বৈতনিবর্তনে।
বিষ্ণুনাম, বিষ্ণুরূপ, বিষ্ণুগুণগণে ॥
বিষ্ণু-হৈতে পৃথক্‌রূপে না মানিবে কভু।
অদ্বয়-অখণ্ড-বিষ্ণু চিন্ময়ত্বে বিভু ॥
অজ্ঞানেতে যদি হয় দ্বৈত-উপদ্রব।
নামাভাস হয় তার প্রেম অসম্ভব ॥
সদ্‌গুরুকৃপায় সেই অনর্থ-বিনাশ।
ভজিতে ভজিতে শুদ্ধনামের প্রকাশ ॥

মায়াবাদীর কুতর্ক ও অপরাধ—

মতবাদজ্ঞানে দ্বৈত হৈলে প্রবর্তন।
অপরাধ হয় আর নহে নিবর্তন ॥
মায়াবাদী বলে ব্রহ্ম হয় পরতত্ত্ব।
নির্বিশেষ-নির্বিকার-নিরাকারসত্ত্ব ॥

---

(১০) যাবৎ বৈধজীবনের প্রয়োজন ততদিন বর্ণাশ্রমস্থিতি। তাহাতে স্থিত হইয়া ভজন করিতে করিতে ভাবোদয় হয়। ভাবোদয় হইলে জীবের স্বভাব এত সুন্দর হয় যে, বিধির প্রেরণা ছাড়িয়া বৈধজীবনের উচ্চতা লাভ করে। এই ব্যবস্থা সাধারণ জীবের জ্ঞাতব্য নয়, শুদ্ধ ভাবোদয়ে স্বয়ং প্রবৃত্ত হয়।

বিষ্ণুরূপ, বিষ্ণুনাম মায়ায় কল্পিত।
মায়া-অন্তর্ধানে বিষ্ণু হন ব্রহ্মগত॥
এ-সব কুতর্ক মাত্র সত্য-শূন্যবাদ।
পরতত্ত্বে সর্বশক্তি অভাব প্রমাদ॥
শক্তিমান্ ব্রহ্ম যেই, সেই বিষ্ণু হয়।
নামের বিবাদমাত্র বেদের নির্ণয়॥ (১১)

বিষ্ণু ও ব্রহ্মতত্ত্বের সম্বন্ধ—

বিষ্ণু পরতত্ত্ব তার নির্বিশেষ ধর্ম।
সবিশেষ ধর্ম সহ হয় এক মর্ম॥
বিষ্ণুর অচিন্ত্যশক্তি বিরোধভঞ্জন।
অনায়াসে করি' করে সৌন্দর্য স্থাপন॥ (১২)

---

(১১) মায়াবাদিবুদ্ধি—সংকীর্ণ, অচিজ্জগতের বিশেষ বিচিত্রতা দেখিয়া মনে করেন যে, চিত্তত্ত্বে এরূপ বিশেষ বিচিত্রতা নাই। এই অসম্পূর্ণ বিশ্বাস হইতেই তিনি নীরস হইয়া শুষ্ক কল্পিত ব্রহ্মকে চিন্তা করেন। ব্রহ্মের স্বরূপগত নাম, রূপ, গুণ, লীলা স্বীকার করিতে পারেন না। তাহা স্বীকার করিলেই ব্রহ্মই বিষ্ণু-স্বরূপে পরিজ্ঞাত হন। মায়াবাদই জীবের দুর্ভাগ্য, শুদ্ধভক্তগণ সেই সংকীর্ণ মতবাদ দূর করিয়া ভগবৎস্বরূপ-হইতে অভিন্ন নামরূপগুণলীলা অবশ্য বিশ্বাস করিবেন।

(১২) পরমেশ্বরের অচিন্ত্য শক্তিবিশেষ ধারণা করিলে কেবল-নির্বিশেষময়তা স্থান পায় না, সমস্ত তর্কগত বিরোধ দূর হয়।

জীববুদ্ধি সহজেতে অতি অল্পতর।
অচিন্ত্যশক্তির ভাব না করে গোচর॥
নিজবুদ্ধ্যে চাহে এক স্থাপিতে ঈশ্বর।
খণ্ডজ্ঞানে পায়, ব্রহ্মতত্ত্বেতে অবর॥
বিষ্ণুর পরম পদ ছাড়ি' দেবার্চ্চিত। (১৩)
ব্রহ্মে বদ্ধ হয় নাহি বুঝে হিতাহিত॥
চিন্ময়স্বরূপজ্ঞান যে বুঝিতে জানে।
বিষ্ণু বিষ্ণুনামগুণ এক করি' মানে॥
এইত বিশুদ্ধ জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ।
সম্বন্ধ বুদ্ধিতে লভি' ভজে নামরূপ॥

শিব-বিষ্ণুর কিরূপে অভেদ বুদ্ধি করিবে?—

জড়নাম, জড়রূপগুণে যেই ভেদ।
সে-ভেদ চিত্তত্ত্বে নাই এইত প্রভেদ॥
বিষ্ণুতত্ত্বে ভেদ জ্ঞান অনর্থ-বিকার।
শিবেতে বিষ্ণুতে ভেদ অতি অবিচার॥ (১৪)

ভক্ত ও মায়াবাদীর আচার ও প্রবৃত্তি ভেদ—

নামৈকশরণ যেই ভক্ত মহাজন।
একেশ্বর কৃষ্ণ ভজি' ছাড়ে অন্য জন॥

---

(১৩) বিষ্ণুর—সর্বদেবার্চিত বিষ্ণুপদ ছাড়িয়া খণ্ডবুদ্ধি এককল্পিত ব্রহ্মে আবদ্ধ হইয়া নিজ হিতাহিত বুঝিতে পারে না।

(১৪) বিষ্ণুতত্ত্বে ভেদজ্ঞানই দোষ। শিবাদি দেবতা বিষ্ণু হইতে স্বতন্ত্র জানিলে সেই ভেদজ্ঞান উদয় হয়।

অন্যদেব, অন্যশাস্ত্র নিন্দা নাহি করে।
কৃষ্ণদাস বলি' অন্যে পূজে সমাদরে ॥ (১৫)
প্রতিদিন গৃহিভক্ত নির্মাল্য অর্পণে।
দেব-পিতৃ-সর্বজনে করেন তর্পণে ॥
যথা যথা অন্য-দেবে করেন দর্শন।
কৃষ্ণদাস বলি' তাঁরে করেন বন্দন ॥
মায়াবাদিগণ যদি বিষ্ণুপূজা করে।
প্রসাদ-নির্মাল্য ভক্ত নাহি লয় ডরে ॥
মায়াবাদী হরিনামে অপরাধী হয়।
তাহার প্রদত্ত পূজা হরি নাহি লয় ॥
অন্যদেব নির্মাল্য গ্রহণে অপরাধ।
শুদ্ধভক্তিসাধনে সর্বদা সাধে বাদ ॥
তবে যদি শুদ্ধভক্ত শ্রীকৃষ্ণ পূজিয়া।
অন্যদেবে পূজা করে তৎপ্রসাদ দিয়া ॥

---

(১৫) কৃষ্ণভক্ত অন্যদেব অন্য-শাস্ত্র নিন্দা করেন না। কেননা তিনি শুষ্কতর্ক হইতে দূরে থাকেন। অন্যান্য শাস্ত্রে অন্যান্য দেবের ঈশ্বরত্ব স্থাপন কেবল জীবের অধিকার সম্মত এক একটী পথমাত্র। সকল শাস্ত্রই তত্তদধিকারীকে চরমে কৃষ্ণভক্ত করিবার চেষ্টা করেন; সুতরাং অন্যান্য দেবতা ও শাস্ত্রের কখনই নিন্দা করিবে না। সেরূপ নিন্দাও অপরাধ। ভেদজ্ঞানে অন্যদেব ও শাস্ত্রনিন্দা পরিত্যাগ করিলে শুদ্ধ-কৃষ্ণ-ভক্তির কৃপা হয়।

সে-প্রসাদ গ্রহণেতে নাহি অপরাধ।
সেইরূপ দেবার্চনে নহে ভক্তিবাধ॥
শুদ্ধভক্ত নাম-অপরাধী নাহি হয়।
নাম করি' প্রেম পায়, নামে দেয় জয়॥

এই অপরাধের প্রতিকার—

প্রমাদে যদ্যপি হয় অন্যে বিষ্ণু-জ্ঞান।
তবে অনুতাপে করি বিষ্ণুতত্ত্বধ্যান॥
শ্রীবিষ্ণু-স্মরিয়া করি অপরাধ ক্ষয়।
যত্নে দেখি, আর না সে-অপরাধ হয়॥ (১৬)
পূর্বদোষ-ক্ষমাশীল ভক্তের বান্ধব।
দয়ার সাগর কৃষ্ণ ক্ষমার অর্ণব॥
বহুদেবসেবিসঙ্গ করিব বর্জন।
একেশ্বর বৈষ্ণবের করিব পূজন॥
হরিদাসপদে ভক্তিবিনোদ যে জন।
হরিনাম-চিন্তামণি তাঁহার জীবন॥

ইতি শ্রীহরিনামচিন্তামণৌ দেবান্তরে স্বাতন্ত্র্যজ্ঞানাপরাধ-
বিচারো নাম পঞ্চমপরিচ্ছেদঃ।

---

(১৬) শ্রীবিষ্ণুস্মরণের অপেক্ষা গুরুতর প্রায়শ্চিত্ত জগতে নাই। বিপন্নব্রাহ্মণগণকে বিষ্ণুপদদর্শনের উপদেশ বেদশাস্ত্রে সর্বত্র প্রদত্ত হইয়াছে। কৃষ্ণনামস্মরণ ও বিষ্ণুপদদর্শন একই কথা।

গুর্ব্বজ্ঞা

——⁘✲⁘——

গুরোরবজ্ঞা।

পঞ্চতত্ত্ব জয় জয় শ্রীরাধামাধব।
জয় নবদ্বীপ-ব্রজ-যমুনা-বৈষ্ণব ॥
হরিদাস বলে—প্রভু, করি নিবেদন।
তৃতীয়াপরাধ নামে যেরূপ ঘটন ॥
বিস্তারি' বলিব আমি তোমার আজ্ঞায়।
যেই সব অপরাধ গুরু-অবজ্ঞায় ॥

বহুযোনি ভ্রমি',　　　মানব-শরীর, (১)
　　দুর্ল্লভ, শুভদ অতি।
তথাপি অনিত্য,　　　পাইলেক যেই,
　　যাবৎ জীবনে স্থিতি ॥
পরম মঙ্গল,　　　লভিবার তরে,

---

(১) চৌরাশীলক্ষ যোনি ভ্রমিতে ভ্রমিতে অজ্ঞাত সুকৃতিবলে জীবের মানব-শরীর লাভ হয়। মানবশরীর দুর্লভ, যেহেতু মানব-শরীরে যে পরমার্থ সাধন হয়, তাহা অন্য শরীরে হইতে পারে না। দেব-শরীরে কর্মফলমাত্র ভোগ হয়, কোন সাধুকর্ম কৃত হয় না। পশু-পক্ষী ইত্যাদি শরীরে জ্ঞানের অভাবে কোন স্বাধীন সৎকর্ম হয় না। মানবই কেবল ঈশ্বরের ভজনের উপযুক্ত।

যদি না যতন করে।
পুনরায় ভবে, অনিত্য শরীর,
লভিয়া আবার মরে॥
সুবোধ যে হয়, দুর্ল্লভ নৃদেহ,
লভিয়া ভব সংসারে।

সংসারী জীব অবশ্য সদ্‌গুরু আশ্রয় করিবে—

গুরু কর্ণধার, (২) সমাশ্রয় করি',
কৃষ্ণ-আনুকূল্যে তরে॥
শান্ত কৃষ্ণভক্ত, লক্ষণ যে গুরু,
সদৈন্য বচনে তাঁরে।
সন্তোষ করিয়া, কৃষ্ণদীক্ষা ল'য়,
যায় সংসারের পারে॥
সহজে জীবের, আছে কৃষ্ণে মতি,
বৃথা তর্কে তাহা যায়।

---

(২) এই ভবসমুদ্রে-পতিত-জীবের উদ্ধারের জন্য গুরুই একমাত্র কর্ণধার। যে-সকল ব্যক্তি গুরুচরণ-আশ্রয় না করিয়া কেবল নিজবুদ্ধিবলে ভবসমুদ্র পার হইতে চেষ্টা করে তাহারা বড়ই নির্বোধ। জগতে কোন বিষয়ই গুরু-উপদেশ ব্যতীত সিদ্ধ হয় না। তখন সকল বিষয়ের শ্রেষ্ঠ যে পরমার্থ লাভ, তাহা কৃতকর্মা গুরুর উপদেশ ব্যতীত কিরূপে সিদ্ধ হইবে? পরমার্থ-বিষয়ে যিনি কৃতকর্মা, তিনিই গুরু হইবার উপযুক্ত।

বিতর্ক ছাড়িয়া, সুমতি আশ্রয়ে,
গুরু হৈতে মন্ত্র পায় ॥
গৃহী-জীবগণ, বর্ণাশ্রমে থাকি,
সদ্‌গুরু আশ্রয় করে।

ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণে সৎপাত্র থাকিলে তিনি গুরু হইবার যোগ্য—

ব্রাহ্মণ আচার্য, সর্ববর্ণে হয়,
যদি কৃষ্ণভক্তি ধরে ॥
ব্রাহ্মণ-কুলেতে, সুপাত্র অভাবে,
অন্য কুলে দীক্ষা পায়।
উচ্চবর্ণ গুরু, গৃহীর উচিত,
গুরু-শিষ্য পরীক্ষায় ॥

বর্ণবিচার অপেক্ষা সুপাত্রের বিচার অধিক শ্রেয়—

কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, প্রকৃত যে হয়,
সে হইতে পারে গুরু।
কিবা বিপ্র, শূদ্র, কি গৃহী, সন্ন্যাসী,
গুরু হন কল্পতরু ॥
বর্ণের মর্য্যাদা, পাত্রের বিচারে,
পরমার্থে লঘু অতি।
সুপাত্র মিলন, প্রয়োজন সদা,
যদি চাই শুদ্ধা রতি ॥

সুপাত্রের প্রাপ্তি, মূল-প্রয়োজন,
পবিত্র সুবর্ণ হেন।
তাহে উচ্চবর্ণ, লভিলে সংযোগ,
সোহাগা সুবর্ণে যেন ॥ (৩)

গৃহত্যাগী অগৃহি-গুর্বাশ্রয় করিতে পারেন—

যে কোন কারণে, সেই গৃহি-ধর্ম,
ছাড়ি' অন্যাশ্রম লয়।
তাহে পরমার্থ, না পাইয়া শেষে,
সাধু-গুরু অন্বেষয় ॥
তাহার পক্ষেতে, অগৃহী আচার্য,
প্রশস্ত সকল মতে।
তার দীক্ষা শিক্ষা, পাইয়া সে জন,
ভাসে নামরসামৃতে ॥ (৪)

গৃহিভক্ত গৃহত্যাগ করিলেও পূর্ব গুরুত্যাগ করিতে হয় না—

গৃহী ভক্তজনে; বিরাগ লভিলে,

---

(৩) সুপাত্রকে গুরুরূপে বরণ করিতে হইবে। উচ্চবর্ণ গুরু সমাজে সুখকর। সুতরাং উচ্চবর্ণে সুপাত্র পাইলে নীচবর্ণে গুরু অন্বেষণ করা গৃহীর কর্তব্য নয়। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, উচ্চবর্ণ বা কুলগুরু সম্মানের জন্য অপাত্রকে যেন গুরু বলিয়া বরণ করা না হয়।

(৪) গৃহত্যাগ করিয়া সদ্গুরু অন্বেষণ আবশ্যক হইলে গৃহত্যাগী কৃতকর্মা পুরুষকেই গুরু বলিয়া বরণ করা উচিত।

ছাড়য়ে সংসার-বিধি।
তবু পূর্বগুরু, চরণ-আশ্রয়,
করিবে জীবনাবধি ॥
গৃহিজনমধ্যে, গৃহিগুরু 'শস্ত,
যদি শুদ্ধভক্ত হন।
নতুবা অগৃহী, সুযোগ্য হইলে,
গুরুযোগ্য সর্বক্ষণ ॥ (৫)
সদ্‌গুরু পাইয়া, ভক্তিতে ভজিতে,
ভাবের উদয় যবে।
সংসার-বিরক্তি, সংসার ছাড়িয়া,
বৈরাগী হইবে তবে ॥

যিনি বৈরাগ্য-আশ্রম লইবেন, তিনি বৈরাগি-গুরু করিবেন—

বৈরাগ্য আশ্রম, গ্রহণেতে ত্যাগী-
পুরুষ হইবে গুরু। (৬)
তাঁহার চরণে, শিখিবে বিরাগ,
গুরু শিক্ষা-কল্পতরু ॥

---

(৫) গৃহী যদি গৃহস্থ সদ্‌গুরু পান গ্রহণ করিতে পারেন নতুবা অগৃহী সদ্‌গুরু বরণ করিবেন।

(৬) গৃহী যখন বৈরাগ্য-আশ্রম গ্রহণ করিবেন তখন কোন সুযোগ্য বৈরাগি-গুরুর নিকট ভিক্ষ্বাশ্রমের বেষাদি গ্রহণ করিতে বাধ্য।

দীক্ষা ও শিক্ষা গুরু উভয়কেই সমান সম্মান করা আবশ্যক—

দীক্ষা-শিক্ষা ভেদে, গুরু দু'প্রকার,
উভয়ে সমান মান।
অর্পিবে সুজন, পরমার্থ ধন,
অনায়াসে যদি চান॥
কৃষ্ণনাম-মন্ত্র, দেন দীক্ষা গুরু, (৭)
শিক্ষা-গুরু তত্ত্বদাতা।
বৈষ্ণব সকল, শিক্ষা-গুরু হন,
সর্ব-শুভজনয়িতা॥

সম্প্রদায়ের আদিগুরুর শিক্ষা অবলম্বন করিয়া আচরণ করিবে—

সাধু-সম্প্রদায়ে, (৮) আচার্য সকল,
শিক্ষাগুরু প্রতিষ্ঠিত।

---

(৭) গুরু দুই শ্রেণী। যিনি মন্ত্রদীক্ষা মাত্র দেন, তিনি দীক্ষা-গুরু। যিনি সম্বন্ধ-তত্ত্বাদি শিক্ষা দেন, তিনি শিক্ষা-গুরু। দীক্ষা-গুরু একজন করিতে হয়।

(৮) বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ই সাধুসম্প্রদায়। সাধুপরম্পরা মন্ত্র, তত্ত্ব সাধ্য-সাধনশিক্ষা দিয়া আসিতেছেন, মায়াবাদ আদি-অসৎ-সম্প্রদায় হইতে রক্ষা পাইতে হইলে সাধু-সম্প্রদায় হইতে গুরু-বরণ করা উচিত। সাধু-সম্প্রদায়ের আদি-আচার্যনির্দিষ্ট-শিক্ষাকে বিশেষ সম্মান করিবে। শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্বমুনি, শ্রীনিম্বাদিত্য ও শ্রীবিষ্ণুস্বামী, ইঁহারা নিজ নিজ সাধুসম্প্রদায়ের আদি আচার্য।

আচার্য্য যিনি, গুরু-শিরোমণি,
পূজি তাঁ'রে যথোচিত ॥
তাঁ'র সুসিদ্ধান্ত, অনুগত হ'য়ে,
না মানিব অন্য শিক্ষা ।
তাঁহার আদেশ, পালিব যতনে,
না লইব অন্য দীক্ষা ।

সম্প্রদায়গুরু বরণ করা কর্ত্তব্য—

সম্প্রদায় গুরুগণে শিক্ষা-গুরু জানি ।
অন্যমত-পণ্ডিতের শিক্ষা নাহি মানি ॥
সেই মতে সুশিক্ষিত সাধু সুচরিত ।
দীক্ষা-গুরু-যোগ্য সদা জানে সুপণ্ডিত ॥

মায়াবাদীর নিকট কৃষ্ণমন্ত্র লইলে পরমার্থ হয় না—

মায়াবাদিমতে থাকে কৃষ্ণমন্ত্র লয় ।
তার পরমার্থ লাভ কভু নাহি হয় ॥

শুদ্ধভক্ত ব্যতীত অন্যকে গুরু করিবে না—

যে অন্যায় শিখে, যেই শিক্ষা দেয় আর ।
উভয়ে নরকে যায়, না পায় উদ্ধার ॥
শুদ্ধভক্তি ছাড়ি' যিনি শিখিলেন বাদ ।
তাঁহার জীবন মাত্র বাদ-বিসংবাদ ॥
সে কেমনে গুরু হবে, উদ্ধারিবে জীবে ।

আপনি অসিদ্ধ অন্যে কিবা শুভ দিবে ॥
অতএব শুদ্ধভক্ত যে সে কেনে নয় ।
উপযুক্ত গুরু হয়, সর্বশাস্ত্রে কয় ॥

গুরুতত্ত্ব—

দীক্ষাগুরু শিক্ষাগুরু দু'হে কৃষ্ণদাস ।
দু'হে ব্রজজন, কৃষ্ণশক্তির প্রকাশ ॥
গুরুকে সামান্য জীব না জানিবে কভু ।
গুরু—কৃষ্ণশক্তি, কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ, নিত্যপ্রভু ॥ (৯)
এই বুদ্ধি-সহ সদা গুরুভক্তি করে ।
সেই গুরুভক্তিবলে সংসারেতে তরে ॥

গুরুপূজা—

অগ্রে গুরুপূজা, পরে শ্রীকৃষ্ণপূজন ।
গুরুদেবে শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ-সমর্পণ ॥ (১০)
গুরু-আজ্ঞা ল'য়ে কৃষ্ণ পূজিবে যতনে ।

---

(৯) শ্রীগুরুতে সামান্য জীববুদ্ধি করিবে না। কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি পুষ্ট কৃষ্ণপরিকর বলিয়া গুরুকে ভক্তি করিবে। গুরুকে কৃষ্ণ বলিয়া মনে করা মায়াবাদীর মত, শুদ্ধ বৈষ্ণবের মত নয়। সাধু-ভক্তগণ এ-বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইবেন। মায়াবাদ সূচাক্ষরে সাধনমধ্যে প্রবেশ করিলে সমস্ত সাধন দূষিত করিবে।

(১০) শ্রীগুরুকে আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, স্নানীয়, বস্ত্র, আভরণ দিয়া পূজা করতঃ তদনুমতি লইয়া যুগল পূজা করিবে। পরে অগ্রে গুরুকে প্রসাদ, পানীয় ইত্যাদি দিয়া অন্য বৈষ্ণব ও দেবাদিকে অর্পণ করিবে। পিতৃ—লোককেও প্রসাদ অর্পণ করিবে।

শ্রীগুরু স্মরিয়া কৃষ্ণ বলিবে বদনে ॥

গুরুতে কিরূপ শ্রদ্ধা করা উচিত—

গুরুতে অবজ্ঞা যা'র তা'র অপরাধ।
সেই অপরাধে তা'র হয় ভক্তিবাধ ॥
গুরু-কৃষ্ণ বৈষ্ণবেতে সমভক্তি করি'।
নামাশ্রয়ে শুদ্ধভক্ত শীঘ্র যায় তরি' ॥
গুরুতে অচলা শ্রদ্ধা করে যেই জন।
শুদ্ধনামবলে সেই পায় প্রেমধন ॥

কোন্ স্থানে গুরু ত্যাগ করিতে হইবে—

তবে যদি এরূপ ঘটনা কভু হয়।
অসৎসঙ্গে গুরুর যোগ্যতা হয় ক্ষয় ॥
প্রথমে ছিলেন তিনি সদ্‌গুরু প্রধান।
পরে নাম-অপরাধে হৈঞা হতজ্ঞান ॥
বৈষ্ণবে বিদ্বেষ করি' ছাড়ি নামরস।
ক্রমে ক্রমে হন অর্থ-কামিনীর বশ ॥
সেই গুরু ছাড়ি' শিষ্য শ্রীকৃষ্ণকৃপায়।
সদ্‌গুরু লভিয়া পুনঃ শুদ্ধনাম গায় ॥

গুরু-শিষ্য সম্বন্ধের পূর্ব্বেই পরস্পরের পরীক্ষা—

অযোগ্যশিষ্যেরে গুরু করিবেন দণ্ড।
ভজিয়া অযোগ্যগুরু শিষ্য হয় পণ্ড ॥

দুঁহের যোগ্যতা যতদিন স্থির রয়।
পরস্পর সম্বন্ধ কখনও ত্যাজ্য নয়॥ (১১)

শুদ্ধগুরু পরীক্ষা করিয়া বরণ করিবে—

সদ্‌গুরুর প্রতি যেই অবজ্ঞা আচরে।
সে পাপিষ্ঠ অপরাধী সর্বত্র সংসারে॥
অতএব প্রথমে বিশেষ যত্ন করি'।
শুদ্ধভক্তে লইবেন গুরুরূপে বরি'॥ (১২)
গুরুত্যাগ-ক্লেশ যেন কভু নাহি ঘটে।

---

(১১) গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ নিত্য। পরস্পর যোগ্যতা যতদিন থাকিবে, ততদিন সে-সম্বন্ধ ভঙ্গ হইবে না। গুরু দুষ্ট হইলে শিষ্য অগত্যা সম্বন্ধ ত্যাগ করিবে, শিষ্য দুষ্ট হইলে গুরুও সে সম্বন্ধ ত্যাগ করিবেন। না করিলে উভয়ের পতন সম্ভব। এরূপ সম্বন্ধত্যাগের প্রমাণাদি প্রমাণমালায় দেখুন।

(১২) গুরুবরণের পূর্বেই গুরুশিষ্যের পরীক্ষা শাস্ত্রে নির্দেশ করিয়াছেন। এই স্থলে কুলগুরুর অপেক্ষা নাই। কুলগুরু যোগ্যপাত্র হইলে ত' কথাই নাই। অযোগ্য হইলে সাধুগুরু অন্বেষণপূর্বক গুরু-বরণ করিবে। যদি সকল বস্তু সংগ্রহ-কালে পরিক্ষা ও অনুসন্ধানের আবশ্যক হয়, তবে জীবনের পরমবন্ধু গুরুলাভকালে যিনি পরীক্ষা ও অনুসন্ধানের যত্ন না করেন, তিনি নিতান্ত দুর্ভাগ্য। অযোগ্য কুলগুরুকে তাঁহার প্রার্থনীয় অর্থ ও সম্মান দিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করতঃ সদ্‌গুরু অন্বেষণ করা আবশ্যক।

এরূপ চিন্তিলে কভু না পড়ে সঙ্কটে ॥
গুরু যথা ভক্তিহীন শিষ্য তা'র প্রায়।
অতএব শুদ্ধ-গুরু ল'বে পরীক্ষায় ॥
সদ্‌গুরু-অবজ্ঞা—অপরাধ ভয়ঙ্কর।
এই অপরাধে নষ্ট হয় দেব-নর ॥

গুরুসেবার প্রক্রিয়া—

গুরু-শয্যাসন, আর পাদুকাদি, যান।
পাদপীঠ, স্নানোদক, ছায়ার লঙ্ঘন ॥
গুরুর অগ্রেতে অন্য পূজাদ্বৈত-জ্ঞান।
দীক্ষা, ব্যাখ্যা, প্রভুত্বাদি করিবে বর্জন ॥
যথা যথা গুরুর পাইবে দরশন।
দণ্ডবৎ পড়ি' ভূমে করিবে বন্দন ॥
গুরুনাম ভক্তিতে করিবে উচ্চারণ।
গুরু-আজ্ঞা হেলা না করিবে কদাচন ॥
গুরুর প্রসাদ সেবা অবশ্য করিবে।
গুরুর অপ্রিয় বাক্য কভু না কহিবে ॥
গুরুর চরণে দৈন্যে লইবে শরণ।
করিবে গুরুর সদা প্রিয়-আচরণ ॥
এরূপ আচারে কৃষ্ণনামসংকীর্তনে।
সর্বসিদ্ধি হয় প্রভো, বলে শ্রুতিগণে ॥

নামগুরু প্রতি যদি অবজ্ঞা ঘটয়ে। (১৩)
দুষ্টসঙ্গে দুষ্টশাস্ত্র-মত-সমাশ্রয়ে ॥
তবে সেই সঙ্গ, সেই শাস্ত্র দূর করি'।
বিলাপ করিবে সেই গুরুপদে ধরি' ॥
কৃপা করি' গুরুদেব হইবে সদয়।
নামে প্রেম দিবে সে বৈষ্ণব দয়াময় ॥
হরিদাস পদরেণু ভরসা যাহার।
নামচিন্তামণি গায় তৃণাধিক ছার ॥

ইতি শ্রীহরিনামচিন্তামণৌ গুর্ববজ্ঞা-বিচারো
নাম ষষ্ঠপরিচ্ছেদঃ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

শ্রুতিশাস্ত্র নিন্দা

শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনম্।

জয় জয় গদাই গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ।
জয় সীতাপতি জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥

---

(১৩) নাম গুরু—যিনি নামতত্ত্ব শিক্ষা দেন এবং নামের সর্বোত্তমতা স্থাপনপূর্ব্বক নাম বা নামাত্মক মন্ত্র প্রদান করেন, তিনিই নাম-গুরু। দীক্ষাগুরুই নাম গুরু। মন্ত্রই নাম। মন্ত্র হইতে নামকে পৃথক্ করিলে মন্ত্রত্ব থাকে না। পক্ষান্তরে কেবল মাত্র নাম উচ্চারণে মন্ত্র উচ্চারণ হয়।

হরিদাস বলে প্রভু চতুর্থাপরাধ।
শ্রুতিশাস্ত্র-বিনিন্দন ভক্তিরস-বাধ॥

আম্নায়ই একমাত্র প্রমাণ—

শ্রুতিশাস্ত্র—বেদ-উপনিষৎ-পুরাণ।
কৃষ্ণনিশ্বসিত হয় সর্বত্র প্রমাণ॥
বিশেষতঃ অপ্রাকৃততত্ত্বে জ্ঞান যত।
সকলি আম্নায়সিদ্ধ তাহে হই রত॥
জড়াতীত বস্তু ইন্দ্রিয়ের অগোচর।
কৃষ্ণকৃপা বিনা তাহা না হয় গোচর॥ (১)
করণাপাটব, ভ্রম, বিপ্রলিপ্সা আর।
প্রমাদ, সর্বত্র নরজ্ঞানে এই চার॥
সেই সব দোষশূন্য বেদচতুষ্টয়।
বেদ বিনা পরমার্থে গতি নাহি হয়॥
মায়াবদ্ধজীবে কৃষ্ণ বহু কৃপা করি'।
বেদপুরাণাদি দিল আর্যজ্ঞানে ধরি'॥ (২)

---

(১) জড়ীয়-বস্তুই কেবল ইন্দ্রিয়-গোচর। জড়াতীত বস্তুতে ইন্দ্রিয়গণের গতিশক্তি নাই। চিদ্বস্তু কৃষ্ণতত্ত্ব জড়াতীত। সুতরাং কৃষ্ণ কৃপাপূর্বক যে আম্নায় জ্ঞান দিয়াছেন, তাহাতেই জীবের মঙ্গল হয়। আম্নায় শব্দে সৎসম্প্রদায় প্রাপ্ত বেদবাক্য।

(২) আর্য-জ্ঞান—ঋষিগণ সমাধিক্রমে যে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, তাহাই আর্যজ্ঞান।

আম্নায় হইতে দশমূল শিক্ষা, প্রমেয় নয়টী—

সেই শ্রুতিশাস্ত্রে জানি—কর্মজ্ঞান ছার।
নির্মলভক্তিতেই মাত্র পাই সর্বসার॥
মায়ামূঢ়জীবে কর্মজ্ঞানে শুদ্ধ করি'।
শুদ্ধভক্তি অধিকার শিখাইলে হরি॥ ৩॥
প্রমাণ সে বেদবাক্য নয়টী প্রমেয়।
শিখায় সম্বন্ধ, প্রয়োজন, অভিধেয়॥
এই দশমূল-সার অবিদ্যা বিনাশ। (৪)
করিয়া জীবের করে সুবিদ্যা প্রকাশ॥

হরি—(১) এক পরতত্ত্ব, (২) সর্বশক্তিমান্, (৩) তিনি রসমূর্তি

প্রথমে শিখায়—পরতত্ত্ব এক হরি।
শ্যাম সর্বশক্তিমান্, রসমূর্তিধারী॥

---

(৩) সেই শ্রুতিসিদ্ধজ্ঞানে কর্ম্ম ও জ্ঞানকে তুচ্ছফলদাতা বলিয়া নির্মলভক্তিতে সারতত্ত্বপ্রাপ্তির বিধান শিক্ষা দিয়াছেন।

(৪) দশমূল এই—প্রমাণ এক অর্থাৎ আম্নায় বাক্য ; প্রমেয় নয়:— ১। হরিই পরতত্ত্ব ; ২। তিনি শ্যামসুন্দর, সর্বশক্তিমান্ ; ৩। শ্যামসুন্দর পরম রসময় ; সংব্যোম পরব্যোম তাঁহার ধাম ; ৪। জীব অনন্ত চিৎপরমাণু, কৃষ্ণের বিভিন্নাংশ। নিত্য-বদ্ধ ও নিত্য-মুক্তভেদে জীব দুই প্রকার ; ৫। কৃষ্ণবহির্মুখ জীবগণ মায়াবদ্ধ ; ৬। শুদ্ধভক্তগণ মায়ামুক্ত ; ৭। জীব ও জড়ময় সমস্ত জগৎ অচিন্ত্যশক্তিপ্রসূত নিত্য-ভেদাভেদ-প্রকাশ ; ৮। নববিধা কৃষ্ণভক্তিই অভিধেয় তত্ত্ব ; ৯। কৃষ্ণপ্রেমই প্রয়োজন-তত্ত্ব।

জীবের পরমানন্দ করেন বিধান।
সংব্যোমধামেতে তাঁর নিত্য অধিষ্ঠান॥
এ-তিন প্রমেয় হয় শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে।
বেদশাস্ত্র শিক্ষা দেন জীবের হৃদয়ে॥

৪। জীবতত্ত্ব—

দ্বিতীয়ে শিখায় বিভিন্নাংশ জীবতত্ত্ব।
অনন্ত-সংখ্যক চিৎপরমাণুসত্ত্ব॥

৫—৬। নিত্যবদ্ধ নিত্যমুক্তভেদে জীব দুই প্রকার—

নিত্যবদ্ধ নিত্যমুক্ত ভেদে জীব দ্বিপ্রকার।
সংব্যোম, ব্রহ্মাণ্ড ভরি' সংস্থিতি তাহার॥

বদ্ধজীব—

বদ্ধজীব মায়া ভজি' কৃষ্ণবহির্মুখ।
অনন্তব্রহ্মাণ্ডে ভোগ করে দুঃখসুখ॥

মুক্তজীব—

নিত্যমুক্ত কৃষ্ণ ভজি' কৃষ্ণপারিষদ।
পরব্যোমে ভোগ করে প্রেমের সম্পদ॥
তিনটি প্রমেয় এই জীবের বিষয়ে।
শ্রুতিশাস্ত্র শিক্ষা দেন কৃষ্ণদাসী হয়ে॥

৭। অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধ—

চিদ্ব্যাপার আর যত জড়ের ব্যাপার।
সকলি অচিন্ত্য-ভেদাভেদের প্রকার॥

জীব, জড়—সর্ববস্তু কৃষ্ণশক্তিময় ।
অবিচিন্ত্য-ভেদাভেদ শ্রুতিশাস্ত্রে কয় ॥
এই জ্ঞানে জীব জানে—"আমি কৃষ্ণদাস ।
কৃষ্ণ মোর নিত্যপ্রভু চিৎসূর্য্য-প্রকাশ" ॥
শক্তিপরিণামমাত্র বেদশাস্ত্রে বলে ।
বিবর্তাদি-দুষ্টমতে বেদ নিন্দে ছলে ॥ (৫)

সাতটী প্রমেয় সম্বন্ধজ্ঞান—

এই ত' সম্বন্ধজ্ঞান সাতটী প্রমেয় ।
শ্রুতিশাস্ত্র শিক্ষা দেন অতি উপাদেয় ॥
বেদ পুনঃ শিক্ষা দেন অভিধেয়সার ।
নববিধ কৃষ্ণভক্তি বিধি, রাগ আর ॥

৮। অভিধেয়—নববিধভক্তি—

শ্রবণ, কীর্তন, স্মৃতি, পূজন, বন্দন ।
পরিচর্যা, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন ॥
ভক্তির প্রকারমধ্যে নাম সর্বসার ।
শ্রবণমাহাত্ম্য বেদ করেন প্রচার ॥

---

(৫) ব্রহ্মের অচিন্ত্য শক্তিপরিণামই বেদের শিক্ষা। ব্রহ্মের স্বরূপ পরিণাম বা বিবর্ত নিতান্ত বেদবিরুদ্ধ মত।

৯। প্রয়োজন—কৃষ্ণপ্রেম—

শুদ্ধভক্তি-সমাশ্রয় করিয়া মানব।
কৃষ্ণকৃপাবলে পায় প্রেমেয় বৈভব ॥ (৬)

এই শ্রুতিশিক্ষা নিন্দা অপরাধ—

এ-নব প্রমেয় শ্রুতি করেন প্রমাণ।
শ্রুতিতত্ত্বাভিজ্ঞ গুরু বলেন সন্ধান ॥
এ-হেন শ্রুতিরে যেই করে বিনিন্দন।
নাম-অপরাধী সেই নরাধম জন ॥

বেদবিরুদ্ধ বাদসমূহ—

জৈমিনী, কপিল, নগ্ন, নাস্তিক, সুগত।
গৌতম—এ-ছয়জন হেতুবাদে হত ॥
বেদ মানে মুখে, তবু ঈশ নাহি মানে।
কর্মকাণ্ড শ্রেষ্ঠ বলি' জৈমিনী বাখানে ॥
ঈশ্বর অসিদ্ধ, কপিলের কল্পনায়।
তবু যোগ মানে অর্থ বুঝা নাহি যায় ॥

---

(৬) শুদ্ধ ভক্তি—যে চিত্তবৃত্তি নিরন্তর আনুকূল্যের সহিত কৃষ্ণানুশীলন করে, অথচ তাহাতে ভক্তির উন্নতি ব্যতীত অন্য বাঞ্ছা না থাকে, এবং যাহা জ্ঞানকর্মযোগাদি দ্বারা আবৃত না হয়, সেই চিত্তবৃত্তিই শুদ্ধভক্তি। কর্মমিশ্রা বা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিকে শুদ্ধভক্তি বলা যায় না। শুদ্ধভক্তিতে নামাশ্রয় করাই সর্ববেদসম্মত শিক্ষা।

নগ্ন সে তামসতন্ত্র করয়ে বিস্তার।
বেদের বিরুদ্ধধর্ম করয়ে প্রচার ॥
নাস্তিক চার্বাক্, কভু বেদ নাহি মানে।
সুগত, বৌদ্ধেরা এক প্রকার বাখানে ॥
গৌতম ন্যায়ের কর্ত্তা ঈশ্বর না ভজে।
তার হেতুবাদমতে নরমাত্র মজে ॥

এই সব মতবাদ দ্বারা শ্রুতিনিন্দা হয়—

এই সব দুষ্টমতে শ্রুতির নিন্দন।
কভু স্পষ্ট, কভু গুপ্ত, বুঝে বিজ্ঞজন ॥
এই সব মতে থাকি' অপরাধী হয়।
অতএব এই সবে ত্যজিবে নিশ্চয় ॥

মায়াবাদীর অতি দুষ্ট মত—বেদ বিরুদ্ধ—

এ-সব কুমত ছাড়ি' আর মায়াবাদ।
শুদ্ধভক্তি অনুভবি' হয় নির্ব্বিবাদ ॥
মায়াবাদ অসৎশাস্ত্র গুপ্ত-বৌদ্ধমত।
বেদার্থবিকৃতি কলিকালেতে সম্মত ॥
উমাপতি ব্রাহ্মণরূপেতে প্রকাশিল।
তোমার আজ্ঞায় তেঁহ আচার্য হইল ॥
জৈমিনী যেরূপ মুখে বেদমাত্র মানে।
শ্রুতির বিকৃত অর্থ জগতে বাখানে ॥

মায়াবাদী গুরু সেইরূপ বৌদ্ধধর্ম।
বেদবাক্যে স্থাপি' আচ্ছাদিল ভক্তিমর্ম ॥ (৭)
এই সব মতবাদে ভক্তি দূরে যায়।
শ্রীকৃষ্ণনামেতে জীব অপরাধ পায় ॥ (৮)

শ্রুতিবিচারের প্রক্রিয়া—

শ্রুতির অভিধা-বৃত্তি করি' সংযোজন।
শুদ্ধভক্তি লভি' জীব পায় প্রেমধন ॥ (৯)
শ্রুতিতে লক্ষণা করে অযথা প্রকারে।
নিত্য-সত্য দূরে যায়, অপরাধে মরে ॥
সর্ববেদসম্মত প্রণব কৃষ্ণনাম।

---

(৭) অষ্টাবক্র, দত্তাত্রেয়, গোবিন্দ, গৌড়পাদ, শঙ্কর এবং শঙ্করানুগত অন্যমীমাংসকগণই মায়াবাদগুরু। জীবের নির্বাণলয় বৌদ্ধধর্মের প্রধান মত। বৌদ্ধ যদিও ব্রহ্ম মানেন না, তথাপি তাঁহার শূন্যবাদাদিতে যে চরমতত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা মায়াবাদীর নির্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্মের সহিত সর্ববিষয়ে এক। এই মতটী নিত্য-ভক্তিতত্ত্বের নিতান্ত বিরুদ্ধ।

(৮) এই সব মত স্বীকার করেন, অথচ কৃষ্ণনাম করেন, তাহাতে কোন কোন মায়াবাদী নামাপরাধে হত হন।

(৯) যেখানে অভিধালক্ষণ চলিতে পারে, সেখানে লক্ষণা করা অনুচিত। এই কথা স্থির রাখিয়া বেদবাক্যের অভিধাবৃত্তি অবলম্বন করিলে বিশুদ্ধ ভক্তিতত্ত্বের শিক্ষা পাওয়া যায়। অভিধা ও লক্ষণার অর্থ প্রমাণমালায় দৃষ্টি করুন্।

সেই নামে জীব সব পায় নিত্যধাম ॥
প্রণব সে মহাবাক্য হয় কৃষ্ণনাম ।
তাহাতেই শ্রীভক্তের সতত বিশ্রাম ॥
বেদ বলে, নাম চিৎস্বরূপ জগতে ।
নামের আভাসে সিদ্ধি হয় সর্বমতে ॥

বেদ কেবল শুদ্ধনামভজন শিক্ষা দেন—

এই সব বেদশিক্ষা অভাগা না মানে ।
নামে অপরাধ করে, বেদের নিন্দনে ।
শুদ্ধনামপরায়ণ যেই মহাজন ।
বেদাশ্রয়ে পায় নাম-রস প্রেমধন ॥
সর্ববেদ বলে, গাও হরিনামসার ।
পাইবে পরমা প্রীতি আনন্দ অপার' ॥
বেদ পুনঃ বলে, যত মুক্ত মহাজন ।
পরব্যোমে সদা করে নামসংকীর্তন ॥

তামসতন্ত্র শিক্ষা বেদবিরুদ্ধ—

কলিযুগে বহুজন মায়াশক্তি ভজে ।
চিদাত্মা-পুরুষ কৃষ্ণনামরস ত্যজে ॥
তামসিক তন্ত্র ধরি' শ্রুতিনিন্দা করে ।
মদ্যমাংসে প্রীতি করি' অধর্মেতে মরে ॥
সে-সব নিন্দুক নাহি পায় কৃষ্ণনাম ।

কভু নাহি পায় কৃষ্ণের বৃন্দাবনধাম ॥

মায়াদেবীর নিষ্কপট-কৃপাই প্রয়োজন—

মায়াদেবী সে-সব পাষণ্ডে অধোগতি ।
দিয়া নামামৃতে আর নাহি দেন মতি ॥
তবে যদি সাধুসেবায় তুষ্ট হন মায়া ।
অকপটে দেন তবে কৃষ্ণপদছায়া ॥
মায়া—কৃষ্ণদাসী বহির্মুখ-জীবে দণ্ডে ।
মায়া পূজিলেও শুভ নাহি পায় ভণ্ডে ॥
কৃষ্ণনাম করে যেই, মায়াদেবী তা'রে ।
নিষ্কপটে কৃপা করি' লয় ভবপারে ॥ (১০)
এতএব শ্রুতিনিন্দা-অপরাধ ত্যজি' ।

---

(১০) জগতে মায়াদেবী 'দুর্গা,' 'কালী' প্রভৃতি নামে পূজিতা হ'ন। চিচ্ছক্তি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপগতশক্তি। মায়া তাঁহার ছায়া। কৃষ্ণবহির্মুখ জীবগণকে শোধন করিয়া ক্রমশঃ কৃষ্ণোন্মুখ করাই মায়ার উদ্দেশ্য। মায়ার দুই প্রকার কৃপা অর্থাৎ নিষ্কপটকৃপা ও সকপটকৃপা। যেই স্থলে নিষ্কপট কৃপা করেন, সেখানে স্বীয় বিদ্যা-বৃত্তিতে কৃষ্ণভক্তি দান করেন। যেস্থলে সকপট কৃপা, সেখানে জড়ীয় অনিত্য-সুখ দিয়া জীবগণকে চালিত করেন। যেস্থলে নিতান্ত অননুগ্রহ, সেস্থলে ব্রহ্মনির্বাণে জীবকে নিক্ষেপ করেন। তাহাই জীবের সর্বনাশ।

অহরহঃ নামসংকীর্তনরসে মজি ॥

প্রমাদে যদ্যপি হয় সে-শ্রুতিনিন্দন।
অনুতাপে করি পুনঃ সে-শ্রুতি বন্দন ॥
কুসুম-তুলসী দিয়া সেই শ্রুতিগণে।
ভাগবতসহ সদা পূজিব যতনে ॥
ভাগবত শ্রুতিসার কৃষ্ণ-অবতার।
অবশ্য করিবে মোরে করুণা অপার ॥ (১১)
হরিদাস-পদরজঃ ভরসা যাহার।
নামচিন্তামণি-হার গলায় তাহার ॥

ইতি শ্রীহরিনামচিন্তামণৌ শ্রুতিনিন্দা-অপরাধবিচারো নাম সপ্তম পরিচ্ছেদঃ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নামে অর্থবাদ অপরাধ

তথার্থবাদো হরিনাম্নি কল্পনম্।

জয় গৌর-গদাধর, শ্রীরাধামাধব।
জয় গৌরলীলাস্থলী-জাহ্নবী-বৈষ্ণব ॥

---

(১১) শ্রীমদ্ভাগবত সর্ববেদসার। যে ব্যক্তিদের শুভদিন উদয় হইতে বিলম্ব থাকে, তাহারা শ্রীভাগবতের প্রতি নানা কটুবাক্য প্রয়োগ করে। ইহাই স্বাভাবিক ধর্ম।

হরিনামে অর্থবাদকল্পনা চিন্তন।
পঞ্চমাপরাধ প্রভো শ্রীশচীনন্দন ॥ (১)

নামমহিমা—

স্মৃতি কহে, হেলায় শ্রদ্ধায় নাম লয়।
কৃষ্ণ তা'রে কৃপা করি' হয়েন সদয় ॥
নামের সদৃশ জ্ঞান নাহিক নির্মল।
নামের সদৃশ ব্রত নাহিক প্রবল ॥
নামের সদৃশ ধ্যান নাহি এ-জগতে।
নামের সদৃশ ফল নাহি কোনমতে ॥
নামের সদৃশ ত্যাগ কোনরূপে নয়।
নামের সদৃশ সম কভু নাহি হয় ॥
নামের সদৃশ পুণ্য নাহি এ সংসারে।
নামের সদৃশ গতি না দেখি বিচারে ॥
নামই পরম-মুক্তি নাম উচ্চগতি।
নামই পরম-শান্তি নাম উচ্চস্থিতি ॥

---

(১) হরিনাম সম্বন্ধে অর্থবাদ করা সর্বশাস্ত্রবিরুদ্ধ। "হরিনামের যে মহিমা লিখিত হইয়াছে, তাহা বাস্তবিক নয়, কেবল নামে রুচি উৎপত্তি করিবার জন্য অতিবাদ মাত্র"—এরূপ বলাকে অর্থবাদ বলে। কর্মকাণ্ডে ও জ্ঞানকাণ্ডে যে সকল মহিমা উল্লিখিত আছে, সে সকল বস্তুতঃ রুচি উৎপাদক ফল মাত্র; কিন্তু নামসম্বন্ধে সেরূপ নয়। নামসম্বন্ধে অর্থবাদ করিলে অপরাধ হয়।

নামই পরমভক্তি নাম শুদ্ধামতি।
নামই পরমপ্রীতি নাম পরাস্মৃতি॥
নামই কারণতত্ত্ব নাম সর্বপ্রভু।
পরম আরাধ্য নাম গুরুরূপে বিভু॥

কৃষ্ণনামের সর্ব্বোত্তমতা—

সহস্র বিষ্ণুনামের তুল্য হয় এক নাম রাম।
তিন রাম-নামতুল্য এক কৃষ্ণনাম॥

নামের অর্থবাদে নরকগমন অবশ্য ঘটে—

শ্রুতিগণ নামের মাহাত্ম্য সদা গায়।
নামকে চিত্তত্ত্ব বলি' জগতে জানায়॥
শ্রুতি-স্মৃতি-প্রদর্শিত নামের যে ফল।
তাহে অর্থবাদ করে পাষণ্ডপ্রবল॥
হরিনামে অর্থবাদ যে-অধম করে।
সে-পাপিষ্ঠ নরকেতে পচি' পচি' মরে॥
যে বলে—'নামের ফলশ্রুতি সত্য নয়।
নামে রুচি দিতে মাত্র তত ফল কয়'॥
শাস্ত্রের তাৎপর্য্য, আর জীবহিতাহিত।
সে-অধম নাহি জানে বুঝে বিপরীত॥ (২)

(২) যে ব্যক্তির ভক্তিসুকৃতি না থাকে, তাহার কখনই ভক্তিতত্ত্বে শ্রদ্ধা হয় না। নামই ভক্তি-প্রকারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অতএব সুকৃতি অভাবে নামে রুচি জন্মে না। নামের যে অপার ফলশ্রুতি তাহাতেও বিশ্বাস হয় না। শাস্ত্রের একাঙ্গে যাহাদের প্রসক্তি, তাহারা শাস্ত্রতাৎপর্য্য জানিতে পারে না।

নামের ফল সত্য।
তাহাতে অর্থবাদের প্রয়োজন নাই—

কর্মকাণ্ডে আছে ত' কৈতব (৩) স্বার্থজ্ঞান।
ভক্তিতত্ত্বে নামে তাহা নহে বিদ্যমান ॥
কর্মকাণ্ডে ফলশ্রুতি রোচনার্থ জানি।
ভক্তিতত্ত্বে ফলশ্রুতি নিত্যসত্য মানি ॥
নামতত্ত্বে শাঠ্য নাহি পায় কভু স্থান।
নিজের নাহিক স্বার্থ নাম করি' দান ॥

কর্মফলের অর্থবাদ অপরিত্যজ্য—

নাম-দান শ্রদ্ধাবানে যেই জন করে।
কৃষ্ণদাস্য করে সেই স্বার্থপরিহারে ॥
কর্ম করাইলে যাজকের অর্থলাভ।
অতএব তাহে কৈতবের ত' প্রভাব ॥
বেদস্মৃতি নামফল অনন্ত বাখানে।
স্বার্থবুদ্ধি (৪) শূন্য সে যে, তাহা নাহি মানে ॥
কর্ম সব শুভাশুভ জড়ের আশ্রয়ে।
জড়ময়ফল যাচে যজমানচয়ে ॥
কর্মফল দূরে ফেলি' যেবা করে কর্ম।
হৃদয় বিশুদ্ধ তার হয় এই মর্ম ॥

---

(৩) কৈতব—ধূর্ত্ততা।
(৪) স্বার্থবুদ্ধি—জীবের নিজ উন্নতি-চেষ্টাময়ী বুদ্ধি।

বিশুদ্ধহৃদয়ে আত্মরতি (৫) সুনির্মল।
উদয় হইয়া হয় ক্রমশঃ প্রবল ॥

নাম চিন্ময়। তাহাতে অর্থবাদ হইতে পারে না—

নাম সেই আত্মরতি নিজে উপস্থিত।
সাধনকালেতে সাধ্যবস্তুর বিহিত ॥
কর্মের চরম-ফল নামরস হয়।
সাধুরূপে অনুষ্ঠিত কর্মেতে নিশ্চয় ॥
অতএব চৌদ্দলোক ভ্রমিয়া ব্রাহ্মণ।
যেই ফল নাহি পান, নাম তাহা হন ॥
নামফল সর্বোপরি অবশ্য হইবে।
কর্মী, জ্ঞানী হিংসা করি' নামে কি করিবে ॥

নামাভাসে সর্বকর্ম ও ব্রহ্মজ্ঞানের ফল হইয়া থাকে—

সর্বকর্মফল নামাভাসে লব্ধ হয়।
সর্বজ্ঞানফল নামাভাসাতে মিলয় ॥
আভাসে মিলিল যদি এত উচ্চফল।
নাম-বস্তু ততোধিক প্রদানে প্রবল ॥ (৬)

---

(৫) আত্মরতি—আত্মতত্ত্বে রতি, সুতরাং অনাত্মতত্ত্বে বিরাগ।

(৬) নামাভাসে কর্ম ও জ্ঞানাপেক্ষা অধিক ফল। যখন নামাভাসে এত ফল হয়, তখন সাক্ষাৎ নাম উদয় হইলে তাহা অপেক্ষা অধিক ফল দিতে পারেন; তাহাতে সন্দেহ কি?

অতএব শাস্ত্রে যত নামফল গায়।
শুদ্ধনামাশ্রিত জন নিশ্চয় তা' পায়॥

নামফলে যাহার সন্দেহ তাহার মঙ্গল নাই—

ইহাতে সন্দেহ যা'র সে অধম-জন।
নাম অপরাধে তা'র অবশ্য পতন॥
বেদে, রামায়ণে, আর ভারতে, পুরাণে।
আদি অন্ত মধ্যে হরিনামের বাখানে॥
নামফল শ্রুতিবাক্য অনাদি নিশ্চল।
তাহে অর্থবাদকল্পনার কিবা ফল॥

কর্মজ্ঞানের শক্তি অপেক্ষা অনন্তগুণ শক্তি নামে আছে—

নামনামী এক, নামে দিয়া সর্বশক্তি।
সর্বোপরি করিয়াছ তব নামভক্তি॥
তুমি ত' স্বতন্ত্র তত্ত্ব সর্বশক্তিমান্।
তোমার ইচ্ছায় যত বিধির বিধান॥
কর্মকে ক'রেছ জড়, আর ব্রহ্মজ্ঞানে।
দিয়াছ নির্বাণশক্তি স্বতন্ত্র বিধানে॥
ইচ্ছাময় তুমি প্রভু, স্বীয় নামাক্ষরে।
অর্পিয়াছ সব শক্তি আর কে কি করে॥ (৭)

---

(৭) তুমি স্বতন্ত্র স্বেচ্ছাময় পুরুষ, তুমি স্বীয় নামে সর্বশক্তি অর্পণ করিয়াছ, তাহাতে অন্যের কি আপত্তি চলিতে পারে?

অতএব তব নাম সর্বশক্তিমান্ ।
নামে অর্থবাদ নাহি করিবে বিদ্বান্ ॥

তদপরাধের প্রতিকার—

নামে অর্থবাদ অপরাধ ঘটে যদি ।
দন্তে তৃণ ধরি' যাই বৈষ্ণবসংসদি ॥ (৮)
অপরাধ জানাইয়া বৈষ্ণবচরণে ।
ক্ষমা মাগি' কাকুতি করিয়া ঋজুমনে ॥
নামের মহিমা-জ্ঞাতা ভাগবতজন ।
ক্ষমা করি' কৃপা করি' দিবে আলিঙ্গন ॥
নামে অর্থবাদ আর কল্পন মনন ।
কভু নাহি হ'বে চিত্তে মায়া-বিড়ম্বন ॥ (৯)
অর্থবাদকারী সহ হৈলে সম্ভাষণ ।
সচেলে জাহ্নবী-জলে করিব মজ্জন ॥ (১০)

---

(৮) বৈষ্ণব সংসদি—বৈষ্ণবজন যেখানে সভা করিয়া কৃষ্ণকথা আলোচনা করেন, তথায় ।

(৯) নামের প্রতি অবিশ্বাস করিয়া অর্থবাদ করিবার যে চেষ্টা, সে কেবল মায়ার বিড়ম্বন মাত্র ।

(১০) নামে যে সকল লোক অর্থবাদ করেন, তাঁহাদের মুখ দর্শন করা উচিত নয় । যদি ঘটনাক্রমে সেরূপ লোকের সহিত সম্ভাষণ ঘটে, তবে তৎক্ষণাৎ সবস্ত্রে জাহ্নবী জলে স্নান করাই উচিত । যেখানে জাহ্নবী নাই সেখানে অন্য পবিত্রজলে সচেলে স্নান করিবে । তাহাও যদি না ঘটে তবে মানসস্নান করিয়া আত্মশুদ্ধির বিধান করিবে ।

কৃষ্ণপ্রিয়া বংশীকৃপা ভরসা যাহার।
হরিনাম-চিন্তামণি তা'র অলঙ্কার॥

ইতি শ্রীহরিনামচিন্তামণৌ নাম্নি অর্থবাদাপরাধবিচারো নাম অষ্টম পরিচ্ছেদঃ।

নবম পরিচ্ছেদ

নামবলে পাপবুদ্ধি

নাম্নো বলাদ্ যস্য হি পাপবুদ্ধি-
র্ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ।

গৌরগদাধর জয় জাহ্নবা জীবন।
জয় জয় সীতাদ্বৈত জয় ভক্তগণ॥

নামগ্রহণে সমস্ত অনর্থ দূর হয়—

হরিদাস বলে, নাম শুদ্ধসত্ত্বময়।
ভাগ্যবান্ জীব করে নামের আশ্রয়॥
অতি শীঘ্র তাহার অনর্থ দূরে যায়।
হৃদয়-দৌর্ব্বল্য আর স্থান নাহি পায়॥
নামে দৃঢ় হৈলে নাহি হয় পাপে মতি।
পূর্বপাপ দগ্ধ হয়, চিত্ত শুদ্ধ অতি॥
পাপ আর পাপবীজ, পাপের বাসনা।

অবিদ্যা তাহার মূল এ-তিন যন্ত্রণা ॥ (১)
সর্ব্বজীবে দয়া আসি হইবে উদয়।
জীবের মঙ্গল-চেষ্টা সতত করয় ॥
জীবের সন্তাপ কভু সহিতে না পারে।
যাহে পরতাপ (২) যায় তার চেষ্টা করে ॥
বিষয়পিপাসা অতি তুচ্ছ মনে হয়।
ইন্দ্রিয়লালসা তা'র চিত্তে নাহি রয় ॥
কনককামিনী-চেষ্টা প্রতি ঘৃণা করে।
যথা ধর্ম্মলাভে তুষ্ট থাকি' প্রাণ ধরে ॥
ভক্তি-অনুকূল সব করয়ে স্বীকার।
ভক্তিপ্রতিকূল নাহি করে অঙ্গীকার ॥
কৃষ্ণ রক্ষাকর্ত্তা একমাত্র বলি' জানে।
জীবনে পালনকর্ত্তা কৃষ্ণ, ইহা মানে ॥
অহং-মম-বুদ্ধ্যাসক্তি না রাখে হৃদয়ে। (৩)
দীনভাবে নাম লয় সকল সময়ে ॥
স্বভাবতঃ যার এইরূপ নামাশ্রয়।

---

(১) অবিদ্যা হইতে পাপবীজ বা পাপবাসনা এবং পাপবাসনা হইতে পাপ—এই তিন প্রকার বদ্ধজীবের ক্লেশ।

(২) পরতাপ—অন্য জীবের ক্লেশজনিত তাপ।

(৩) এই জড়দেহে অহং ও মম এইরূপ বুদ্ধিগত আসক্তি।

পাপে মতি পাপাচার তাহার কি হয় ॥

পূর্বপাপ ও পাপগন্ধ শীঘ্র দূর হয়—

পূর্ব দুষ্টভাব তা'র ক্রমে হয় ক্ষীণ।
পবিত্র স্বভাব শীঘ্র হইবে প্রবীণ ॥
এই সন্ধিকালে পূর্বপাপের সম্বন্ধ।
থাকিতেও পারে কিছুদিন পাপগন্ধ ॥ (৪)
নামের সংসর্গে যত সুমতি উদয়।
হ'য়ে সেই পাপগন্ধ শীঘ্র করে ক্ষয় ॥
প্রতিজ্ঞা ক'রেছ নাথ, অর্জুন-নিকটে।
মোর ভক্ত কভু নাহি পড়িবে সঙ্কটে ॥
সঙ্কট-সময়ে আমি হইব সহায়।
অতএব পাপ যায় তোমার কৃপায় ॥
জ্ঞানমার্গী কষ্টে পাপ করিয়া দমন।
তবাশ্রয় ছাড়ি' শীঘ্র হয় ত' পতন ॥
তব পদাশ্রয় যা'র সেই মহাজন।
বিঘ্ন না পাইবে কভু সিদ্ধান্ত-বচন ॥

---

(৪) নামে মতি হইতেছে, তৎপূর্বের অবস্থা ও তৎপর অবস্থা—এই দুই অবস্থার মধ্যগত অবস্থাকে সন্ধিকাল বলে। এই সন্ধিকালে নূতন পাপে মতি হয় না। অভ্যাসক্রমে পূর্বপাপের কিছু কিছু ক্ষয়োন্মুখ গন্ধ থাকিতে পারে।

প্রমাদে পাপ উপস্থিত হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন নাই—

যদি কভু প্রমাদে ঘটয় কোন পাপ।
ভক্ত তবু নাহি সহে প্রায়শ্চিত্ত-তাপ॥ (৫)
সে পাপ ক্ষণিক, নাহি পায় অবস্থিতি।
নামরসে ভেসে যায় না দেয় দুর্গতি॥

নামবলে পাপাচরণকারীর পরিণাম—

কিন্তু যদি কোন জন নামে করি' বল।
আচরে নূতন পাপ সে-জন চঞ্চল॥
সে কেবল কপটতা করিয়া আশ্রয়।
নাম-অপরাধে পায় শোকমৃতি ভয়॥

প্রমাদে ও বিচারিত কর্মের ভেদ—

প্রমাদ ঘটনা আর বিচারিতকর্মে।
সম্পূর্ণ প্রভেদ আছে ভক্তিশাস্ত্রমর্মে॥ (৬)

---

(৫) ভক্তের যদি প্রমাদে কোন পাপকার্য ঘটিয়া পড়ে, তজ্জন্য প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন হয় না।

(৬) পাপঘটন দুই প্রকারে হয়—অকস্মাৎ প্রমাদ হইতে পাপ হইয়া পড়ে এবং বিচার হইতে পাপ হয় অর্থাৎ আমি একটি পাপ আচরণ করিব ইহার বিচার পূর্ব হইতে স্থির হইয়া পাপ অনুষ্ঠিত হয়। এই দুই প্রকার পাপে অনেক প্রভেদ।

নামাশ্রয়ীর পাপ করা দূরে থাকুক, পাপে মতি হইলেই নামাপরাধ হয়—

সংসারী মানব যেবা আচরয়ে পাপ।
প্রায়শ্চিত্ত আছে তা'র আর অনুতাপ॥
কিন্তু নামবলে যদি পাপে করে মতি।
প্রায়শ্চিত্ত নাহি তা'র বড় দুর্গতি॥
বহু যমযাতনাদি পাইলেও তা'র।
সেই অপরাধ হইতে না হয় উদ্ধার॥
পাপে মতিমাত্রে হয় এরূপ যন্ত্রণা।
পাপাচারে যত দোষ তা'র কি গণনা॥

প্রবঞ্চক, শঠের নামভরসায় পাপক্রিয়া মর্কটবৈরাগ্য মাত্র—

শাস্ত্রে শুনিয়াছি নাম যত পাপ হরে।
কোটীজন্মে মহাপাপী করিতে না পারে॥
পঞ্চবিধ পাপ, মহাপাতক অবধি।
নামাভাসে যায়, শাস্ত্র গায় নিরবধি॥
সেই ত' ভরসা করি' প্রবঞ্চকজন।
শঠতা করিয়া নাম করয়ে গ্রহণ॥
কষ্টের সংসার ছাড়ি' বৈরাগীর বেশে।
কনককামিনী আশে ফিরে দেশে দেশে॥
তুমি ত' বলেছ প্রভু মর্কট-বৈরাগী।
কামিনী সম্ভাষি' ফিরে ধর্ম গৃহত্যাগী॥ (৭)

---

(৭) ছোট হরিদাসের সম্বন্ধে প্রভু মর্কট-বৈরাগীর যে নিন্দা

নিষ্কপটে নামাশ্রয় না করিলে এই অপরাধ অনিবার্য—

বৈরাগ্যের ছলে কেহ গৃহে কাটে কাল।
সম্ভাষ্য না হয়, সব বিশ্বের জঞ্জাল॥
গৃহে থাকু, বনে যাউ, তাহে নাহি দোষ।
নিষ্পাপে করুক্ নাম পাইয়া সন্তোষ॥ (৮)
নামবলে পাপমতি মহা-অপরাধ।
তাহাতে মজিলে হয় ভক্তিতত্ত্বে বাধ॥

নামাভাসি-ব্যক্তিগণ এই কপট-লোকের সঙ্গে অপরাধী হন—

নামাভাসি জনের কুসঙ্গ যদি হয়।
তবে এই অপরাধ ঘটিবে নিশ্চয়॥
শুদ্ধনামোদয় যা'র হৃদয়ে হইবে।
এই নাম-অপরাধ তা'র না ঘটিবে॥

শুদ্ধনামাশ্রিত ব্যক্তির দশবিধ অপরাধ স্পর্শ করে না—

শুদ্ধনামাশ্রিতজনে অপরাধ দশ।
কোনরূপে কোন কালে না করে পরশ॥

করিয়াছেন, তাহা চরিতামৃতে বর্ণিত আছে। বৈরাগী হইয়া যিনি স্ত্রী-সম্ভাষণ করেন, তিনি মর্কট বৈরাগী।

(৮) নামাশ্রিত ভক্ত গৃহে থাকুন বা বনে যান, তাহাতে কোন বিচার নাই, কেন না গৃহ নামানুশীলনের অনুকূল হইলে ভিক্ষাশ্রম অপেক্ষা ভাল, আবার নামানুশীলনের প্রতিকূল হইলে গৃহত্যাগই বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য।

নামাশ্রিতজনে নাম সদা রক্ষা করে।
অপরাধ কভু তা'র না হইতে পারে॥
যতদিন শুদ্ধনাম না হয় উদয়।
ততদিন অপরাধ-আক্রমণে ভয়॥
অতএব নামাভাসি যদি ভাল চায়।
নাম-বলে পাপবুদ্ধি হইতে পলায়॥

কতদিন সাবধানে অপরাধ পরিত্যাগ করা চাই—

শুদ্ধনামাশ্রিতজন সঙ্গবল ধরি'। (১)
অপরাধে সতর্কতা সর্বদা আচরি॥
শুদ্ধনাম যা'র মুখে, তা'র দৃঢ় মন।
কৃষ্ণ হৈতে বিচলিত নহে একক্ষণ॥
অতএব নামে বল যতদিন নয়।
ততদিন অপরাধে করিবেক ভয়॥
বিশেষ যতনে পাপবুদ্ধি দূর করি'।
অহর্নিশি মুখে বলিবেক 'হরি' 'হরি'॥
শ্রীগুরুকৃপায় হ'বে সুসম্বন্ধজ্ঞান।
কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণনাম তাহাতে বিধান॥

এই অপরাধ হইলে তাহার প্রতিকার—

যদ্যপি প্রমাদে নামবলে পাপবুদ্ধি।
শুদ্ধবৈষ্ণবের সঙ্গে করি' তা'র শুদ্ধি॥

---

(১) সঙ্গবল—শুদ্ধবৈষ্ণবসঙ্গবল।

পাপস্পৃহা বাটপাড় পথে আসি' ধরে। (১০)
বিশুদ্ধ বৈষ্ণবগণ পথরক্ষা করে॥
উচ্চৈঃস্বরে ডাকি রক্ষকের নাম ধরি'।
পলাইবে বাটপাড় আসিবে প্রহরী॥
আদরে বলিবে—ভাই, নাহি কর ভয়।
আমি ত' রক্ষক তব, শুন মহাশয়॥
কেবল বৈষ্ণবপদ-দাস্যব্রত যা'র।
হরিনাম চিন্তামণি গায় সেই ছার॥

ইতি শ্রীহরিনামচিন্তামণৌ নামবলেন পাপবুদ্ধিবিচারো
নাম নবম পরিচ্ছেদঃ।

দশম পরিচ্ছেদ

শ্রদ্ধাহীনজনে নামোপদেশ

অশ্রদ্দধানে বিমুখেঽপ্যশৃণ্বতি
যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ।

গদাই গৌরাঙ্গ জয় জাহ্নবা-জীবন।
সীতাদ্বৈত জয় শ্রীবাসাদি ভক্তগণ॥

---

(১০) বাটপাড়—পথে যাহারা লুণ্ঠন করে।

করযুড়ি' হরিদাস বলেন বচন।
আর নাম অপরাধ করহ শ্রবণ॥

নামে দৃঢ়-বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা বলি, তাহা হইলেই নামে অধিকার হয়—

যাহার হৃদয়ে শ্রদ্ধা না হইল উদয়।
নাম নাহি শুনে, বহির্মুখ দুরাশয়॥
নাহি জন্মে সে জনার নামে অধিকার।
শ্রদ্ধামাত্র অধিকার এই তত্ত্বসার॥
সজ্জাতি, সৎকুল, জ্ঞান, বল, বিদ্যাধন।
নামে অধিকার দিতে না হয় কারণ॥
নামের মাহাত্ম্যে যেই সুদৃঢ় বিশ্বাস।
শাস্ত্রমতে শ্রদ্ধা সেই সর্বত্র প্রকাশ॥ (১)

শ্রদ্ধাহীনজনকে নাম দিলে নাম অপরাধী হয়—

শ্রদ্ধা নাহি জন্মে যাঁর হরিনাম তাঁরে।
সাধুজন নাহি দেন বৈষ্ণব-আচারে॥
শ্রদ্ধাহীনজন যদি হরিনাম পায়।
অবজ্ঞা করিবে মাত্র সর্বশাস্ত্রে গায়॥
শূকরকে দিলে রত্ন, সে চূর্ণ করিবে।
বানরকে দিলে বস্ত্র ছিঁড়িয়া ফেলিবে॥

---

(১) কৃষ্ণনামই জীবের সর্বস্ব ধন; কৃষ্ণনামাশ্রয় করিলেই সর্ব শুভ-কর্ম কৃত হয়;—এইরূপ বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা বলা যায়। যাহার এইরূপ শ্রদ্ধা হয় নাই, সে হরিনামের অধিকারী নয়।

শ্রদ্ধাহীন পেয়ে নাম অপরাধে মরে।
সঙ্গে সঙ্গে গুরুকে অভক্ত শীঘ্র করে॥

শ্রদ্ধাহীন নাম পাইতে প্রার্থনা করিলে তাহাকে কিরূপ ব্যবহার করা উচিত—

শ্রদ্ধা-বিরহিত জন শঠতা করিয়া।
হরিনাম মাগে বৈষ্ণবের কাছে গিয়া॥
তাহার বঞ্চনা-বাক্য বুঝি সাধুজন।
হরিনাম নাহি দেন তা'রে কদাচন॥
সাধু বলে—ওরে ভাই, শাঠ্য পরিহর।
প্রতিষ্ঠাশা দূরে রাখি' নামে শ্রদ্ধা কর॥ (২)
নামে শ্রদ্ধা হৈলে নাম অনায়াসে পা'বে।
নামের প্রভাবে এ-সংসারে তরে' যা'বে॥
যতদিন নাহি তব নামে শ্রদ্ধা ভাই।
নাম লৈতে তোমার ত' অধিকার নাই॥
শ্রীনামমাহাত্ম্য সাধুশাস্ত্র-মুখে শুন।
প্রতিষ্ঠাশা ছাড়ি' দৈন্য করহ গ্রহণ॥

---

(২) সর্বপাপহারী নাম পাইলে পাপ করিবার আর ভয় থাকিবে না; সর্বদা হরিনাম জপ করিলে আমাকে বৈষ্ণব বলিয়া সকলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে এবং আমি লোকের নিকট হইতে অনেক কার্য উদ্ধার করিতে পারিব; পাপাচারে আমার যে প্রতিষ্ঠা নষ্ট হইয়াছে, তাহা হরিনাম গ্রহণ করিলে আবার হইবে; হরিনামের ফলে সংসারে অনেক সুখ হইবে;—এই সব অভিপ্রায় নামগ্রহণে শাঠ্য।

নামে শ্রদ্ধা হ'লে তবে গুরুমহাজন।
নাম অর্পিবেন ভাই, নাম মহাধন॥
শ্রদ্ধাহীনজনে অর্থ-লোভে নাম দিয়া।
নরকেতে যায় নামাপরাধে মজিয়া॥ (৩)

এই অপরাধের প্রতিকার—

প্রমাদে যদ্যপি নাম-উপদেশ হয়।
শ্রদ্ধাহীনে তবে গুরু পায় মহাভয়॥
বৈষ্ণবসমাজে তাহা করি' বিজ্ঞাপন।
সেই দুষ্টশিষ্যত্যাগ করে মহাজন॥
তাহা না করিলে গুরু অপরাধক্রমে।
ভক্তিহীন দুরাচার হয় মায়াভ্রমে॥
অতএব প্রভু যা'রে আদেশ করিলে।
নাম-প্রচারিতে তা'রে এই আজ্ঞা দিলে॥

এ বিষয়ে প্রভুর আজ্ঞা—

শ্রদ্ধাবান্ জনে কর নাম-উপদেশ।
নামমহিমায় পূর্ণ কর সর্বদেশ॥

---

(৩) নামপ্রাপ্তির জন্য যিনি আসিয়াছেন, তিনি শঠ, অতএব শ্রদ্ধাহীন—এইরূপ জানিয়া যিনি অর্থলোভে বা প্রতিষ্ঠালোভে অপাত্রে হরিনাম অর্পণ করেন, তিনি নামাপরাধ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রথমে—শিষ্যকে শ্রদ্ধাবান্ মনে করিয়া নামার্পণ করিলেন, পরে জানিলেন শিষ্যটী শ্রদ্ধাহীন শঠ। তবে গুরু অবশ্য তাহার প্রতিকার করিবেন।

উচ্চসংকীর্তনে কর শ্রদ্ধার প্রচার।
শ্রদ্ধা লভি' জীব করে সদ্‌গুরুবিচার॥
সদ্‌গুরু-নিকটে করে শ্রীনামগ্রহণ।
অনায়াসে পায় তবে কৃষ্ণ-প্রেমধন॥
চোর, বেশ্যা, শঠ, আদি পাপাসক্তজনে।
ছাড়াইয়া পাপমতি দিবে শ্রদ্ধাধনে॥
সুশ্রদ্ধ হইলে দিবে নাম-উপদেশ।
এইরূপে নাম দিয়া তার' সর্বদেশ॥

এরূপ অপরাধের ফল—

ইহা না করিয়া যিনি দেন নামধন।
সেই-অপরাধে তাঁ'র নরকে পতন॥
নাম পেয়ে শিষ্য করে নাম-অপরাধ।
তাহাতে গুরুর হয় ভক্তিরসবাধ॥
এই নাম-অপরাধে দু'হে শিষ্য-গুরু।
নরকেতে যায় এই অপরাধ উরু॥

অগ্রে শ্রদ্ধা দিয়া নাম উপদেশ দিবে—

জগা, মাধা প্রতি তুমি মহা কৃপা করি। (৪)
নামে শ্রদ্ধা দিয়া নাম দিলে গৌরহরি॥

---

(৪) শ্রীরামপুরের ব্রাহ্মণ রায়বংশীয় মহোদয়গণের পূর্বপুরুষ; দুই ভাই জগদানন্দ ও মাধবানন্দ। তাঁহারা সে সময়ে শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলে বাস করিতেন। তাঁহাদিগকে মহাপাপী দেখিয়া 'জগা, মাধা' বলিত।

অদ্ভুত চরিত্র তব সর্ব জগজন।
শ্রদ্ধায় করুক অনুকরণ চরণ॥
ভক্তপাদ ভক্তিতে বিনোদ যাহার।
হরিনামচিন্তামণি অলঙ্কার তা'র॥

ইতি শ্রীহরিনামচিন্তামণৌ শ্রদ্ধাহীনজনে নামোপদেশ
বিচারো নাম দশম পরিচ্ছেদঃ।

একাদশ পরিচ্ছেদ

অন্য শুভকর্মের সহিত নামকে তুল্যজ্ঞান

ধর্মব্রতত্যাগহুতাদিসর্ব
শুভক্রিয়াসাম্যমপি প্রমাদঃ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র নাম-অবতার।
জয় জয় হরিনাম সর্বতত্ত্বসার॥
হরিদাস বলে—প্রভু, কর অবধান।
অন্য শুভকর্ম নহে নামের সমান॥

নামের স্বরূপ—

তুমি ত' চিন্ময়সূর্য, তোমার স্বরূপ।
সম্পূর্ণ চিন্ময়—এই তত্ত্ব অপরূপ॥
সর্বত্র চিন্ময় তব শ্রীবিগ্রহ হয়।
নাম-ধাম-লীলা তব সম্পূর্ণ চিন্ময়॥
তব মুখ্য নাম সব তোমাতে অভিন্ন।
জড়ীয় বস্তুর নাম বস্তু হৈতে ভিন্ন॥
ভক্তমুখে আইসে নাম গোলোক হইতে।
আত্মা হৈতে দেহে ব্যাপি নাচে জিহ্বাদিতে॥
এইজ্ঞানে নাম লৈলে হয় তব নাম।
নামে জড়বুদ্ধি যা'র তা'র দুঃখগ্রাম॥ (১)

কৃষ্ণপ্রাপ্তির অধিকার-ভেদে উপায় বহুবিধ—

তোমারে পাইতে শাস্ত্র উপায় কহিল।
অধিকার-ভেদে তাহা নানাবিধ হৈল॥ (২)

---

(১) যাহারা মনে করে—কৃষ্ণনাম মায়িক জড়জনিত, তাহারা বহুকাল নরকভোগ করে। তাহাদের মুখ দেখিলে সচেলে স্নান করিয়া শ্রীবিষ্ণু-স্মরণ করা কর্তব্য।

(২) কৃষ্ণলাভের জন্য অধিকার-ভেদে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি-ভেদাদি শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে। নিতান্ত জড়াধিকারপক্ষে—চিত্তশোধিনী কর্মময়ী বুদ্ধি, নিতান্ত মায়াসক্তের পক্ষে—অদ্বৈত-জ্ঞান, সর্বজীবের পক্ষে—শুদ্ধভক্তি উপদিষ্ট হইয়াছে।

কর্মের স্বরূপ ; অন্য শুভকর্ম জড়ময় ; উপেয় বস্তু চিন্ময়—

জড়বুদ্ধিজন জড়দ্রব্যকালাশ্রয়ে।
তোমার সাধন করে শমনের ভয়ে॥
তুমি ত' অভয়পদ অদ্বিতীয় হরি।
তোমার চরণমাত্র ভবার্ণবে তরী॥
সেই পদলাভে যত উপায় সৃজিল।
জড়ভাবাশ্রয়ে সব জড়ীয় হইল॥
ইষ্টাপূর্ত আর যজ্ঞাদিকপুণ্যকর্ম।
স্নান, হোম, দান, যোগ, বর্ণাশ্রমধর্ম॥
তীর্থযাত্রা, ব্রত, পিতৃকর্ম, ধ্যান, জ্ঞান।
দৈবকর্ম, তপঃ, প্রায়শ্চিত্তাদি বিধান॥
সকলই জড়ীয় দ্রব্য করিয়া আশ্রয়।
উপায় স্বরূপে সদা শুভকর্ম হয়॥
উপায় ধরিয়া পায় উপেয় চরমে।
অনিত্য উপায় ছাড়ে সিদ্ধিসমাগমে॥ (৩)
পূর্ণানন্দ লাভ হয় সর্বসিদ্ধিসার।
জীবের উপেয় তাহা শুন সারাৎসার॥

শুভকর্ম উপায়—

জড়দ্রব্য কাল হয় নিরানন্দময়।

---

(৩) ভক্তিসিদ্ধিলাভকালে জড়ীয় কর্মাদি সহজে দূর হয়।

কৌশলে জীবের তাহে ক্রম সিদ্ধি হয় ॥ (৪)
অতএব শুভকর্ম সকলই উপায় ।
উপেয় চরমসিদ্ধি প্রেমরূপে ভায় ॥

তাহাতে উপেয়প্রাপ্তি বিলম্বসিদ্ধ—

সর্ব শুভকর্মে সিদ্ধি বিলম্বে উদয় ।
উপেয় উপায়ে ব্যবধানহেতু হয় ॥ (৫)

সাধনকালে হরিনাম উপায় কিরূপে হইয়াছেন—

হরিনাম এ-জগতে দিলে কৃপা করি' ।
সিদ্ধিলাভে শিষ্ট জীব লইলেক বরি' ॥
উপায় হইল নাম শাস্ত্রের সম্মত ।
অন্য শুভকর্মমধ্যে হইল গণিত ॥
সর্বেশ্বর বিষ্ণু যেন ব্রহ্মা-শিবসনে ।
দেবতা-লক্ষণে গণ্য হইল ত্রিভুবনে ॥

নাম শুদ্ধসত্ত্ব। মায়াবাদী অপরাধক্রমে অন্য শুভকর্মের সহিত নামকে একই মনে করেন—

নামের স্বরূপ হয় শুদ্ধসত্ত্বময় ।
জড়গন্ধ শুদ্ধ নামে কভু নাহি রয় ॥

---

(৪) বদ্ধজীব জড়ীয় ব্যাপার ব্যতীত থাকিতে পারে না। তাহার সকল কর্ম ও চিন্তাতে জড় মিশ্রিত আছে। সেই জড়ের মধ্যে জড়াতীত শুদ্ধভক্তির অন্বেষণ করাই কর্মাদির কৌশল।

(৫) উপেয় প্রেম, উপায় জড়ীয় ব্যাপার হইলে, তদুভয়ের মধ্যে বিশেষ ব্যবধান পড়িল।

জড়ীভূতজীব (৬) নামে জড়ভাবদানে।
অন্যশুভকর্মসহ এক করি' মানে॥
মায়াবাদ হৈতে এই নাম-অপরাধ।
যাহার দৌরাত্ম্যে সদা হয় ভক্তিবাধ॥

নামের উপায়ত্ব সত্ত্বেও উপেয়ত্ব—

কৃষ্ণনাম হয় প্রভু পূর্ণানন্দতত্ত্ব।
উপেয় বা সিদ্ধি বলি' যাহার মহত্ত্ব॥
উপায় হইয়া আবির্ভূত ধরাতলে।
উপেয় উপায়, ঐক্য সর্বশাস্ত্রে বলে॥
অধিকারভেদে যিনি উপায় স্বরূপ।
তিনিই উপেয়, অন্যে বড় অপরূপ॥ (৭)

শুভকর্ম গৌণোপায়, নাম মুখ্যোপায়—

অতএব উপায় দ্বিবিধ গুণধাম।
গৌণোপায়—শুভকর্ম, মুখ্যোপায়—নাম॥ (৮)

---

(৬) জড়ীভূত জীব—চিৎস্বরূপ জীব অবিদ্যাভ্রমে আপনাকে জড়ীভূত মনে করেন।

(৭) অধিকারভেদে অর্থাৎ যাবৎ জীবের আত্মরতি না হয়, তাবৎ নামকে উপায় মনে করিয়া আত্মরতিরূপ উপায়কে সাধন করিতে থাকেন।

(৮) নাম উপায় মধ্যে গণিত হইলেও মুখ্য উপায়। অন্য শুভকর্ম সর্বদাই গৌণোপায় মধ্যে পরিগণিত। এই তত্ত্ব বুঝিতে পারিলে অন্য শুভকর্ম হইতে নামকে বিলক্ষণ বলিয়া প্রতীত হয়।

নামের অতীন্দ্রিয়ত্ব—

অতএব শাস্ত্রে যত অন্য শুভকর্ম।
নামসম নহে এই সর্বশাস্ত্রমর্ম ॥
সরলহৃদয়ে যবে কৃষ্ণনাম গায়।
অতীন্দ্রিয়সুখ আসি চিত্তকে নাচায় ॥
সেই সুখ কৃষ্ণনামস্বভাব-তৎপর।
আত্মরতি আত্মক্রীড়া নাহি যারপর ॥

সাযুজ্য কৈবল্যসুখ আনন্দসুখের ছায়ামাত্র—

ব্রহ্মজ্ঞানে যোগে যে আনন্দ-বৈভব।
জড়ের বিচ্ছেদ-সুখ ছায়া-অনুভব ॥
অভেদ্য কৈবল্যসুখ স্বল্প বলি' জানি।
কৃষ্ণনামানন্দসুখ ভূমা বলি' মানি ॥

অন্য শুভকর্ম হইতে নামের বৈলক্ষণ্য—

সাধনকালেতে নাম উপায়স্বরূপ।
সিদ্ধিকালে উপেয় সে, এই অপরূপ ॥
উপায়স্বরূপ নামে উপেয়ত্ব সিদ্ধ।
অন্য শুভকর্মে ঐছে নহে ত' প্রসিদ্ধ ॥
অন্য শুভকর্ম যত, সব জড়াশ্রিত।
নাম ত' চিন্ময় স্বতঃসিদ্ধোদিত ॥
সাধনকালেও নাম শুদ্ধ সুনির্মল।
সাধকের অনর্থেতে দেখায় সমল ॥

সাধুসঙ্গে নাম লৈতে জড়বুদ্ধি যায়।
অনর্থ নিঃশেষ হৈলে শুদ্ধনাম ভায় ॥
অন্য শুভকর্মী করে ত্যজিয়া উপায়।
উপেয় পরমভাব চরমে আশ্রয় ॥
কিন্তু নামাশ্রয়ী জন নাম নাহি ত্যজে।
নামের শুদ্ধতা মাত্র সিদ্ধিকালে ভজে ॥
অন্য শুভকর্ম হৈতে অতি বিলক্ষণ।
নামের স্বরূপ হয় অপূর্ব লক্ষণ ॥
সাধনদশায় এই বিলক্ষণ জ্ঞান।
গুরুকৃপা হৈতে হয় বেদের প্রমাণ ॥ (৯)
সাধন দশায় যিনি এই জ্ঞানহীন।
নাম-অপরাধী তিঁহ অতি অর্বাচীন ॥
নাম সর্বোপরি, নাম তুল্য কিছু নয়।
এ-দৃঢ়-বিশ্বাস করি' যেই নাম লয় ॥
অচিরে তাঁহাতে হয় শুদ্ধ নামোদয়।
পূর্ণানন্দ নাম-রস করেন আশ্রয় ॥

---

(৯) শ্রদ্ধা হইতে সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গে ভজনক্রিয়া, ভজন করিতে করিতে সর্বানর্থ নিবৃত্তি হয়। অনর্থ-নিবৃত্তি যে পরিমাণে হইতে থাকে, সেই পরিমাণে নামের শুদ্ধতা উদয় হয় এবং নিষ্ঠাদি-ক্রমে আত্মরতি উদয় হয়। গুরুকৃপায় এই তত্ত্ব সাধনকালেই জানা ও বিশ্বাস করা উচিত। নতুবা নাম-অপরাধে অনর্থ বৃদ্ধি হইবে।

এই অপরাধের প্রতিকার—

কাহারো যদ্যপি অন্য শুভকর্ম সনে।
নামে সমবুদ্ধি হয় দুষ্কৃতি-বন্ধনে ॥ (১০)
সে দুষ্কৃতি ক্ষয় লাগি' করিবে যতন।
নামে শুদ্ধবুদ্ধি পা'বে, পা'বে প্রেমধন ॥
অন্ত্যজ, গৃহস্থ শুদ্ধ নামপরায়ণ।
তাঁর পদধূলি দেহে করিবে মৃক্ষণ ॥ (১১)
খাইবে অধরামৃত পিবে পদজল।
তবে শুদ্ধনামে মতি হইবে নির্মল ॥
কালীদাসে এইরূপে দুষ্কৃতি-খণ্ডন।
পুনঃ তব কৃপা প্রাপ্তি গায় জগজ্জন ॥
আমি জড়বুদ্ধি নাথ, নাম মাত্র গাই।
নাম-চিন্তামণি-তত্ত্ব কভু নাহি পাই ॥

হরিদাস ঠাকুরের নাম বিষয়ে নিষ্ঠা—

কৃপা করি' নাম রূপে আমার জিহ্বায়।
নিরন্তর নাচ প্রভু, ধরি তব পায় ॥

---

(১০) বৈষ্ণব অপরাধই এই দুষ্কৃতি। ইহার ফলে জীবের নাম সম্বন্ধে মায়াবাদ-দোষ রুচি জন্মে। সাধুসঙ্গে সেই দুষ্কৃতি ক্ষয় করিলে নামে শ্রদ্ধা হইবে।

(১১) বৈষ্ণবে জাতি বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ নামপরায়ণ সাধুর পদধূলি দেহে ভক্তি পূর্বক মৃক্ষণ করিবে।

রাখ ইহাঁ, লও তাঁহা, তব ইচ্ছামত।
যাঁহা রাখ, দেহ মোরে কৃষ্ণনামামৃত ॥ (১২)
জগজ্জনে নাম দিতে তব অবতার।
জগজ্জন মাঝে মোরে কর অঙ্গীকার ॥
আমি ত' অধম, তুমি অধম তারণ।
উভয়ে সম্বন্ধ এই, পতিতপাবন ॥
অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ এই, তোমায় আমায়।
যা'র বলে নামামৃত এ-অধম চায় ॥

কলিযুগে নাম কেন যুগধর্ম হইলেন—

কলিযুগে সুদুঃসাধ্য অন্য শুভকর্ম।
অতএব নাম আসি' হইল যুগধর্ম ॥ (১৩)
হরিদাস-দাস ভক্তিবিনোদ যে জন।
হরিনাম-চিন্তামণি গায় অকিঞ্চন ॥

ইতি শ্রীহরিনাম চিন্তামণৌ অন্য শুভকর্মণা সহনাম্নঃ তুল্যজ্ঞানরূপ অপরাধ বিচারো নাম একাদশ পরিচ্ছেদঃ।

---

(১২) ইহাঁ—জড় জগতে ; তাঁহা—চিজ্জগতে।

(১৩) নাম সর্বকালেই সর্বোত্তম ধর্ম, কিন্তু কলিতে অন্য ধর্মের ভরসা না থাকায় নাম যুগধর্মরূপে অবতীর্ণ হইয়া জগজ্জীবের দুঃখ মোচন করিতেছেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

নামাপরাধ—প্রমাদ

প্রমাদঃ।

জয় জয় মহাপ্রভু জয় ভক্তগণ।
যাদের প্রসাদে করি নামসংকীর্ত্তন ॥

প্রমাদ-নামক অপরাধ—

হরিদাস বলে—প্রভু, হেথা সনাতনে। (১)
আর ত' গোপালভট্টে দক্ষিণ ভ্রমণে ॥
শিখাইলে অপ্রমাদে শ্রীকৃষ্ণভজন।
প্রমাদকে অপরাধে করিলে গণন ॥
অন্য অপরাধ ত্যজি' সদা নাম লয়।
তবু নামে প্রেম নাহি হয় ত' উদয় ॥
তবে জানি 'প্রমাদ' নামেতে অপরাধ।
প্রেম-ভক্তি সাধনেতে করিতেছে বাধ ॥

অনবধানকেই প্রমাদ বলে—

প্রমাদ—অনবধান এই মূল অর্থ।
ইহা হৈতে ঘটে প্রভু সকল অনর্থ ॥

---

(১) শ্রীসনাতনকে বলিয়াছিলেন—"এক অঙ্গ সাধে, কেহ সাধে বহু অঙ্গ। নিষ্ঠা হৈতে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ।" প্রমাদ বা অনবধান পরিত্যাগ পূর্বক সাধনে নিষ্ঠা জন্মে।

তিন প্রকার অনবধান—

ঔদাসীন্য, জাড্য আর বিক্ষেপ এ-তিন। (২)
প্রকার অনবধান বুঝিবে প্রবীণ ॥

অনুরাগ না হওয়া পর্যন্ত নাম-গ্রহণে যত্নের আবশ্যকতা—

কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে তিঁহ হরিনাম গ্রহণ করয় ॥
যত্ন করি' স্মরে নাম সংখ্যার সহিত।
তবে নামে অনুরাগ হয়ত উদিত ॥ (৩)
যে পর্যন্ত অনুরাগ না হয় উদয়।
সে পর্যন্ত যত্ন করি' নাম সদা লয় ॥

যত্নাভাবে সাধকের চিত্ত স্থির হয় না—

নিসর্গতঃ লোক সব বিষয়ে আসক্ত।
স্মৃতিকালে বিষয়-অন্তরে (৪) অনুরক্ত ॥
রুচি যায় অন্য স্থানে, নামে উদাসীন।
নামে চিত্ত লগ্ন নহে, জপে প্রতিদিন ॥

---

(২) সাধন-কার্য্যে ঔদাসীন্য অর্থাৎ নিষ্ঠাভাব, জাড্য অর্থাৎ আলস্য, বিক্ষেপ অর্থাৎ অন্য বিষয়ে মনোনিবেশ।

(৩) তুলসীমালায় সংখ্যা রাখিয়া নাম করিলে ক্রমশঃ সংখ্যা-বৃদ্ধি অনুভব হয়।

(৪) বিষয়-অন্তরে—অন্য বিষয়ে।

চিত্ত একদিকে, আর অন্যদিকে নাম।
তাহার মঙ্গল কিসে হয়-গুণ ধাম॥
লক্ষনাম হৈল পূর্ণ সংখ্যা মালা গণি'।
হৃদয়ে নহিল রস বিন্দু গুণমণি॥
এই ত' অনবধান-দোষের প্রকার।
বিষয়ী-হৃদয়ে প্রভু বড় দুর্নিবার॥

যত্ন করিবার বিধি—

সাধুসঙ্গে স্বল্পকাল ছাড়িয়া বিষয়।
নির্জনে লইলে নাম এই দোষ ক্ষয়॥ (৫)
ক্রমে ক্রমে কৃষ্ণনামে চিত্ত হয় স্থির।
নিরন্তর নামরসে হয় ত' অধীর॥
তুলসীর সন্নিকটে, কৃষ্ণলীলা-স্থানে।
সাধু-সন্নিধানে বসি' সাত্বত বিধানে॥ (৬)

---

(৫) প্রথমে একদণ্ড এইরূপ নিয়ম করিয়া কোন সাধুর সঙ্গে নির্জনে নাম আরম্ভ করিবে। তাহাতে ক্রমশঃ সাধুর ভাব দেখিয়া তদনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়া ঔদাসীন্য ত্যাগ করিতে স্পৃহা হইবে।

(৬) সাত্বত বিধানে—পূর্ব সাধুগণ যে বিধানে ভজনানন্দ ভোগ করিয়াছেন, সেই বিধানে। একদণ্ড হইতে দুই দণ্ড, ক্রমশঃ চারিদণ্ড, ক্রমে লক্ষ এবং অবশেষে তিনলক্ষ নাম স্মরণ বৃদ্ধি স্বভাবতঃ হইয়া পড়িবে।

ক্রমে কালবৃদ্ধি করি' সেই নাম স্মরে।
অতি শীঘ্র বিষয়ের ছন্দ হইতে তরে॥

অন্য প্রক্রিয়া ; এইরূপ করিলে ঔদাসীন্যরূপ অনবধান হয় না—

অথবা নির্জনে বসি' স্মরি' সাধুরীতি।
ইন্দ্রিয় পিধান করি' নামে করে মতি॥ (৭)
সত্বরে নামেতে নিষ্ঠা, রুচি ক্রমে হয়।
ঔদাসীন্য-দোষ তার ক্রমে হয় ক্ষয়॥

জাড্যজনিত অনবধান লক্ষণ—

জাড্যে যে অনবধান অলসের মনে।
তাহে রুচি নাহি হয় শ্রীনাম-গ্রহণে॥
স্মৃতিকালে পুনঃ শীঘ্র বিরামে প্রয়াস।
এই দোষে নামরস না হয় প্রকাশ॥
অন্য কাযে বৃথা কাল না হয় যাপন।
সাধুগণ ইহা চিন্তি' স্মরে অনুক্ষণ॥ (৮)
নাম স্মরে, রসে মজে, অন্য নাহি চায়।
সেইরূপ সাধুসঙ্গে এই দোষ যায়॥

---

(৭) ইন্দ্রিয় পিধান করি—নির্জ্জন ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া অথবা বস্ত্র দ্বারা চক্ষু নাসিকা আবৃত করিয়া সাধন করিবে।

(৮) অব্যর্থকালত্ব-ধর্ম সাধুচরিত্রে লক্ষ্য করিয়া তাহা অনুকরণ করিবে।

অন্বেষিয়া সেইরূপ সাধুসঙ্গ করে।
তদনুকরণে চিত্ত জাড্য পরিহরে ॥ (৯)
অব্যর্থ-কালত্ব ধর্ম সাধুর চরিত।
দেখিলে তাহাতে রুচি হইবে নিশ্চিত ॥
মনে হ'বে—আহা, কবে ইহার সমান।
স্মরিব গাইব নাম হয়ে ভাগ্যবান্ ॥
সেই ত' উৎসাহ আসি' অলসের মনে।
জাড্য দূর করে কৃষ্ণ নামের স্মরণে ॥
মনে হ'বে আজ লক্ষ নাম যে করিব।
ক্রমে ক্রমে তিন লক্ষ নাম যে স্মরিব ॥
মহাগ্রহ হবে চিত্তে নামের সংখ্যায়।
অচিরে যাইবে জাড্য সাধুর কৃপায় ॥

বিক্ষেপজনিত অনবধান লক্ষণ—

বিক্ষেপ হইতে যেই প্রমাদ উদয়।
বহুযত্নে সেই অপরাধ হয় ক্ষয় ॥
কনক-কামিনী আর জয়-পরাজয়।
প্রতিষ্ঠাশা, শাঠ্য-বৃত্তি তাহার নিলয় ॥ (১০)

---

(৯) বিশুদ্ধ সাধুভক্ত দুর্লভ। দেশে দেশে অন্বেষণ করিয়া সেরূপ সাধুসঙ্গ করিবে।

(১০) তাহার নিলয়—সেই জাড্যের বাসস্থান।

এসব আকৃষ্টি হৃদে হইলে উদয়। (১১)
নামেতে অনবধান স্বভাবতঃ হয় ॥

বিক্ষেপত্যাগের উপায়—

ক্রমে ক্রমে সেই সব চিন্তা পরিহারে।
যতিবে সৌভাগ্যবান্ বৈষ্ণব-আচারে ॥ (১২)
প্রথমেতে হরিদিনে ভোগচিন্তা ত্যজি'। (১৩)
সাধুসঙ্গে রাত্রদিন হরিনাম ভজি' ॥
হরিক্ষেত্রে হরিদাস হরিশাস্ত্র ল'য়ে। (১৪)
উৎসবে মজিবে সুখে পরম নির্ভয়ে ॥
ক্রমে ভক্তিকাল মন করিবে বর্ধন।
হরিকথা মহোৎসবে মজাইয়া মন ॥
শ্রেষ্ঠরস ক্রমে চিত্তে হইবে উদয়।
জড়ের নিকৃষ্ট রস ছাড়িবে নিশ্চয় ॥
মহাজন মুখে হরিসংগীত শ্রবণে।
মুগ্ধ হবে মনঃকর্ণ রস আস্বাদনে ॥

---

(১১) আকৃষ্ট—আকর্ষণ।

(১২) যতিবে—যত্ন করিবে।

(১৩) হরিদিন—হরিবাসর, একাদশী, জয়ন্তী প্রভৃতি দিবস।

(১৪) হরিক্ষেত্র—শ্রীনবদ্বীপ, শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীপুরুষোত্তম ইত্যাদি। হরিদাস—রূপানুগ শুদ্ধবৈষ্ণববৃন্দ। হরিশাস্ত্র—শ্রুতি, গীতা, শ্রীভাগবত, বৈষ্ণব সিদ্ধান্তসকল।

নিকৃষ্ট বিষয়স্পৃহা হইবে বিগত।
নামগানে চিত্ত স্থির হবে অবিরত॥
অতএব বহু যত্নে এ-প্রমাদ ত্যজে'।
স্থির চিত্তে নামরসে চিরদিন মজে॥

আগ্রহ—

সঙ্কল্পিত নাম সংখ্যা পূর্ণ করিবারে।
না হয় অযত্ন নামে দেখি বারে বারে॥ (১৫)
সতর্ক হইয়া করি নামসংকীর্তন।
প্রমাদ ছাড়িয়া করি নামের ভজন॥
সংখ্যাধিকে স্পৃহা ছাড়ি' একাগ্রমানসে। (১৬)
নিরন্তর করি নাম তব কৃপাবশে॥
এই কৃপা কর প্রভু নামেতে প্রমাদ।
না বাধে আমার চিত্তে নাম রসাস্বাদ॥

প্রক্রিয়া—

একাগ্র মানসে নির্জনেতে স্বল্পক্ষণ।
নাম-স্মৃতি অভ্যাস করিবে ভক্তজন॥

---

(১৫) যাহারা বিক্ষেপরূপ প্রমাদাসক্ত তাঁহারা নিরূপিত নাম সংখ্যা যত শীঘ্র শেষ করিতে পারেন, তাহার চেষ্টা করেন। নামসাধনে সেরূপ অযত্ন না হয় ইহা বারবার সতর্কতার সহিত দেখা আবশ্যক।

(১৬) নাম অধিক সংখ্যা হইবে—এ-চেষ্টা অপেক্ষা নিরন্তর স্পষ্টাক্ষরে ভাবযুক্ত নাম হইবে, ইহার যত্ন করা উচিত।

অতএব স্পষ্ট নাম ভাবলগ্ন মনে।
সদা হয় এ-প্রার্থনা তোমার চরণে॥
আপন যত্নেতে কেহ কিছু নাহি পারে।
তোমার প্রসাদ বিনা এ-ভব সংসারে॥ (১৭)

যত্নাগ্রহের আবশ্যকতা। নিষ্কপটনাম গ্রহণে তাহা অবশ্য থাকে, নতুবা অপরাধ—

যত্ন করি' কৃপা মাগি ব্যাকুল অন্তরে।
তুমি কৃপাময় কৃপা কর অতঃপরে॥
তব কৃপালাভে যদি না করি যতন।
তবে আমি ভাগ্যহীন হে শচীনন্দন॥ (১৮)

---

(১৭) এইরূপ প্রমাদ-বর্জন-কার্যে কেবল নিজচেষ্টায় কোন জীব কিছুই করিতে পারে না। তোমার কৃপা হইলে তাহা অনায়াসে হয়। অতএব এই সব কার্যে কাকুতি করিয়া তোমার নিকট প্রসাদ প্রার্থনা করা নিতান্ত আবশ্যক।

(১৮) যে সকল ব্যক্তি কেবল নিজবুদ্ধি ও অর্থচেষ্টা বলে ভজনে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা কখনই ফললাভ করিতে পারে না। কৃষ্ণকৃপাই সকল কার্যের মূল। সুতরাং যিনি কৃষ্ণকৃপা পাইবার চেষ্টা না করেন, তিনি নিতান্ত ভাগ্যহীন।

এই পরিচ্ছেদশেষে একাগ্রমানসে যে নামস্মৃতি অভ্যাস করিতে বলা হয়, তৎসম্বন্ধে সর্বজীবের প্রতি শ্রীমহাপ্রভুর উপদেশ—[চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৩।৬৫০] "আপনে সবারে প্রভু করে উপদেশে। কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র শুনহ

হরিনাম-চিন্তামণি অলঙ্কার যা'র।
হরিদাস-পদযুগ ভরসা তাহার॥

ইতি শ্রীহরিনামচিন্তামণৌ নামাপরাধ-প্রমাদবিচারো নাম দ্বাদশপরিচ্ছেদঃ।

হরিষে। "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥" "প্রভু বলে, কহিলাম এই মহামন্ত্র। ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্বন্ধ॥ ইহা হইতে সর্ব সিদ্ধি হইবে সবার। সর্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর॥" এস্থলে নির্বন্ধ শব্দের অর্থ এই যে, সাধক ১০৮ সংখ্যক তুলসীমালায় এই ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর জপ করিবেন। চারিবার মালা ফিরিলে এক গ্রন্থ হয়। এক গ্রন্থ নিয়ম করিয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিতে করিতে ১৬ গ্রন্থে এক লক্ষ নাম নির্বন্ধ হইবে। ক্রমশঃ তিন লক্ষ করিলে অখিলকাল নামেতেই যাপিত হইবে। সমস্ত পূর্বমহাজনগণ প্রভুর এই আদেশ পালন করিয়া সর্বসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। এখনও এই নাম-জপ দ্বারা সকলেরই সর্বসিদ্ধি লাভের সম্ভাবনা। মুক্ত, মুমুক্ষু, বিষয়ী সকলেই এই নামের অধিকারী। মুক্ত প্রভৃতির নামে কিছু কিছু ভাবনা ভেদ দেখা যায়। বিরহ ও সম্ভোগ উভয় অবস্থাই এই নাম ভাবনাভেদে নিত্য আস্বাদ্য।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

——

অহংমম ভাবাপরাধ

শ্রুতেপি নামমাহাত্ম্যে যঃ প্রীতিরহিতোধমঃ।
অহংমমাদিপরমো নাম্নিসোপ্যপরাধকৃৎ॥

গদাই গৌরাঙ্গ জয় জাহ্নবা-জীবন।
সীতাদ্বৈত জয় জয় গৌর ভক্তগণ॥
প্রেমে গদ গদ হরিদাস মহাশয়।
শেষ নাম-অপরাধ প্রভু-পদে কয়॥
শুন প্রভু, এই অপরাধ সর্বাধম।
এই দোষে নামে প্রেম না হয় উদ্গম॥ (১)

নামে শরণাপত্তির প্রয়োজনীয়তা—

অন্য নয় অপরাধ করিয়া বর্জন।

---

(১) দীক্ষিত হইয়াও অধিকাংশ বিষয়ী লোক এই জড়দেহে অহংতা ও মমতা বুদ্ধি করিয়া ভক্তিপথ হইতে ভ্রষ্ট হয়। আমি ব্রাহ্মণ, আমি বৈষ্ণব, আমি রাজা, আমার দেহগেহ, পুত্র পৌত্র, ধন-জন—এইরূপ অন্যথা অভিমানে নামের ভজনে প্রবৃত্ত হয় না। ইহা একটী বিষম অপরাধ। নামের প্রতি শরণাপত্তি হইলেই এ-অপরাধ থাকে না।

নামেতে শরণাপন্ন হইবে সজ্জন ॥
ষড়্‌বিধ শরণাগতি সর্বশাস্ত্রে কয়।
বিস্তারিত বলিতে আমার সাধ্য নয় ॥

শরণাপত্তির প্রকার—

সংক্ষেপে চরণে তব করি নিবেদন।
আনুকূল্যে সংকল্প, প্রাতিকূল্য-বিসর্জন ॥ (২)
কৃষ্ণে রক্ষাকারী-বুদ্ধি, পালক-ভাবন।
নিজে দীন বুদ্ধি, আর আত্মনিবেদন ॥
এ-জীবন না রহিলে না হয় ভজন।
জীবন রক্ষায় মাত্র বিষয়-গ্রহণ ॥
ভক্তি-অনুকূল যে বিষয় যতক্ষণ।
তাহে রোচমান বৃত্ত্যে জীবন-যাপন ॥ (৩)
ভক্তি-প্রতিকূল যে-বিষয় যবে হয়।
তাহাতে অরুচি তাহা বর্জিবে নিশ্চয় ॥
কৃষ্ণ বিনা রক্ষাকর্তা নাহি কেহ আর।
কৃষ্ণ সে পালক মাত্র জানিবে আমার ॥

---

(২) আনুকূল্যে সঙ্কল্প—জীবন ব্যাপারে যে বিষয়টী ভক্তির অনুকূল, তাহাই মাত্র স্বীকার করিব, এই প্রতিজ্ঞাই আনুকূল্য-বিষয়ে সঙ্কল্প। যে বিষয় ভক্তি-প্রতিকূল হয়, তাহা দূর করিব—এই প্রতিজ্ঞাই প্রাতিকূল্য বিসর্জন।

(৩) রোচমানবৃত্তি—কৃষ্ণসম্বন্ধ রুচির অনুকূল ভাব।

আমি দীন অকিঞ্চন সকলের ছার।
অধম দুর্গত কিছু নাহিক আমার ॥
কৃষ্ণের সংসারে আমি আছি চিরদাস।
কৃষ্ণ ইচ্ছামত ক্রিয়া আমার প্রয়াস ॥
আমি কর্তা, আমি দাতা, আমি পালয়িতা।
আমার এ-দেহ-গেহ, সন্তান, বনিতা ॥
আমি বিপ্র, আমি শূদ্র, আমি পিতা, পতি।
আমি রাজা, আমি প্রজা, সন্তানের গতি ॥
এই সব বুদ্ধি ছাড়ি' কৃষ্ণে করি মতি।
কৃষ্ণ কর্তা, কৃষ্ণ-ইচ্ছামাত্র বলবতী ॥
কৃষ্ণের যে হয় ইচ্ছা, তাহাই করিব।
নিজ-ইচ্ছা-অনুসারে কিছু না চিন্তিব ॥
কৃষ্ণ-ইচ্ছামতে হয় আমার সংসার।
কৃষ্ণ-ইচ্ছামতে আমি হই ভব পার ॥
দুঃখে থাকি, সুখে থাকি, আমি কৃষ্ণদাস।
কৃষ্ণেচ্ছায় সর্বজীবে দয়ার প্রকাশ ॥
মম ভোগ কর্মভোগ কৃষ্ণ-ইচ্ছামত।
আমার বৈরাগ্য কৃষ্ণ-ইচ্ছা-অনুগত ॥ (৪)

---

(৪) আমার জগতে কর্মভোগ বা বৈরাগ্য উভয়েই কৃষ্ণ ইচ্ছামত হইতেছে।

শরণাপত্তি হইলে আত্মনিবেদন হয়—

সরল ভাবেতে যবে এই ভাব হয়।
আত্মনিবেদন তা'রে বলি মহাশয়॥

শরণাপত্তি ব্যতীত নামাশ্রয়ে যাহা হয়—

ষড়্‌বিধ শরণাগতি নাহিক যাহার।
সে-অধম অহংমম-বুদ্ধিদোষে ছার॥
সে বলে—আমি ত' কর্ত্তা, সংসার আমার।
নিজকর্ম ফলভোগ সুখ দুঃখ আর॥
আমার রক্ষক আমি, আমি ত' পালক।
আমার বনিতা, ভ্রাতা, বালিকা, বালক॥
আমি ত' অর্জন করি, আমার চেষ্টায়।
সর্বকার্য সিদ্ধ হয়, সর্ব শোভা পায়॥
অহংমম-বুদ্ধিক্রমে বহির্মুখ-জন।
নিজজ্ঞান-বলে বহু করয়ে মানন॥
সেই জ্ঞান-বলে শিল্প, বিজ্ঞান বিস্তারে।
ঈশ্বরের ঈশিতা না মানে দুষ্টাচারে॥ (৫)
শ্রীনাম-মাহাত্ম্য শুনি' বিশ্বাস না করে।

---

(৫) বহির্মুখ লোক মনে করে যে, আমরা বুদ্ধিবলে শিল্পবিজ্ঞানাদি উন্নত করিয়া আমাদের সুখবৃদ্ধি করিতেছি। বস্তুতঃ সকলই কৃষ্ণ ইচ্ছায় হইয়া থাকে, একথা একবারও স্মরণ করে না।

লোকব্যবহারে কভু কৃষ্ণনামোচ্চারে ॥
কৃষ্ণনাম করে তবু নাহি পায় প্রীতি।
ধর্মধ্বজী-শঠ জন-জীবনে এ-রীতি ॥
হেলায় উচ্চারে নাম কিছু পুণ্য হয়।
প্রীতিফল নাহি ফলে, সর্বশাস্ত্র কয় ॥

ইহার মূল কি ?—

মায়াবদ্ধ হৈতে এই অপরাধ হয়।
ইহাতে নিষ্কৃতিলাভ কঠিন নিশ্চয় ॥
শুদ্ধভক্তি ফলে যাঁ'র বিরক্তি হইল।
সংসার ছাড়িয়া সেই নামাশ্রয় নিল ॥

এই দোষত্যাগের উপায়—

নিষ্কিঞ্চনভাবে ভজে শ্রীকৃষ্ণচরণ।
বিষয় ছাড়িয়া করে নামসংকীর্তন ॥
সেই সাধুজনে অন্বেষিয়া তাঁ'র সঙ্গ।
করিবে সেবিবে ছাড়ি' বিষয়তরঙ্গ ॥
ক্রমে ক্রমে নামে মতি হইবে সঞ্চার।
অহংতা-মমতা যা'বে মায়া হ'বে পার ॥
নামের মাহাত্ম্য শুনি অহংমমভাব।
ছাড়িয়া শরণাগতি ভক্তের স্বভাব ॥
নামের শরণাগত যেই মহাজন।

কৃষ্ণনাম করে, পায় প্রেম-মহাধন ॥

দশাপরাধশূন্য ব্যক্তির লক্ষণ—

অতএব সাধুনিন্দা যতনে ছাড়িয়া। (৬)
পরতত্ত্ব বিষ্ণু শুদ্ধমনেতে জানিয়া ॥
নামগুরু নামশাস্ত্র সর্বোত্তম জানি।
বিশুদ্ধ চিন্ময় নাম হৃদয়েতে মানি ॥
পাপস্পৃহা পাপবীজ ত্যজিয়া যতনে।
প্রচারিয়া শুদ্ধনাম শ্রদ্ধান্বিতজনে ॥
অন্যশুভকর্ম হৈতে লইয়া বিরাম।
স্মরে যে শরণাগত অপ্রমাদে নাম ॥

নিরপরাধে নাম লইলে অল্পদিনে ভাবোদয় হয়—

সেই ধন্য ত্রিজগতে, সেই ভাগ্যবান্।
কৃষ্ণকৃপা-যোগ্য সেই, গুণের নিধান ॥
অতি অল্পদিনে তাঁ'র শ্রীনামগ্রহণে।
ভাবোদয় হয় আর পায় প্রেমধনে ॥

উন্নতিক্রম—

এবম্ভূত জনের সাধনদশা—প্রায়।
অতি স্বল্পদিনে যায় কৃষ্ণের ইচ্ছায় ॥

---

(৬) দশটী অপরাধ পরিত্যাগমাত্রই যে সকল লাভ হয়, তাহা নয়, সেই দশ-অপরাধের ব্যতিরেক দশটী ক্রিয়া আছে, তাহার অনুষ্ঠান। উপদেশস্থলে অপরাধ পরিত্যাগের বিধান।

ভাবদশা হৈতে হৈতে প্রেমদশা হয়।
প্রেমদশা সর্বসিদ্ধি, সর্বশাস্ত্রে কয় ॥ (৭)
তুমি বলিয়াছ, নাম যেই মহাজন
লইবে নিরপরাধে, পাবে প্রেমধন ॥

ব্যতিরেকভাবে ইহার চিন্তা—

অপরাধ নাহি ছাড়ি' নাম যদি লয়।
সহস্রসাধনে তা'র ভক্তি নাহি হয় ॥
জ্ঞানে মুক্তি, কর্মে ভুক্তি, জ্ঞানী-কর্মীজনে।
সুদুর্লভা কৃষ্ণভক্তি নির্মলসাধনে ॥
ভুক্তিমুক্তি শুক্তিসম, ভক্তি মুক্তাফল।
জীবের মহিমা—ভক্তিপ্রাপ্তি সুনির্মল ॥
সাধনে নৈপুণ্য-যোগে অত্যল্পসাধনে।
ভক্তিলতা প্রেমফল দেন ভক্তজনে ॥ (৮)

ভজননৈপুণ্য—

দশ-অপরাধ ছাড়ি' নামের গ্রহণে।
ইহাই নৈপুণ্য হয় সাধনে ভজনে ॥

---

(৭) শ্রীহরিদাস ঠাকুরের উপদেশ মত নামাশ্রয় করিলে সাধনদশা অতি অল্পদিনে অতিবাহিত হয়।

(৮) এইরূপে সাধনে নৈপুণ্য যোগ করিলে অল্পসাধনেই ভক্তিলতার ফল যে প্রেম, তাহা ভক্তজন লাভ করেন।

নামাপরাধের গুরুতা—

অতএব ভক্তিলাভে যদি লোভ হয়।
দশ-অপরাধ ছাড়ি' করি নামাশ্রয়॥
এক এক অপরাধ সতর্ক হইয়া।
যতনেতে ছাড়ি' চিত্তে বিলাপ করিয়া॥
নামের চরণে করি দৃঢ় নিবেদন।
নামকৃপা হ'লে অপরাধ বিধ্বংসন॥
অন্যশুভকর্মে নাম-অপরাধ ক্ষয়।
কোন প্রায়শ্চিত্ত-যোগে কভু নাহি হয়॥

নামাপরাধ পরিত্যাগের উপায়—

অবিশ্রান্ত নামে নাম-অপরাধ যায়। (১)
তাহে অপরাধ কভু স্থান নাহি পায়॥
দিবারাত্র নাম লয় অনুতাপ করে।
তবে অপরাধ যায় নাম ফল ধরে॥
অপরাধ গতে শুদ্ধনামের উদয়।
শুদ্ধনাম ভাবময় আর প্রেমময়॥
দশ-অপরাধ যেন হৃদয়ে না পশে।

---

(১) অবিশ্রান্ত নাম—কেবল দৈহিক কার্য সম্পন্ন করিতে যে বিশ্রামাদির আবশ্যক তদ্ব্যতীত অন্য সকল সময়ে কাকুতির সহিত নাম করিলে নামাপরাধ ক্ষয় হয়। অন্য কোন শুভকর্ম বা প্রায়শ্চিত্তে নামাপরাধ ক্ষয় হয় না।

কৃপা কর মহাপ্রভু মজি নামরসে ॥
এ-ভক্তিবিনোদ হরিদাস-কৃপাবলে ।
হরিনাম-চিন্তামণি গায় কুতূহলে ॥

ইতি শ্রীহরিনামচিন্তামণৌ অহংমমভাবাপরাধ-বিচারো নাম
ত্রয়োদশঃ পরিচ্ছেদঃ ।

———

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

———

সেবাপরাধ

জয় গৌর গদাধর জাহ্নবাজীবন ।
জয় সীতাপতি শ্রীবাসাদিভক্তগণ ॥

নামতত্ত্বে শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে আচার্য বলিয়া উক্তি করিয়াছেন—

"মহাপ্রভু বলে—শুন ভক্ত-হরিদাস ।
নাম-অপরাধ-তত্ত্ব করিলে প্রকাশ ॥
ইহাতে কলির জীব লভিবে মঙ্গল ।
নামতত্ত্বে তুমি হও আচার্য প্রবল ॥ (১)

---

(১) শ্রীচৈতন্য-অবতারে শ্রীহরিদাস ঠাকুর শ্রীনামতত্ত্বের আচার্য । ঠাকুর জীবকে যেরূপ নাম, নামাভাস, ও নামমাহাত্ম্য জানাইয়াছেন এবং নামাপরাধ বর্জনের উপদেশ করিয়াছেন, তদ্রূপ নিজে আচরণ করিয়া জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন ।

তব মুখে নামতত্ত্ব করিতে শ্রবণ।
আমার উল্লাস বড় শুন মহাজন॥
আচারে আচার্য তুমি, প্রচারে পণ্ডিত।
তোমার চরিত নাম-রত্নে বিভূষিত॥
রামানন্দ শিখাইল মোরে রসতত্ত্ব।
তুমি শিখাইলে মোরে নামের মহত্ত্ব॥
এবে বল সেবা-অপরাধ কি প্রকার।
শুনিয়া ঘুচিবে জীবের চিত্ত অন্ধকার॥"
হরিদাস বলে—সে সেবক-জন জানে।
আমি নামাশ্রয়ে থাকি, জানিব কেমনে॥
তবু তব আজ্ঞা আমি লঙ্ঘিবারে নারি।
যাহা বলাইবে তাহা বলিব বিস্তারি॥

সেবাপরাধ সংখ্যা—

সেবা-অপরাধ হয় অনন্ত প্রকার।
শ্রীমূর্ত্তি-সম্বন্ধে সব শাস্ত্রের বিচার॥
কোন শাস্ত্রে দ্বাত্রিংশৎ অপরাধ গণি।
কোন শাস্ত্রে পঞ্চাশৎ গণি গুণমণি॥

চতুর্বিধ—

সেই অপরাধ চতুর্বিধাদি প্রকারে।
বিভাগ করেন বুধগণ শাস্ত্রদ্বারে॥

শ্রীমূর্ত্তিসেবক-নিষ্ঠ কতগুলি তা'র।
শ্রীমূর্ত্তি-স্থাপকনিষ্ঠ অপরাধ আর॥
শ্রীমূর্ত্তি-দর্শকনিষ্ঠ আর কতিপয়।
সর্বনিষ্ঠ অপরাধ কতিবিধ হয়॥ (২)

দ্বাত্রিংশৎ সেবাপরাধ—

পাদুকা-সহিত যায় ঈশ্বরমন্দিরে।
যানে চড়ি' যায় তথা স্বচ্ছন্দশরীরে॥
উৎসবে না সেবে আর প্রণতি না করে।
উচ্ছিষ্ট অশৌচ-দেহে বন্দন আচারে॥
একহস্তে প্রণাম, সম্মুখে প্রদক্ষিণ।
দেবাগ্রে প্রসারে পদ, হয় বীরাসীন॥
দেবাগ্রে শয়ন আর ভক্ষণ করয়।
মিথ্যাকথা, উচ্চভাষা, জল্পনাদিচয়॥
নিগ্রহানুগ্রহ, যুদ্ধ, অভক্তি-রোদন।
ক্রূরভাষা, পরনিন্দা, কম্বলাবরণ॥

---

(২) সেবাপরাধগুলি শ্রীবিগ্রহ-সেবা সম্বন্ধে ঘটিয়া থাকে। যাঁহারা শ্রীমূর্ত্তি-সেবা করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে কতকগুলি অপরাধ; যাঁহারা শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে কতকগুলি অপরাধ; যাঁহারা শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিতে যান, তাঁহাদের সম্বন্ধে কতকগুলি অপরাধ এবং সকলের পক্ষে কতকগুলি অপরাধ নির্দিষ্ট আছে। তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

পরস্তুতি, অশ্লীলতা, বায়ুবিমোক্ষণ।
শক্তিসত্ত্বে গৌণ উপচারের যোজন॥
দেবানিবেদিত দ্রব্য ভক্ষণে স্বীকার। (৩)
কালোদিত ফলাদির অনর্পণ আর॥
অন্যভুক্ত অবশিষ্ট খাদ্য-নিবেদন। (৪)
দেবপ্রতি পৃষ্ঠ করি' সন্মুখে আসন॥
দেবাগ্রে অন্যের অভিবাদন পূজন।
গুরু-প্রতি মৌন, নিজ-স্তোত্র আলোচন॥ (৫)
দেবতা-নিন্দন—এই দ্বাত্রিংশ প্রকার।
সেবা-অপরাধ মহাপুরাণে প্রচার॥

অন্যশাস্ত্রমতে প্রকার বর্ণন—

অন্যত্র আছয়ে অপরাধ অন্যতম।
সংক্ষেপে বলিব প্রভু তব ইচ্ছামত॥
রাজান্ন-ভোজন আর অন্ধকারঘরে।

---

(৩) দেবতাকে যে খাদ্য বা পেয় নিবেদন করা হয় নাই, তাহা ভক্ষণ বা পান করা সকলের পক্ষেই সেবা-অপরাধ।

(৪) যে খাদ্যদ্রব্যের অগ্রভাগ অন্যে খাইয়াছে, তাহা দেবতাকে দেওয়া অপরাধ।

(৫) দেবমন্দিরে দেবতার অগ্রে অন্য কাহাকেও অভিবাদন করিবে না, কেবল স্বীয় গুরুদেবকে অবশ্য করিবে।

প্রবেশিয়া দেবমূর্তিসংস্পর্শন করে ॥
অবিধি-পূর্বক হরি-মূর্ত্ত্যুপসর্পণ।
বিনা বাদ্যে মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন ॥
সারমেয়-দৃষ্ট খাদ্য দেবে সমর্পণ।
অর্চনসময়ে মৌনভঙ্গ অকারণ ॥
বহির্দেশগমনাদি পূজার সময়ে।
গন্ধমাল্য নাহি দিয়া ধূপন করয়ে ॥
অনর্হপুষ্পেতে কৃষ্ণপূজাদিকরণ।
অধৌত বদনে কৃষ্ণপূজা আরম্ভন ॥
স্ত্রীসঙ্গ করিয়া কিম্বা রজঃস্বলা নারী।
দীপ, শব স্পর্শিয়া, অযোগ্য বস্ত্র পরি' ॥
শব হেরি', অধোবায়ু করিয়া মোক্ষণ।
ক্রোধ করি', শ্মশানেতে করিয়া গমন ॥
অজীর্ণ উদরে আর কুসুম্ভ পৈনাক।
সেবন করিয়া আর তাম্বূল গুবাক ॥
তৈল মাখি' করে হরি-শ্রীমূর্তিস্পর্শন।
এরণ্ডপত্রস্থ পুষ্পে করয় অর্চন ॥
আসুরিককালে পূজে পীঠে ভূমে বসি।
স্নপন-সময়ে মূর্তি বামহস্তে স্পর্শি ॥
বাসি বা যাচিত ফুলে দেবতা-অর্চন।

পূজাকালে গর্ব উক্তি, অযথা নিষ্ঠীবন ॥
তির্যক্-পুণ্ড্র ধরে আর অধৌতচরণে।
মন্দিরে প্রবেশ করে পূজার কারণে ॥
অবৈষ্ণব-পক্ব করে দেবে নিবেদন।
অবৈষ্ণবে দেখাইয়া করয়ে পূজন ॥ (৬)
বিশ্বক্সেনে না পূজিয়া, কাপালি দেখিয়া।
হরি পূজে নখজলে শ্রীমূর্তি স্মরিয়া ॥
ঘর্মাম্বুসংস্পৃষ্টজলে করয়ে অর্চন।
কৃষ্ণের শপথ করে, নির্মাল্য লঙ্ঘন ॥
এই সব কার্যে হয় সেবা-অপরাধ।
সেবাকারী জনের যাহাতে ভক্তিবাধ ॥

সেবাপরাধ যাহার পক্ষে যাহা, তাহা তিনি বর্জ্জন করিবেন—

শ্রীমূর্তিসম্বন্ধে যাঁর ভজন-পূজন।
সেবা-অপরাধ তেঁহ করুন বর্জন ॥
বৈষ্ণব সর্বদা নাম-সেবা-অপরাধ।
বর্জিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবা করুন আস্বাদ ॥
এই সব অপরাধ মধ্যে যাঁর যাহা।

---

(৬) শুদ্ধবৈষ্ণব দ্বারা যে অন্নপক্ব হয়, তাহাই কৃষ্ণকে নিবেদন করা যায়। কৃষ্ণপূজাসময়ে কোন অবৈষ্ণব তথায় থাকিবে না।

সম্বন্ধে পড়িবে, তাঁর বর্জনীয় তাহা ॥

নামাপরাধ সকল বৈষ্ণবমাত্রেরই বর্জনীয়—

কিন্তু নাম-অপরাধ সকল বৈষ্ণব।
সর্বকাল ত্যজি' লভে ভক্তির বৈভব ॥ (৭)

ভাবসেবায় সেবাপরাধ বিচার স্বল্প—

শ্রীমূর্তিবিরহে যিনি নির্জনেতে বসি'।
ভজন করেন ভাবমার্গে অহর্নিশি ॥
নাম-অপরাধ সদা বর্জনীয় তাঁর।
নাম-অপরাধ দশ সর্বক্লেশাধার ॥
নাম-অপরাধগতে ভাব-সেবা হয়।
অতএব অপরাধ তাহে নাহি রয় ॥ (৮)

---

(৭) দশটী নাম-অপরাধ বৈষ্ণব-মাত্রেরই বর্জনীয়। সেবা-অপরাধ যখন যাহা ঘটনীয় হয়, তাহাই বর্জন করিতে হইবে। এই অপরাধ-বর্জন একটি প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া বৈষ্ণবমাত্রের জানা আবশ্যক।

(৮) ভাবমার্গে মানস-সেবাই প্রবল। তাহাতে সেবাপরাধ বিশেষ নাই। শ্রীগোবর্দ্ধনশিলার সেবা-সম্বন্ধে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীকে মহাপ্রভু এই বলেন,—"প্রভু কহে এই শিলা কৃষ্ণের বিগ্রহ। ইহার সেবা কর তুমি করিয়া আগ্রহ ॥ এই শিলায় কর তুমি সাত্ত্বিক পূজন। অচিরেতে পাবে তুমি কৃষ্ণ-প্রেমধন ॥ এক কুঁজা জল আর তুলসী-মঞ্জরী। সাত্ত্বিক সেবা এই শুদ্ধভাবে করি। দুই দিকে দুইপত্র মধ্যে কমলমঞ্জরী। এই মত অষ্ট মঞ্জরী দিবে শ্রদ্ধা করি' ॥ শ্রীহস্তে শীলা

নামস্মরণকারীদের ভাব-সেবাই কর্ত্তব্য—

শ্রীনামস্মরণে ভাব-সেবার উদয়।
তোমার কৃপায় প্রভু জীবে ভাগ্যোদয় ॥
ভক্তির সাধন যত আছয় প্রকার।
সে-সব চরমে দেয় নামে প্রেমসার ॥
অতএব নাম লয় নামরসে মজে।
অন্য যে-প্রকার সব তাহা নাহি ভজে ॥
হরিদাস-আজ্ঞাবলে অকিঞ্চনজন।
হরিনামচিন্তামণি করিলা কীর্তন ॥

ইতি শ্রীহরিনাম চিন্তামণৌ সেবাপরাধবিচারো নাম চতুর্দশঃ পরিচ্ছেদঃ।

———

দিয়া এই আজ্ঞা দিলা। আনন্দে রঘুনাথ সেবা করিতে লাগিলা॥ এক বিতস্তি দুই বস্ত্র পিড়া একখানি। স্বরূপ দিলেন কুঁজা আনিবারে পানী॥ এইমত রঘুনাথ করেন পূজন। পূজাকালে দেখে শিলায় ব্রজেন্দ্রনন্দন॥ জল তুলসী সেবার যত সুখ হয়। ষোড়শ-উপচারে পূজার তত সুখ নয়॥ তবে স্বরূপ গোসাঞি তারে কহিল বচন। অষ্ট কৌড়ির খাজা সন্দেশ কর সমর্পন।”

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ভজন প্রণালী

গদাই গৌরাঙ্গ জয় জয় নিত্যানন্দ।
জয় সীতানাথ জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
সব ছাড়ি' হরিনাম যে করে ভজন।
জয় জয় ভাগ্যবান্ সেই মহাজন ॥
প্রভু বলে—হরিদাস, তুমি ভক্তিবলে।
পেয়েছ সকল জ্ঞান এ-জগতীতলে ॥
সর্ববেদ নাচে দেখি' তোমার জিহ্বায়।
সকল সিদ্ধান্ত দেখি তোমার কথায় ॥ (১)

নামরস জিজ্ঞাসা—

এবে স্পষ্ট বল নামরস কি প্রকার।

---

(১) ভগবত্তত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, মায়াতত্ত্ব, নামতত্ত্ব, নামাভাসতত্ত্ব, নামাপরাধতত্ত্ব প্রভৃতি সকল তত্ত্বের যথাযথ বৈদিক সিদ্ধান্ত তোমার কথায় পাওয়া যাইতেছে; অতএব সর্ববেদই তোমার জিহ্বায় আনন্দে নৃত্য করিতেছে। মহাপ্রভু হরিদাসের দ্বারা নামরসতত্ত্ব প্রকাশ করিবার জন্য এই সকল বিষয় উল্লেখ করিলেন। নামতত্ত্বের চরম লাভই রস।

কিরূপে লভিবে জীব তাহে অধিকার ॥
হরিদাস মহাপ্রেম করে নিবেদন।
তোমার প্রেরণাবলে করিব বর্ণন ॥

রসতত্ত্ব—

শুদ্ধতত্ত্ব পরতত্ত্ব যেই বস্তু-সিদ্ধ।
রসনামে সর্ববেদে তাহাই প্রসিদ্ধ ॥ (২)
সেই সে অখণ্ড রস পরব্রহ্মতত্ত্ব।
অনন্ত আনন্দধাম চরণ মহত্ত্ব ॥
শক্তি-শক্তিমান্‌রূপ বিশেষ তাহায়।
ভেদ নাই, ভেদ-সম দর্শনেতে ভায় ॥ (৩)

---

(২) সাধারণ আলঙ্কারিকদিগের যে রস, তাহা জড়ধর্মনিষ্ঠ; বস্তুতঃ তাহা রস নয়, রসের বিকৃতি মাত্র। প্রকৃতির চতুর্বিংশতি তত্ত্বের অতীত যে চিন্ময় শুদ্ধসত্ত্বতত্ত্ব, তাহাই রস। আত্মারামগণ প্রকৃতির সীমা পার হইয়াও শুদ্ধসত্ত্বতত্ত্বের অপূর্ব বিচিত্রতা দেখিতে পান না, সুতরাং তাঁহারা নীরস। শুদ্ধসত্ত্বে যে চিদ্বিশেষ আছে, তাহাই নিত্য রস।

(৩) সে রসের প্রক্রিয়া বলিতেছেন,—সেই শুদ্ধসত্ত্বে যে অখণ্ড পরব্রহ্ম বস্তু, তাহা স্বভাবতঃ শক্তি ও শক্তিমান্‌রূপে বিশিষ্ট। শক্তিমান্-তত্ত্ব দুর্লক্ষ্য। শক্তি ও শক্তিমানে বস্তুগত ভেদ নাই। বিশেষকৃত এক এক প্রকার ভেদের প্রতীতি আছে। শক্তিমান্ সর্বদাই স্বেচ্ছাময় পুরুষ, শক্তি তৎপ্রভাব প্রকাশিনী। শক্তি চিৎ, জীব ও মায়াভেদে ত্রিবিধ ব্যাপার প্রকাশ করিয়া থাকেন।

শক্তিমান্ সুতুল´ক্ষ্য শক্তি প্রকাশিনী।
ত্রিবিধ শক্তির ক্রিয়া বিশ্ববিকাশিনী॥

চিচ্ছক্তিদ্বারা বস্তু প্রকাশ—

চিচ্ছক্তিরূপে প্রকাশয়ে বস্তুরূপ।
বস্তুনাম, বস্তুধাম, তৎক্রিয়া-স্বরূপ॥
কৃষ্ণ সে পরম বস্তু, শ্যাম তাঁর রূপ।
কৃষ্ণধাম গোলোকাদি লীলার স্বরূপ॥
নাম, ধাম, রূপ, গুণ, লীলা আদি যত।
সকলই অখণ্ডাদ্বয় জ্ঞান অন্তর্গত॥
বিচিত্রতা যত সব পরাশক্তি কর্ম।
কৃষ্ণ ধর্মী, পরাশক্তি কৃষ্ণ-নিত্যধর্ম॥
ধর্মধর্মী ভেদ নাই অখণ্ড অদ্বয়ে।
বিচিত্র বিশেষমাত্র সচ্চিন্নিলয়ে॥ (৪)

মায়াশক্তির স্বরূপ—

সেই শক্তি ছায়া এক মায়া সংজ্ঞা পায়।
বহিরঙ্গ-বিশ্ব সৃজে কৃষ্ণের ইচ্ছায়॥ (৫)

---

(৪) কৃষ্ণই ধর্মী এবং কৃষ্ণের পরাশক্তিই তাঁহার ধর্ম। ধর্মীধর্মতে স্বগতাদি কোন প্রকার ভেদ নাই। তথাপি বিচিত্র বিশেষ দ্বারা ভেদ-প্রায় লক্ষিত হয়। এই ব্যাপারটী সচ্চিন্নিলয় অর্থাৎ চিজ্জগতে প্রতীত।

(৫) সেই পরাশক্তির ছায়াই মায়াশক্তি। ছায়াত্বপ্রযুক্ত তাহাকে বহিরঙ্গা শক্তি বলা যায়। তিনিই কৃষ্ণেচ্ছাক্রমে এই বহিরঙ্গ দেবীধামরূপ বিশ্ব সৃজন করেন।

জীবশক্তি—

ভেদাভেদময়ী জীবশক্তি জীবগণে।
তাটস্থ্যে প্রকাশে, কৃষ্ণ-সেবার কারণে॥ (৬)

দুই প্রকার দশাবিশিষ্ট জীব—

নিত্যবদ্ধ, নিত্যমুক্ত—জীব দ্বিপ্রকার।
নিত্যমুক্তে নিত্যকৃষ্ণ-সেবা-অধিকার।
নিত্যবদ্ধ—মায়াগুণে করয়ে সংসার।
বহির্মুখ অন্তর্মুখ ভেদে দ্বিপ্রকার॥ (৭)
অন্তর্মুখ সাধুসঙ্গে কৃষ্ণ নাম পায়।
কৃষ্ণনামপ্রভাবেতে কৃষ্ণধামে যায়॥ (৮)

রস নামস্বরূপ—

নাম ত' অখণ্ড রস কলিকা তাহার॥

---

(৬) সেই পরাশক্তির তটস্থপ্রভাবময়ী জীবশক্তি নিত্য অচিন্ত্য-ভেদাভেদময় জীবগণকে প্রকাশ করিয়াছেন। জীবও কৃষ্ণশক্তিবিশেষ, সুতরাং কৃষ্ণসেবার উপকরণ।

(৭) নিত্যবদ্ধ জীবগণের মধ্যে কতকগুলি অন্তর্মুখ অর্থাৎ কৃষ্ণের প্রতি চেষ্টাময়, আর সকলেই বহির্মুখ অর্থাৎ কৃষ্ণেতর বস্তুতে অনুরক্ত ও কৃষ্ণসেবাপকরণে ভোগবুদ্ধিবিশিষ্ট।

(৮) অন্তর্মুখদিগের মধ্যে যাঁহারা অতি ভাগ্যবান্ তাঁহারা সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম লাভ করেন; যাঁহারা অতি ভাগ্যবান্ হইতে পারে নাই, তাহারা কর্মজ্ঞানমার্গে বহুদেবারাধন বা নির্বিশেষ অবস্থার আশা করে।

কৃষ্ণ আদি সংজ্ঞারূপে বিশ্বেতে প্রচার ॥ (৯)

রস-রূপ-স্বরূপ—

স্বল্পস্ফুটে কলিকা সে রূপ-মনোহর।
শ্রীগোলোক বৃন্দাবনে শ্রীশ্যামসুন্দর ॥ (১০)

রস-গুণ-স্বরূপ—

সৌরভিত কলিকা সে চতুঃষষ্টি-গুণ।
প্রকাশে নামের তত্ত্ব জানেন নিপুণ ॥ (১১)

রস-লীলা-স্বরূপ—

পূর্ণ-প্রস্ফুটিত নাম-কুসুম-সুন্দর।
অষ্টকাল নিত্যলীলা প্রকৃতির পর ॥ (১২)

ভক্তি-স্বরূপ—

জীবে নামকৃপোদয়ে স্বরূপ হ্লাদিনী।
সম্বিতের সারযুতা ভক্তিস্বরূপিণী ॥ (১৩)

---

(৯) সেই শুদ্ধসত্ত্বতত্ত্বগত অখণ্ডরস কৃষ্ণাদি নামরূপে পুষ্পকলিকার ন্যায় বিশ্বে কৃষ্ণকৃপায় প্রচারিত হইয়াছেন।

(১০) সেই নামরূপ কলিকা স্বল্পস্ফুট হইতে হইতেই কৃষ্ণাদি মনোহর চিন্ময়রূপ বিকশিত হয়।

(১১) পুষ্পের সৌরভের ন্যায় স্ফুটিত কলিকায় কৃষ্ণের চতুঃষষ্টিগুণ-সৌরভ অনুভূত হয়।

(১২) নামকুসুম পূর্ণ প্রস্ফুটিত হইলে কৃষ্ণের অষ্টকাল চিন্ময় নিত্য-লীলা প্রকৃতি অতীত হইয়াও জগতে উদিত হন।

(১৩) কৃপাক্রমে জীবের সত্তাগত ক্ষুদ্র সম্বিৎ ও হ্লাদিনীশক্তিতে

ভক্তিক্রিয়া—

আবির্ভূত হ'য়ে নামে প্রস্ফুটিত করি'।
রসের সামগ্রী প্রকাশয়ে সর্বেশ্বরী ॥ (১৪)
বিশুদ্ধ চিন্ময় জীব লভিয়া স্বরূপ।
সেই রসে প্রবেশয় এই অপরূপ ॥ (১৫)

রসের বিভাব আলম্বন—

রসের বিভাব সেই তত্ত্ব আলম্বন (১৬)।

স্বরূপশক্তির হ্লাদিনী-সম্বিতের সমবেতসার আসিয়া ভক্তিস্বরূপিণী বৃত্তি হইয়া থাকে।

(১৪) সেই সর্বেশ্বরী শক্তি আবির্ভূত হইয়া কৃষ্ণনামে রসের সামগ্রী সকল প্রকাশ করেন।

(১৫) জীব ভক্তির প্রভাবে চিন্ময় স্বস্বরূপ লাভ করত সেই শক্তি-প্রকাশিত রসতত্ত্বে প্রবেশ করেন।

(১৬) রসে স্থায়ী ভাব বলিয়া একটি সিদ্ধভাব আছে। তাহার নাম রতি। আর চারিটী সামগ্রীর ভাবসংযোগে রতিই রসত্ব লাভ করে। সামগ্রী চারিটি যথা—বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী বা সঞ্চারী। বিভাবে আলম্বন ও উদ্দীপন আছে। আলম্বন বিষয় ও আশ্রয় ভেদে দ্বিপ্রকার। যিনি কৃষ্ণভক্ত তিনি আশ্রয়। কৃষ্ণ স্বয়ং বিষয়। কৃষ্ণের রূপগুণাদি উদ্দীপন। আলম্বন ও উদ্দীপনাত্মক বিভাবের কার্যের সঙ্গে যে সকল ফলোদয় হয়, তাহাই অনুভাব। পরে সেইসকল ফল গাঢ়তা লাভ করিয়া সাত্ত্বিক বিকার হয়। সঙ্গে সঙ্গে সঞ্চারি-ভাবসকল কার্য করিতে থাকে।

তদাশ্রয় ভক্ত, তদ্বিষয় কৃষ্ণধন ॥
নাম করে অবিরত ভক্ত মহাশয়।
কৃপা করি' রূপ-গুণ-লীলার উদয় ॥

রসের বিভাব উদ্দীপন—

উদ্দীপন কৃষ্ণ-রূপ-গুণাদিক যত।
আলম্বন, উদ্দীপন বিভাবে সংযুত ॥

বিভাব হইতে অনুভাব—

বিভাবে সম্পূর্ণ হৈলে অনুভাব হয়।
প্রেমের বিকার সব শুদ্ধ প্রেমময় ॥

সঞ্চারিভাব ও সাত্ত্বিকমিশ্রে বিভাব ক্রিয়া করে; স্থায়ীভাবেই রস হয়—

সঞ্চারি, সাত্ত্বিক ক্রমে উদিত হইলে।
স্থায়ীভাব রস হয় সর্বশাস্ত্র বলে ॥ (১৭) ॥

তাহা পাইবার ক্রম—

সেই রস সর্বসার, সিদ্ধিসার জানি।
পরম পুরুষ অর্থ সর্বশাস্ত্রে মানি ॥ (১৮)

---

(১৭) রস একটি যন্ত্রের মত। স্থায়ীভাবরূপ রতিই তাহার ধুর। বিভাবাদি যোগে কল চলিতে চলিতে সেই স্থায়ীভাবই রস হয়। আশ্রয়-রূপ ভক্ত সে রসের রসিক হইয়া পড়েন।

(১৮) এই রসই ব্রজরস, সর্বসার এবং জীবের পক্ষে পরম পুরুষার্থ। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চারিটী পুরুষার্থ। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চারিটি পুরুষার্থ হইলেও তাহাদের চরমগতিস্থানেই এই রস। পূর্ণমুক্ত পুরুষেরাই এই রসের অধিকারী।

ভক্ত্যুন্মুখ জীব শুদ্ধগুরুর কৃপায়।
শ্রীযুগল ব্রহ্মনাম সৌভাগ্যেতে পায়॥ (১৯)
তুলসীমালায় নাম সংখ্যা করি' স্মরে।
অথবা কীর্তন করে পরম আদরে॥ (২০)
এক গ্রন্থ সংখ্যা করি' আরম্ভিবে নাম।
ক্রমে তিন লক্ষ স্মরি' পূরে মনস্কাম॥

---

(১৯) অন্তর্মুখ ব্যক্তিগণের মধ্যে শুদ্ধভক্ত্যুন্মুখ জীবগণ শ্রেষ্ঠ। পুঞ্জ পুঞ্জ সুকৃতিবলে জীবের ভক্তিমার্গে প্রবৃত্তি হয়। তাঁহারই শ্রদ্ধা উদিত হইলে শুদ্ধসাধুগুরু লাভ হয়। গুরুকৃপায় যুগলনামরূপ মহামন্ত্র প্রাপ্তি হয়।

(২০) শ্রদ্ধা হইলেও প্রথমে বিষয়-চেষ্টারূপ প্রতিবন্ধক থাকে। তাহা অতিক্রম করিয়া নামবল লাভ করিবার জন্য একটি সাধনক্রম শ্রীগুরুদেব দিয়া থাকেন। সংখ্যা করিয়া তুলসীর মালায় নামস্মরণ বা কীর্তনই উপাসনা। সেই উপাসনা-ক্রমই সকল লাভের মূল। সুতরাং প্রথমে অত্যল্প কাল নির্জনে একাগ্র হইয়া নাম করিবে। ক্রমে নামসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে করিতে নামানুশীলনের নৈরন্তর্য এবং বিষয় প্রতিবন্ধকের ক্ষয় অবশ্য হইবে। ভক্তিসাধনে দুই প্রকার প্রবৃত্তি আছে। একটী অর্চন-প্রবৃত্তি, একটি স্মরণ-কীর্ত্তন-প্রবৃত্তি। উভয়ই সমীচীন হইলেও স্মরণ-কীর্ত্তন-প্রবৃত্তিই ঐকান্তিক ভক্তদিগের মধ্যে প্রবলা। অনেক মহাজনগণ নামমালাতেই কিয়ৎ পরিমাণে স্মরণ ও কিয়ৎ পরিমাণ নামকীর্তন করিয়া থাকেন। কীর্তনের বিশেষ লাভ এই যে, তাহাতে শ্রবণ, স্মরণ ও কীর্তন এই তিন অঙ্গেরই অনুশীলন হইতে থাকে।

সংখ্যা-মধ্যে কিছু নাম করিবে কীর্তন।
তাহে সর্বেন্দ্রিয়স্ফূর্তি' আনন্দনর্তন ॥
নামে নববিধ অঙ্গ করয় আশ্রয়।
তথাপি কীর্তন-স্মৃতি সর্বশ্রেষ্ঠ হয় ॥

অর্চন মার্গ ও শ্রবণকীর্ত্তনের অধিকারভেদে ক্রিয়াভেদ—

অর্চনমার্গেতে গাঢ়তর রুচি যাঁর।
শ্রবণ-কীর্তন-সিদ্ধি তাহাতে তাঁহার ॥
নামে ঐকান্তিকী রতি হইবে যাঁহার।
শ্রবণ-কীর্তন-স্মৃতি কেবল তাঁহার ॥

নাম শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণে যে ক্রম—

সেবা, নতি, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন।
সহজে নামের সঙ্গে হয় প্রবর্তন ॥
নাম-নামী এক তত্ত্ব বিশ্বাস করিয়া।
দশ অপরাধ ছাড়ি' নির্জনে বসিয়া ॥ (২১)

---

(২১) বিষয়ী, কর্মী ও জ্ঞানী তিনজনই বহির্মুখ; কেননা তাহারা মিথ্যা স্বার্থসুখের জন্য সচেষ্ট। এই দেহের ইন্দ্রিয়তর্পণই বিষয়ীর চেষ্টা। পরকালে ইন্দ্রিয়তর্পণই কর্মীর চেষ্টা। নিজের সমস্ত কষ্ট দূরীকরণই জ্ঞানীর চেষ্টা। এই তিন পদ অতিক্রম করিয়া জীব অন্তর্মুখ হয়। অন্তর্মুখ কনিষ্ঠ-মধ্যম-উত্তম-ভেদে তিন প্রকার। কনিষ্ঠ অন্তর্মুখ অন্য-দেবাদি ত্যাগ করিয়া সর্বকাম হইয়া কৃষ্ণার্চন করেন। কিন্তু স্বস্বরূপ,

অতি স্বল্প দিনে নাম হইয়া সদয়। (২২)

কৃষ্ণস্বরূপ ও ভক্তস্বরূপ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। কনিষ্ঠ মূঢ় হইলেও অপরাধী নন; ইহাদের মধ্যেই স্বনিষ্ঠ প্রবৃত্তি। সুতরাং শুদ্ধবৈষ্ণব না হইলেও বৈষ্ণবপ্রায়। মধ্যম অন্তর্মুখ শুদ্ধবৈষ্ণবও পরিনিষ্ঠিত। উত্তম অন্তর্মুখের ত' কথাই নাই। তিনি নিরপেক্ষ। নামনামীতে অভেদবুদ্ধি ব্যতীত অন্তর্মুখ হইতে পারেন না। অন্তর্মুখমাত্রেরই ভগবানে অনন্যশ্রদ্ধা আছে, সুতরাং নামের অধিকারী।

(২২) সাধনক্রম এই,—অন্তর্মুখ ভক্তমহাশয় প্রথমে দশ অপরাধ ত্যাগ পূর্বক কেবল নামস্মরণ ও কীর্তনের নৈরন্তর্য সাধন করিবেন। স্পষ্ট নাম উচ্চারণ পূর্বক স্মরণকীর্তন করিবেন। নাম স্পষ্ট, স্থির ও সুখকর হইলে শ্রীশ্যামসুন্দরের রূপ ধ্যান করিবেন। হস্তে মালা সংখ্যা, মনে বা মুখে কৃষ্ণনামানুসন্ধান করিতে করিতে নামার্থ যেরূপ তাহা চিন্নয়নে দর্শন করিতে থাকিবেন। অথবা শ্রীমূর্তির সম্মুখে বসিয়া রূপ দর্শন ও নাম স্মরণাদি করিবেন। নামের সহিত রূপ একত্ব প্রাপ্ত হইলেও কৃষ্ণগুণ সকল স্মরণে আনিতে অভ্যাস করিবেন। নাম, রূপ ও গুণ একত্র অভ্যস্ত হইলে, প্রথমে মন্ত্রধ্যানময়ী লীলার স্মরণ করিয়া তাহার নাম-রূপ-গুণের সহিত ঐক্য করিয়া লইবেন। এই সময়েই নামরসের উদয় হয়। মন্ত্রধ্যানময়ী ভাবনা দৃঢ়া হইলে স্বারসিকী অষ্টকাল লীলা ধ্যান করিতে করিতে সম্পূর্ণ রসোদয় হইবে। এই সাধনের আরম্ভকালে সাধক প্রায়কনিষ্ঠভাব প্রাপ্ত। অনতিবিলম্বেই সাধক উত্তম সাধুসঙ্গে মধ্যম ভক্ত হইয়া অবশেষে উত্তম ভক্ত মধ্যে পরিগণিত হন। কনিষ্ঠাবস্থায় কিছুদিন নামাভ্যাস হয়। নামাভ্যাসে অনর্থ দূর হইলেই শুদ্ধ-নামাধিকার ও বৈষ্ণব-সেবাধিকার হয়।

শ্রীশ্যামসুন্দররূপে হয়েন উদয় ॥
যবে নাম রূপে ঐক্য হয়ত সাধনে।
নাম লৈতে রূপ আইসে চিত্তে সর্বক্ষণে ॥
তার কিছুদিন রূপে গুণ করি' যোগ।
শ্রীনাম-স্মরণে গুণ করয় সম্ভোগ ॥

নামরূপ-গুণের-একতা—

স্বল্পদিনে নাম, রূপ, গুণ এক হয়।
নাম লৈতে সর্বক্ষণ তিনের উদয় ॥

উপাসনা মন্ত্রধ্যানময়ী—

মন্ত্রধ্যানময়ী এই নাম উপাসনা।
প্রাথমিক ধারা জানি' করে বিভাবনা ॥
স্মৃতিকালে যোগপীঠে কল্পদ্রুমতলে।
গোপ-গোপীবৃত কৃষ্ণে দেখে কুতূহলে ॥
সাত্ত্বিকবিকার সব হয় প্রস্ফুটিত।
ভজন আনন্দে ভক্ত হয় পুলকিত ॥
ক্রমে যবে নাম স্ব-সৌরভে প্রফুল্লিত।
অষ্টকাল কৃষ্ণলীলা হইবে উদিত ॥

স্বারসিকী উপাসনা—

স্বারসিকী উপাসনা হইবে উদয়।
লীলোচিত পীঠে কৃষ্ণে দর্শন করয় ॥

সঙ্গে সঙ্গে গুরুকৃপা সিদ্ধস্বরূপেতে।
লীলায় প্রবেশে ভক্ত সখীর সঙ্গেতে॥
মহাভাবস্বরূপিণী বৃষভানুসুতা।
তাঁর অনুগত ভক্তি সদা প্রেমযুতা॥ (২৩)
সখী-আজ্ঞামতে করে যুগল-সেবন।
মহা-প্রেমে মগ্ন হয় সে-রসিক জন॥

লিঙ্গভঙ্গে বস্তুসিদ্ধি—

সাধন ভজন সিদ্ধি লাগালাগি তায়। (২৪)

---

(২৩) শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও শৃঙ্গার এই পাঁচটি রস হইলেও শৃঙ্গার রসই চরম রস। এই রসের অধিকারীগণই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পরমানুগৃহীত। এই রসে কৃষ্ণের অনেক যূথেশ্বরী থাকিলেও শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী সকলের প্রার্থনীয়া। তিনি সাক্ষাৎ স্বরূপশক্তি এবং অন্য সমস্ত ব্রজাঙ্গনাই তাঁহার রসকায়ব্যূহ। শ্রীমতীর যূথমধ্যে গণিত হওয়াই রসিকমাত্রের প্রয়োজন। গোপী-আনুগত্য বিনা ব্রজে কৃষ্ণসেবা লাভ হয় না। সুতরাং শ্রীমতীর যূথে ললিতাদির গণে প্রবিষ্ট হওয়াই প্রয়োজন।

(২৪) এই প্রণালীতে রসসাধনে প্রবৃত্ত হইলে সাধন ও ভজন-সিদ্ধি পরস্পর অতি সন্নিকট হইয়া পড়ে। অত্যল্পদিনের মধ্যেই স্বরূপসিদ্ধি উদয় হয়। যূথেশ্বরীর কৃপায় কৃষ্ণেচ্ছা সহজে হয়। তাহা হইলে কৃষ্ণ-বহির্মুখতা নিবন্ধন যে মায়িক লিঙ্গদেহ, তাহা অনায়াসেই নষ্ট হয় এবং জীব বিশুদ্ধ বস্তুস্বরূপে ব্রজে বাস করেন।

লিঙ্গভঙ্গে বস্তুসিদ্ধি তোমার কৃপায় ॥

তত্ত্বুত্তরাবস্থা বর্ণন হয় না, কেবল অনুভূত হয়—

ইহার অধিক আর বাক্য নাহি চলে।
তত্ত্বুত্তর অনুভব লভি কৃপাবলে ॥ (২৫)
এই ত' উজ্জ্বল রস পরম সাধন।
ইহাতে নিশ্চয় মিলে কৃষ্ণ-প্রেমধন ॥ (২৬)

সাধনে একাদশ ভাব—

সাধিতে উজ্জ্বল রস, আছে ভাব একাদশ,
সম্বন্ধ, বয়স, নাম, রূপ।
যূথ, বেশ, আজ্ঞা, বাস, সেবা, পরাকাষ্ঠাশ্বাস,
পাল্যদাসী এই অপরূপ ॥ (২৭)

---

(২৫) এই পর্যন্ত জীবগতি বাক্যের দ্বারা ব্যক্ত করা যায়। ইহার উত্তর অর্থাৎ পর যে ভাগবত অবস্থা তাহার আর বাক্য দ্বারা বলা যায় না। তোমার কৃপাবলে তাহা অনুভূত হয় মাত্র।

(২৬) এই শৃঙ্গাররসকে উজ্জ্বলরস বলা যায়। কেননা চিজ্জগতে এই তত্ত্বই পরম উজ্জ্বল। ভৌম ব্রজরস অবলম্বনে ইহা লব্ধ হয়।

(২৭) রায় রামানন্দ বলিয়াছেন,—"অতএব গোপীভাব করি' অঙ্গীকার। রাত্রিদিন চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার ॥ সিদ্ধদেহে চিন্তি' কর তাহাই সেবন। সখীভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ ॥ গোপী অনুগত বিনা ঐশ্বর্যজ্ঞানে। ভজিলেই নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে।" যাঁহার উজ্জ্বল

ভাব সাধনে পঞ্চদশা—

এই একাদশ ভাব সম্পূর্ণ সাধনে।
পঞ্চদশা লক্ষ্য হয় সাধকজীবনে ॥
শ্রবণ, বরণ আর স্মরণ, আপন।
সম্পত্তি এ-পঞ্চবিধ দশায় গণন ॥ (২৮)

রস সাধিতে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, তিনি ব্রজের গোপী-আনুগত্য স্বীকার অবশ্য করিবেন। জীব পুরুষভাবে শৃঙ্গাররসের অধিকারী হন না। **ব্রজগোপী-স্বরূপ লাভ করিলে কৃষ্ণভজন হয়।** একাদশ প্রকার ভাবগ্রহণ করিলে ব্রজগোপীত্ব লাভ হয়। ১। সম্বন্ধ, ২। বয়স, ৩। নাম, ৪। রূপ, ৫। যূথপ্রবেশ, ৬। বেশ, ৭। আজ্ঞা, ৮। বাসস্থান, ৯। সেবা, ১০। পরাকাষ্ঠা, ১১। পাল্য-দাসীভাব। সাধক জগতে যে আকারে থাকুন না কেন হৃদয়ে এই একাদশটি ভাবগ্রহণ পূর্বক ভজন করিবেন।

(২৮) এই একাদশভাবসাধনকার্যে সাধকের পাঁচটী দশা ক্রমশঃ উদয় হয়। শ্রবণদশা, বরণদশা, স্মরণদশা, আপনদশা ও সম্পত্তিদশা। "সেই গোপীভাবামৃতে যার লোভ হয়। বেদধর্ম ত্যাজি' সে কৃষ্ণকে ভজয় ॥ ব্রজলোকের কোন ভাব লঞা যেই ভজে। ভাবযোগ্য-দেহ পাঞা কৃষ্ণ পায় ব্রজে ॥" এই বাক্যদ্বারা রায় রামানন্দ এই কথা শিক্ষা দেন যে, উজ্জ্বলরস সাধিত হইলে সাধকের গোপীদেহ প্রাপ্তির আবশ্যক। কৃষ্ণ-লীলা শ্রবণ করিয়া যখন এই ভাবে রতি হয়, তখন উপযুক্ত সদ্‌গুরুর নিকটে সেই ভাব শিক্ষা করিতে হয়। শ্রীগুরুর মুখে তত্ত্বশ্রবণই সাধকের শ্রবণদশা। সাধক যখন ব্যাকুল হইয়া সেই তত্ত্বগতভাব অঙ্গীকার

প্রথম শ্রবণদশা—

নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠশুদ্ধভাবুক যে-জন।
ভাবমার্গে গুরুদেব সেই মহাজন ॥
তাঁহার শ্রীমুখে ভাবতত্ত্বের শ্রবণ।
হইলে শ্রবণ দশা হয় প্রকটন ॥

ভাবতত্ত্ব—

ভাবতত্ত্ব দ্বিপ্রকার করহ বিচার।
নিজ একাদশ ভাব, কৃষ্ণলীলা আর ॥

ক্রমে বরণদশা প্রাপ্তি—

রাধাকৃষ্ণ অষ্টকাল যেই লীলা করে।
তাহার শ্রবণে লোভ হয় অতঃপরে ॥
লোভ হইলে গুরুপদে জিজ্ঞাসা উদয়।
কেমনে পাইব লীলা কহ মহাশয় ॥
গুরুদেব কৃপা করি' করিবে বর্ণন।
লীলাতত্ত্বে একাদশ ভাবসঙ্ঘটন ॥
প্রসন্ন হইয়া প্রভু করিবে আদেশ।

করেন, তাহাই বরণ দশা। রসস্মৃতি দ্বারা যখন সেই ভাব অভ্যাস করেন, তাহাই স্মরণ দশা। আপনাতে সেই সুষ্ঠুভাবকে আনিতে পারার নাম আপন বা প্রাপ্তিদশা। এই পার্থিব অনিত্যসত্তা হইতে পৃথক্ হইয়া স্বীয় বাঞ্ছিত স্বরূপ স্থিরীভূত হওয়ার নাম সম্পত্তি দশা।

এই ভাবে লীলা মধ্যে করহ প্রবেশ ॥ (২৯)
শুদ্ধরূপে সিদ্ধভাব করিয়া শ্রবণ।
সেই ভাব স্বীয় চিত্তে করিবে বরণ ॥

নিজরুচি শ্রীগুরুদেবকে বলিবে—

বরণকালেতে নিজ রুচি বিচারিয়া।
গুরুপদে জানাইবে সরল হইয়া ॥
প্রভু, তুমি কৃপা করি' যেই পরিচয়।
দিলে মোরে তাহে মোর পূর্ণ প্রীতি হয় ॥
স্বভাবত মোর এই ভাবে আছে রুচি।

---

(২৯) গুরুদেব শিষ্যের স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি পরীক্ষা করিয়া যখন দেখিবেন যে, শিষ্য শৃঙ্গাররসের অধিকারী বটে, তখন তাঁহাকে শ্রীরাধার যূথে শ্রীললিতাগণমধ্যে সাধকের সিদ্ধমঞ্জরী স্বরূপ অবগত করাইবেন। সাধকগত একাদশ ভাব ও সাধ্যগত অষ্টকালীয় লীলা দেখাইয়া পরস্পরের সম্বন্ধ সংস্থাপন করিয়া দিবেন। সাধকের সিদ্ধিদেহগত নাম, রূপ, গুণ, সেবা ভাল করিয়া দেখাইয়া দিবেন। সাধিকা যে ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া যে পতির সহিত তাঁহার বিবাহ হয়, তাহা বলিয়া দিবেন। বেদধর্ম পরিত্যাগ করত শ্রীযূথেশ্বরীর পাল্যদাসীভাব ও তাঁহার অষ্টকালীয় নিত্য সেবা দেখাইয়া দিবেন। সাধিকা সেই ভাব বরণ করিয়া স্মরণ-দশায় প্রবেশ করিবেন। ইহাই সাধকের ব্রজে গোপী জন্ম। ''যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ"—এই ভাগবত আজ্ঞাই এ-স্থলে পালনীয়।

অতএব আজ্ঞা শিরে ধরি হয়ে শুচি ॥

অন্যরুচি হইলে গুরুদেব অন্যভাব দিবেন—

রুচি যদি নহে তবে অকপট মনে।
নিবেদিবে নিজ রুচি শ্রীগুরুচরণে ॥
বিচারিয়া গুরুদেব দিবে অন্যভাব।
তাহে রুচি হইলে প্রকাশিবে নিজভাব ॥ (৩০)

নিজ সিদ্ধভাব গুরুদেবকে জানাইবে—

এইরূপে গুরুশিষ্যসংবাদ ঘটনে।
নিজ সিদ্ধভাব স্থির হইবে যে-ক্ষণে ॥
শিষ্য গুরুপদে পড়ি' করিবে মিনতি।

---

(৩০) সাধিকার আত্মগত শুদ্ধরুচি শ্রীগুরুদেব যখন নির্ণয় করেন, তখন সাধিকাও স্বরুচি বলিয়া গুরুদেবকে সাহায্য করিবেন। স্বাভাবিক রুচি স্থির না হইলে উপদেশ শুদ্ধ হয় না। প্রাচীন ও আধুনিক সংস্কার রূপ দ্বিবিধ সুকৃতিদলিত প্রবৃত্তিকেই রুচি বলা যায়। জীবাত্মার এই রুচি নৈসর্গিক। যাঁহাদের শৃঙ্গাররসের রুচি নাই, দাস্য বা সখ্যে আছে, তাঁহারা সেই সেই রসে উপদিষ্ট হইবেন, নতুবা অনর্থই ঘটিবে। মহাত্মা শ্যামানন্দের সিদ্ধ স্বরুচি প্রথমে পরিজ্ঞাত হয় নাই, এই জন্যই তাঁহাকে সখ্যরসে প্রবেশ করান হইয়াছিল। পরে শ্রীজীবের কৃপায় তাঁহার স্বরুচিসম্মত ভজন লাভ হয়, ইহা লোক-প্রসিদ্ধ আছে। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যাবতারে যোগ্যতা ও অধিকারের বিচারই প্রবল।

মাগিবে ভাবের সিদ্ধি করিয়া আকুতি ॥
কৃপা করি' গুরুদেব করিবে আদেশ।
শিষ্য সেই ভাবে তবে করিবে প্রবেশ ॥

দৃঢ়বরণ—

শ্রীগুরুচরণে পড়ি' বলিবে তখন।
তবাদিষ্ট ভাব আমি করিনু বরণ ॥ (৩১)
এ-ভাব কখন আমি না ছাড়িব আর।
জীবনে মরণে এই সঙ্গী যে আমার ॥

ভজনে প্রতিবন্ধক বিচার—

নিজ সিদ্ধ একাদশভাবে ব্রতী হয়ে।

---

(৩১) সাধকের স্বরুচি-বিরুদ্ধ অন্যভাব যাহা পূর্বে স্বীকৃত হয়, তাহাই তাঁহার পতিগ্রহণ। কিন্তু তদুত্তর শুদ্ধগুরুদেবের কৃপায় স্বরুচি-সম্মত কৃষ্ণসেবা-লাভই পরম পারকীয় রস। **পারকীয় রস ব্যতীত রসের সম্পূর্ণ বিকাশ হয় না। সুতরাং প্রকটাপ্রকট উভয়লীলায় শৃঙ্গাররসের পারকীয় অভিমানের নিত্যত্বই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের শিক্ষা-মহিমা।** এই শৃঙ্গার রসে কোন প্রকার প্রাকৃত ব্যবহার নাই। চিন্ময় জীব রসসঞ্চারে চিন্ময়ী গোপী হইয়া চিন্ময় রাধাকৃষ্ণের নিত্যদাস্য চিন্ময় বৃন্দাবনে লাভ করেন। ইহাতে জড়ীয় স্ত্রী-পুরুষ ভাব নাই, কেবল সেইভাবের বিশুদ্ধ আদর্শ তত্ত্বই স্বীয় চিন্ময়ী স্বভাবে প্রকটিত হইয়াছেন। ইহা শুদ্ধগুরুর নিকটেই অবগত হওয়া যায়। কৃপা ব্যতীত এই অনির্বচনীয় তত্ত্বের আবিষ্কার হয় না। ইহা জড়ীয় তর্কের অগোচর এবং অত্যন্ত বিরল।

স্মরিবে সুদৃঢ়চিত্তে নিজভাবচয়ে ॥
স্মরণে বিচার এক আছে ত' সুন্দর।
আপনের যোগ্যস্মৃতি কর নিরন্তর ॥
আপনের অযোগ্য স্মরণ যদি হয়।
বহুযুগ সাধিলেও সিদ্ধি কভু নয় ॥ (৩২)

আপনদশা—

আপনসাধনে স্মৃতি যবে হ'য়ে ব্রতী।
অচিরে আপনদশা হয় শুদ্ধ অতি ॥
নিজ শুদ্ধভাবের যে নিরন্তর স্মৃতি।
তাহে দূর হয় শীঘ্র জড়বদ্ধমতি ॥

---

(৩২) স্মরণদশাকে আপনদশায় প্রাপ্তি-যোগ্য করিয়া সাধন না করিলে কোন ক্রমেই সিদ্ধি হয় না। এই অনির্বচনীয় ভজনতত্ত্বে কর্মাড়ম্বর, জ্ঞানাড়ম্বর বা যোগাড়ম্বর প্রভৃতি কোন প্রকার আড়ম্বর নাই। বাহে কেবল নিবৃত্তিভাবের সহিত নামানুশীলন, কিন্তু অন্তরে মহারসের মহাড়ম্বর নিরন্তর থাকে। যে সকল সাধক বাহ্যাড়ম্বরে ব্যস্ত বা অন্তর স্থির করিতে যত্ন করেন না, তাঁহাদের স্মরণ আপন-যোগ্য হয় না। সুতরাং বহুজন্ম সাধনেও সিদ্ধি হয় না। এই ভজনই সহজ ভজন, কিন্তু ইহাতে কোন প্রকার উপাধি-খল উপস্থিত হইলে সাধনান্তর হইয়া পড়ে, ব্রজসাধন হয় না। শ্রীগুরুদেবের নিকট সরল অন্তঃকরণে এই ভজনের শুদ্ধতা ও উপাধি বুঝিয়া লইয়া ভজন করিবেন।

বদ্ধজীব যে ক্রমে ভাবপ্রাপ্ত হন—

জড়বদ্ধ জীব ভুলি' নিজ সিদ্ধসত্ত্ব।
জড় অভিমানে হয় জড়দেহে মত্ত ॥ (৩৩)
তবে যদি কৃষ্ণলীলা করিয়া শ্রবণ।
লোভ হয় পাইবারে নিজ সিদ্ধধন ॥
তবে ভাবতত্ত্বস্মৃতি অনুক্ষণ করে।
ভাব যত বাড়ে তার ভ্রান্তি তত হরে ॥

স্মরণ দশা ; তাহাতে বৈধ ও রাগানুগতা ভাবের ভেদ। শেষটীরই প্রয়োজন—

স্মরণ দ্বিবিধ বৈধ রাগানুগা আর।
রাগানুগা স্মৃতি যুক্তিশাস্ত্র হৈতে পার ॥

---

(৩৩) এই প্রকার সিদ্ধি কিরূপ সহজ হইল, তাহা বলিতেছেন। জীব শুদ্ধ চিৎকণ ; জীবের চিৎস্বরূপগত একটী সিদ্ধ চিদ্দেহ আছে। সেই নিজ সিদ্ধসত্ত্ব ভুলিয়া মায়াবদ্ধ কৃষ্ণাপরাধী জীব জড়াভিমানে ঔপাধিক জড়-দেহে মত্ত হইয়া আছেন। শুদ্ধগুরুকৃপায় জানিতে পারিলে স্বীয় সিদ্ধ পরিচয়লাভই পরম সহজ বস্তু। এই স্থল হইতে স্বীয় সিদ্ধ স্বরূপ লাভের ক্রম লিখিত হইতেছে। বদ্ধজীবের ভক্তিসাধনেই যেই ক্রম আছে, তন্মধ্যে একটী বৈধক্রম, একটী রাগানুগ সাধ্যক্রম। বৈধক্রম ও রাগানুগার ক্রমদ্বয় প্রথমে পৃথক রূপে প্রতীত হয়, কিন্তু ভাবাপনে সেই পার্থক্য আর থাকে না। শাস্ত্রবিধিশাসনে বৈধক্রমের উদয় হয়। ব্রজজনের ক্রিয়াঙ্গ লোভ হইতে রাগানুগক্রমের উদয় ; সুতরাং প্রথম ক্রমটি সাধারণ এবং শেষোক্ত ক্রমটি বিরল।

মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হ'য়ে করয় স্মরণ।
অচিরেতে প্রাপ্ত হয় দশা ভাবাপন॥

বৈধভক্তের উন্নতি ক্রম—

বৈধভক্ত স্মৃতিকালে সদা বিচারয়।
অনুকূলযুক্তিশাস্ত্র যখন যে হয়॥
ভাবাপনে হয়ে ভাব-আবির্ভাবকাল।
শাস্ত্রযুক্তি ছাড়ে তবে জানিয়া জঞ্জাল॥
শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, রুচ্যাসক্তি ক্রমে যেই ভাব।
আপন-সময়ে তাহা হয়, আবির্ভাব॥ (৩৪)

আপনদশায় রাগানুগ ও বৈধভাবের ভেদ নাই—

ভাবাপনে রাগানুগা, বৈধভক্ত ভেদ।
নাহি থাকে কোন মতে—গায় স্মৃতি, বেদ॥

পঞ্চবিধ স্মরণ—

স্মরণ, ধারণা, ধ্যান, অনুস্মৃতি আর।
সমাধি—এ-পঞ্চবিধ স্মরণ-প্রকার॥ (৩৫)

---

(৩৪) আপন সময়ে—আপনদশা আগমনে।

(৩৫) স্মরণ অবস্থায় প্রথমে কেবল স্মরণ অর্থাৎ নিজের একাদশ ভাবে অবস্থিতি পূর্বক অষ্টকাল সেবা-ভাবনা। তখনও নৈরন্তর্য সিদ্ধ হয় নাই। কখনও কখনও স্মরণ হয়, কখনও বিক্ষেপ। স্মরণ করিতে করিতে ধারণা অর্থাৎ স্মরণের স্থৈর্যভাব-সাধনই ধারণা। ধ্যাত বিষয়ের সর্বাঙ্গ

ভাবাপন দশার উদয় কাল—

সমাধি-স্বরূপ স্মৃতি যে সময়ে হয়।
ভাবাপন দশা আসি' হইবে উদয়॥

যে সময়ে যে অবস্থা হয়—

সেই কালে নিজ সিদ্ধদেহ অভিমান।
পরাজিয়া জড়দেহ হ'বে অধিষ্ঠান॥ (৩৬)
তখন স্বরূপে ব্রজবাস ক্ষণে ক্ষণ।
ভাবাপনে স্বস্বরূপে হেরি ব্রজবন॥ (৩৭)

আপনে স্বরূপসিদ্ধি, লিঙ্গভঙ্গে বস্তুসিদ্ধি—

আপনে স্বরূপসিদ্ধি লভে ভাগ্যবান্।

ভাবনা করিতে করিতে ধ্যান হয়। অনুস্মৃতি—সর্বকালে ধ্যান। সম্পূর্ণ নৈরন্তর্য অর্থাৎ অন্যধ্যানাবসরাভাবে পূর্ণ কৃষ্ণলীলা ধ্যানই সমাধি। এই সমাধিরূপ স্মরণ হইতে হইতেই আপন-দশা উপস্থিত হয়। স্মরণে এই পঞ্চদশা অতিক্রম করিতে অনিপুণ লোকের পক্ষে বহুযুগ যাইতে পারে; নিপুণব্যক্তির পক্ষে অল্পদিনেই আপনদশা উপস্থিত হয়।

(৩৬) ভাবাপন দশায় জড়দেহের অভিমান দূর হইয়াছে। সিদ্ধদেহের অভিমান প্রবল হইয়া পড়ে।

(৩৭) তখন স্বস্বরূপে ক্ষণে ক্ষণে ব্রজবাস হয়। স্ব-স্বরূপগত রাধাকৃষ্ণ সেবায় বড় সুখোদয় হয়। এমন কি অনেকক্ষণ ব্রজধাম দর্শন ও তথায় স্বরূপাভিমানে অবস্থিতি এবং চিদ্বিলাসগত লীলার স্ফূর্তি হয়।

লিঙ্গভঙ্গে বস্তুসিদ্ধি সম্পত্তি বিধান ॥ (৩৮)

সাধনসিদ্ধার ফল—

হইয়া সাধনসিদ্ধা নিত্যসিদ্ধা সহ।
সমতা লভিয়া কৃষ্ণ সেবে অহরহ ॥ (৩৯)

নামদ্বারা সিদ্ধিলাভ—

সেবাভঙ্গ আর তার কভু নাহি হয়।
পরম উজ্জ্বলরসে সতত মাতয় ॥
নাম সে পরধন নামের আশ্রয়ে।
এত সিদ্ধি পায় জীব শুদ্ধসত্ত্ব হয়ে ॥

সংক্ষেপে ক্রম পরিচয়—

অতএব ভক্ত্যুন্মুখজন সাধুসঙ্গে।
নির্জনে করিবে নাম ক্রমের অভঙ্গে ॥
ক্রমে ক্রমে অল্পকালে সর্বসিদ্ধি হয়।

---

(৩৮) এই অবস্থায় ভজন করিতে করিতে কৃষ্ণসাক্ষাৎকৃতি অবশ্য হইবে এবং হঠাৎ তদিচ্ছাক্রমে স্থূলদেহাপগমে লিঙ্গদেহ নষ্ট হইয়া পড়িবে। পাঞ্চভৌতিক দেহ পতন হইতে হইতেই সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃত মন-বুদ্ধি-অহঙ্কাররূপ লিঙ্গদেহ খসিয়া পড়ে। তখন শুদ্ধ চিদ্দেহ স্পষ্ট অনাবৃতভাবে উদয় হইয়া চিদ্ধামে যুগল-সেবা করিতে থাকে।

(৩৯) এই অবস্থায় সাধনসিদ্ধভাবে নিত্যসিদ্ধাদিগের সালোক্য লাভ হয়।

কুসঙ্গ বর্জিয়া সাধুসঙ্গে ফলোদয় ॥ (৪০)

(১) সাধুসঙ্গ, (২) সুনির্জন, (৩) দৃঢ়ভাব—

সাধুসঙ্গ, সুনির্জন, নিজদৃঢ়ভাব। (৪১)
এই তিন বলে লভি মহিমা স্বভাব ॥
আমি হীন ক্ষুদ্রমতি বিষয়ে বিভোর।
সাধুসঙ্গবিবর্জিত সদা আত্মচোর ॥ (৪২)

---

(৪০) কর্ম-জ্ঞান-যোগাদি পরিত্যাগ পূর্বক অনন্যশ্রদ্ধোদিত ভক্তির সহিত নামভজনই সুলভ ধন। পূর্বোক্ত ক্রম ধরিয়া নামভজন করিলে অন্য সমস্ত ভক্ত্যঙ্গ অপেক্ষা অতি সহজে এবং স্বল্পকালে সর্বার্থ সিদ্ধিলাভ করে। ইহাতে নৈপুণ্যমাত্র এই যে—কুসঙ্গ একেবারে পরিত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গে ভজন করিবে। প্রেম একটি পরম শুদ্ধ চিদ্ধর্মফলক বিশেষ। সাধুচিত্তই তদ্গ্রহণে যোগ্য ও প্রবণ। অসাধুচিত্ত তাহার বিক্ষেপক। সাধুসঙ্গ না থাকিলে সেই ফলক জীবহৃদয়ে সহসা প্রবেশ করে না। তড়িৎ-সম্বন্ধে আকর্ষণ ও অনাকর্ষণের ন্যায় সাধুসঙ্গ ও অসাধুসঙ্গ প্রবলরূপে কার্যকর। অর্থাৎ বিদ্যুৎ মায়িক ধর্মবিশেষ; প্রেম চিদ্ধর্ম। উভয়ে একটু লক্ষণের সৌসাদৃশ্য দেখা যায়।

(৪১) অতএব যিনি নামসাধনে ফল লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার তিনটী বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ থাকা আবশ্যক। অর্থাৎ সাধুসঙ্গ, সুনির্জন এবং নিজের সুদৃঢ় ভাব বা পরাকাষ্ঠা—ইহাকে নির্বন্ধ বলা যায়।

(৪২) শ্রীহরিদাস ঠাকুর নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ হইলেও নিজের দৈন্য প্রকাশ করিলেন। দৈন্যই প্রেমের অলঙ্কার।

অহৈতুকী কৃপা প্রভু করিয়া বিস্তার। (৪৩)
ভক্তিরসে গতি দেহ প্রার্থনা আমার ॥
এত বলি' হরিদাস প্রেমে অচেতন।
শ্রীগৌরাঙ্গপদে করে দেহসমর্পণ ॥
প্রেমে গদগদ প্রভু তাহারে উঠায়।
আলিঙ্গন দিয়া চিত্তকথা বলে তায় ॥

প্রভুর আজ্ঞা—

শুন হরিদাস, এই লীলা-সংগোপনে।
বিশ্ব অন্ধকার করিবেক দুষ্ট জনে ॥ (৪৪)

---

(৪৩) অহৈতুকী কৃপা—হেতুরহিতা কৃপা। আমি এমত কোন সৎকর্ম করি নাই, যাহাতে কৃষ্ণকৃপা হইতে পারে। সেস্থলে কৃষ্ণ যে কৃপা করেন তাহা অহৈতুকী। শ্রীহরিদাস ঠাকুরের কেবল নামভজনশিক্ষাই সর্বত্র দেখা যায়, কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরম কৃপাপাত্র হরিদাস। তাঁহার নামরসতত্ত্বে বিশেষ অধিকার ও শিক্ষা। ললিতমাধব ও বিদগ্ধমাধব গ্রন্থের বিষয়ে শ্রীহরিদাসের অঙ্গনে যখন রামানন্দ, সার্বভৌম প্রভৃতিকে লইয়া মহাপ্রভু আস্বাদন করেন, তখন হরিদাসের মুখে নামরসের মহিমা সহসা বাহির হইয়াছিল। (চৈঃ চঃ অন্ত্য ১ম)

(৪৪) এই দুষ্টজন কাহারা? বোধ হয়, যে সকল লোকেরা পরে শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত শিক্ষাষ্টক সম্মত পবিত্র নামধর্ম্মকে গোপন করিয়া বহুবিধ সহজিয়া, বাউল ও নানা প্রকার দুষ্ট মতবাদ প্রচার করিয়াছে, তাহাদিগকেই প্রভু উল্লেখ করিয়া এইরূপ বলিয়াছেন।

সেই কালে তোমার এ-চরমোপদেশ। (৪৫)
অবশিষ্ট সাধুজনে বুঝিবে বিশেষ॥
এই তত্ত্ব সমাশ্রয়ে নিষ্কিঞ্চন জন।
নির্জনে বসিয়া কৃষ্ণ করিবে ভজন॥ (৪৬)

---

(৪৫) চরমোপদেশ—যাহার পর আর উপদেশ হইতে পারে না। সাধুসঙ্গ নামানুশীলনই চরমোপদেশ।

(৪৬) নিষ্কিঞ্চন রসিক ভক্ত 'হরেকৃষ্ণ' নাম নিম্নলিখিত ভাবের সহিত আস্বাদন করেন; যথা,—পদকল্পতরু ১৮৩ পর্বে অর্দ্ধবাহ্যদশা প্রলাপমিতি।

সুহই রাগ।

"হে হরে মাধুর্য গুণে, হরি' লবে নেত্রমনে, মোহন মূরতি দরশাই'।
হে কৃষ্ণ আনন্দধাম, মহাআকর্ষকঠাম, তুয়া বিনে দেখিতে না পাই॥
হে হরে ধরম হরি', গুরুভয় আদি করি', কুলের ধরম কৈলে দূর।
হে কৃষ্ণ বংশীর স্বরে, আকর্ষিয়া আনি' বলে, দেহ-গেহ স্মৃতি কৈলা দূর।
হে কৃষ্ণ কর্ষিতা আমি, কঞ্চুলি কর্ষহ তুমি, তা' দেখি' চমক মোহে লাগে।
হে কৃষ্ণ বিবিধ ছলে, উরজ কর্ষহ বলে, স্থির নহ অতি অনুরাগে॥
হে হরে আমারে হরি', লৈয়া পুষ্পতল্লোপরি, বিলাসের লালসে কাকুতি।
হে হরে গোপত বস্ত্র, হরিয়া সে ক্ষণ মাত্র, ব্যক্ত কর মনের আকুতি।
হে হরে বসনহর, তাহাতে যেমন কর, অন্তরের হার মত বাঁধা।
হে রাম রমণ অঙ্গ, নানা বৈদগধি রঙ্গ, প্রকাশি পূরহ নিজ সাধা॥
হে হরে হরিতে বলি, নাহি হেন কুতুহলি, সবার সে বাক্য না রাখিলা।
হে রাম রমণরত, তাহে প্রকটিয়া কত, কি রস আবেশে ভাসাইলা॥
হে রাম রমণ শ্রেষ্ঠ, মন রমণীয় শ্রেষ্ঠ, তুয়া সুখে আপনি না জানি।
হেরাম রমণ ভাগে, ভাবিতে মরমে জাগে, সে রস মূরতি তনুখানি॥

নিজ নিজ ভাগ্য বলে জীব পায় ভক্তি।
ভক্তি লভিবারে সকলের নাহি শক্তি॥
সুকৃতজনের ভক্তি দৃঢ় করিবারে।
আইলাম যুগধর্ম নামের প্রচারে॥ (৪৭)

হরিদাস ঠাকুর নামপ্রচারে সহায়—

তুমি ত' সহায় মোর এ-কার্যসাধনে।
তব মুখে নামতত্ত্ব শুনি একারণে॥

হে হরে হরণ তোর, তাহার নাহিক ওর, চেতন হরিয়া কর ভোর।
হে হরে আমার লক্ষ্য, হর সিংহপ্রায় দক্ষ, তোমা বিনা কেহ নাহি মোর।
তুমি সে আমার জ্ঞান, তোমা বিনা নাহি আন, ক্ষণেকে কল্প শত যায়।
সে তুমি অনত গিয়া, রহ উদাসীন হৈয়া, কহ দেখি কি করি উপায়।
ওহে নবঘনশ্যাম, কেবল রসের ধাম, কৈছে রহঁ করি মন ঝুরে।
চৈতন্য বেলয় যায়, হেন অনুরাগ পায়, তবে বন্ধু মিলয় অদূরে॥

এই ভাব বিয়োগদশায় আর এই নামেই সম্ভোগে অষ্টসখীযুক্ত রাধিকার সহিত কৃষ্ণসম্ভোগ ভাবিত হয়। সেখানে 'হরে' শব্দ শ্রীমতীর নাম 'হরা' শব্দে সম্বোধন। ভাবুক নিজ নিজ ভাবের হরিকৃষ্ণ-নামের সর্বরসলীলা আস্বাদন করেন।

(৪৭) জীবসকল স্বীয় সুকৃতিবলেই ভক্তিলাভ করেন। তাহা হইলে ধর্ম্মপ্রচারের তাৎপর্য্য কি? প্রভু বলিতেছেন, যে-সকল জীব সুকৃতিবলে হরিনামের শ্রদ্ধা করিবে, তাহাদের ভক্তি দৃঢ় করিবার জন্য আমি নামকে যুগধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করিয়াছি। বস্তুতঃ ইহা জীবের একমাত্র নিত্যধর্ম্ম।

হরিনাম চিন্তামণি, অখিল অমৃত খনি,
কৃষ্ণকৃপা-বলে যে পাইল।
কৃতার্থ সে মহাশয়, সদা পূর্ণানন্দময়,
রাগভাবে শ্রীকৃষ্ণ ভজিল॥
তাঁহার চরণ ধরি, সদাই কাকুতি করি,
কাঁদে এই অকিঞ্চন ছার।
এ-অমৃতরস-লেশ, পিয়াইয়া অবশেষ,
কর সার আনন্দ বিস্তার॥

ইতি শ্রীহরিনামচিন্তামণৌ ভজনপ্রণালী-প্রদর্শনং
নাম পঞ্চদশপরিচ্ছেদঃ।

সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ।

